॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

—:০:—

শ্রীশুক উবাচ।

সুখোপবিষ্টঃ পর্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥১॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ (অক্রূরঃ) পর্যঙ্কে সুখোপবিষ্টঃ [ততঃ] রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ [সন্] পথি যান্ মনোরথান্ (কামান্) চকার হ [তান্] সর্বান্ লেভে।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন — (অনন্তর শ্রীনন্দ রাত্রিকৃত্য সম্পাদনের জন্য নিজ ঘরের ভিতরে গেলে) পালঙ্কে সুখে উপবিষ্ট অক্রূর মহাশয় রামকৃষ্ণ কর্তৃক অতিশয় সম্মানিত হয়ে পথে যা যা অভিলাষ করেছিলেন সে সব কিছুই প্রাপ্ত হলেন।

যা সদ্যো লীলয়েল্লীলা লোকং শোকমহার্ণবে।
তদ্ব্যাপারোঽপি যঃ স্বৈরমীরয়েস্মাং স মে গতিঃ ॥ জীঃ ১ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সুখেতায়মর্থঃ — ততঃ শ্রীনন্দে তমানন্দ্য নক্তংকৃত্যায় স্বান্তর্গৃহং প্রবিষ্টে সতি শ্রীরামকৃষ্ণ নিদেশেন সেবকপর্যার্পিতপর্যঙ্কে সুখমসঙ্কোচমুপবিষ্টঃ পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং তাম্বূলগন্ধপুষ্পজলব্যজন সেবকাদি সমাধানেনোরুমানিতশ্চ· ততঃ সর্বান মনোরথান্ লেভে। তয়োরপি স্বান্তর্গৃহং প্রবিষ্টয়োঃ সম্ভ্রমে গতে সতি ক্রমেণ তত্তৎপ্রাপ্তিভাবনয়া পূর্ণমাত্মানং মেনে। তেষামনবচ্ছেদং বারয়তি - পথীতি। হ স্ফুটম. একান্তভক্তিযোগাত্তেন প্রসিদ্ধং যথা স্যাত্তথা ইত্যর্থঃ; তদুক্তম্ — 'দেহং ভৃতাম্' (শ্রীভা ১০।৩৮।২৭) ইত্যাদি। তত্র দর্শনস্য সিদ্ধিঃ 'দদর্শ কৃষ্ণম্' (শ্রীভা ১০।৩৮।২৮) ইত্যাদিনা দর্শিতা; নমস্কারস্য যথাত্তূর্ণমিতি, তত্রৈব হস্তপঙ্কজ-ধারণস্য কৃপেক্ষণস্য চ জ্ঞেয়া। কৃষ্ণকর্তৃক-তদালিঙ্গনস্য 'ভগবাংস্তম্' (শ্রীভা ১০।৩৮।৩৬) ইতি, তৎকর্তৃক তাতেতি-সম্বোধনস্য ত্বগ্রে ভাবিতায়া নিশ্চিতত্বাৎ, শ্রীসঙ্কর্ষণেন কংসকৃতে স্ববন্ধুবর্গ-দুঃখপ্রশ্নস্য চ, তেনাঞ্জলিগ্রহণপূর্ব্বক - গৃহনয়নাদ্যাতিথ্যকরণস্যতু সঙ্কর্ষণশ্চেতি। জী° ১ ॥

যে লীলা লোককে সদ্য শোকমহার্ণবে নিমজ্জিত করে দেয়, সেই ব্যাপারেও আমাকে যিনি যদৃচ্ছভাবে প্রেরণ করছেন, তিনিই আমার গতি। জী ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** 'সুখোপবিষ্ট' ইত্যাদি কথার অর্থ ঃ অতঃপর অক্রূরকে আনন্দ দান করবার পর শ্রীনন্দমহারাজ রাত্রি-কৃত্যের জন্য নিজের অন্দর মহলে প্রবেশ করে গেলেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে সেবকের দ্বারা পরিপাটি করে পাতা পালঙ্কে সুখে অসঙ্কোচে উপবিষ্ট হলেন, পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা তাম্বুল-গন্ধ-জল-ব্যাজন-সেবকাদি সমাধানের দ্বারা বহুত সম্মানিত হলেন অক্রূর। সুতরাং অক্রূর পথের মনোভিলাষ সবই লাভ করলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণও নিজেদের ঘরের মধ্যে চলে গেলে অক্রূরের সম্ভ্রম চলে গেল – তখন ক্রমশঃ সেই সেই মনোভিলাষ প্রাপ্তি ভাবনায় নিজকে পূর্ণ মনে করতে লাগলেন অক্রূর। সেই সকল মনোভিলাষের নিরবিচ্ছন্নতা 'পথি ইতি' বাক্যে বারণ করা হল। পথে যে মনোভিলাষ করেছিলেন তাই প্রাপ্ত হলেন। হু – স্পষ্টরূপেই প্রাপ্ত হলেন, অর্থাৎ একান্ত ভক্তির যোগ্যরূপে যা প্রসিদ্ধ সেইরূপেই প্রাপ্ত হলেন। সেইরূপ বলতে কি বুঝা যায়? তা পূর্বে উক্ত হয়েছে, যথা—'দেহভৃতাম' ইত্যাদি শ্লোকে (৩৮।২৭) – অর্থাৎ মথুরায় কংস সংবাদ থেকে শ্রীকৃষ্ণদর্শন পর্যন্ত অক্রূরের পথে যে মনোভিলাষ, উহাই দেহী জীবমাত্রের পুরুষার্থ।

অতঃপর নন্দালয়ে গোদোহন স্থানে 'দর্শনের' সিদ্ধি দেখান হচ্ছে, 'দদর্শ কৃষ্ণম্' অর্থাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করলেন শ্লোকে শ্রীভা° ১০।৩৮।২৮। পথে প্রণামের অভিলাষ 'নমস্য' প্রণত হব (১০।৩৮।১৫) সিদ্ধ হল, 'রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য' অর্থাৎ রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে দণ্ডবৎ প্রণত হলেন শ্লোকে (১০।৩৮।৩৪)। হস্তপঙ্কজ ধারণ ও কৃপা ঈক্ষণ অভিলাষ (১০।৩৮।১৬-১৯) সিদ্ধ হল, 'ভগবাংস্তম্' (১০।১৮।৩৬) শ্লোকে। আর কৃপাঈক্ষণ সিদ্ধ হল 'সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ'—(১০।৩৮।৩০) শ্লোকে। (১০।৩৮।২০) শ্লোকে অক্রূরের যে কৃষ্ণের মুখে 'তাত' সম্বোধন শোনার অভিলাষ তারও সিদ্ধির নিশ্চয় করা হয়েছে অগ্রে ১০।৩৯।৪ শ্লোকে, আরও সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধে যে অভিলাষ, যথা – কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব আমার নিকট কংসকৃত নিজবন্ধুবর্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, ইহারও সিদ্ধির নিশ্চয়তা করা যায়, সঙ্কর্ষণ যে অক্রূরের অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক গৃহে নিয়ে আতিথ্যসৎকার করলেন, তার পরিশিষ্ট রূপে। [এ সম্বন্ধে অন্য কথা শ্রীভাগবতে প্রমাণিত আছে যথা—"যথা সঙ্কল্পয়েদ্বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি (শ্রীভা° ১১।১৫।২৬) অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প আমার প্রতি মনোনিবেশপূর্বক মৎপর পুরুষ যে প্রকারে যে বিষয়ে সঙ্কল্প করেন, সেই প্রকারেই নিজ অভিষ্ট বস্তু লাভ করেন—এইরূপে তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।"]। জীঃ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নবত্রিংশে পুরীং যাতি প্রিয়ে গোপ্যোঽতিবিহ্বলাঃ।
বিলেপুর্যমুনামগ্নোঽক্রূরো বৈকুণ্ঠমৈক্ষত ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই ৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় কৃষ্ণ মথুরাপুরীতে যেতে নিলে গোপীগণ অতিশয় বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অক্রূর যমুনায় মগ্ন হয়ে বৈকুণ্ঠ দর্শন করলেন। বিঃ ১ ॥

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥ ২ ॥

সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩ ॥

২। **অন্বয়ঃ** [হে] রাজন্! শ্রীনিকেতনে ভগবতি প্রসন্নে [সতি জনস্য] কিমলভ্যম্, তথাপি তৎপরাঃ কিঞ্চন ন বাঞ্ছন্তি হি।

৩। **অন্বয়ঃ** [অথ] দেবকীসুতঃ ভগবান্ শায়ন্তনাশনং (সন্ধ্যাকালীনং ভোজনং) কৃত্বা সুহৃৎসু কংসস্য বৃত্তং (আচরণং) অন্যৎ চিকির্ষিতং (সঙ্কল্পিতং ভাবী আচরণং) পপ্রচ্ছ জিজ্ঞাসিতবান্।

২। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর বক্ষদেশে আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবৎ শ্রবণ-কীর্তন-দর্শনাদি ছাড়া অন্য কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না।

৩। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর সান্ধ্য ভোজন সেরে এসে দেবকীসুত ভগবান্ সুহৃদ্‌গণের প্রতি কংসের ব্যবহার এবং তাঁর মনের সঙ্কল্প কি, তা অক্রূরকে জিজ্ঞসা করলেন।

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নন্বন্যান্ ধর্ম্মার্থাদি মনোরথান্ ন চকার? তত্রাহ—কিমিতি। ভগবত্ত্বাদেব শ্রিয়ঃ প্রেয়সীরূপায়া হৃদি রেখারূপায়াশ্চ নিকেতনে আশ্রয়ে। কিঞ্চনেতি পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং, ভগবৎপ্রসাদময়-তত্তৎপ্রকারং বিনা যৎকিঞ্চিদন্যমিত্যর্থঃ, 'দেহং ভৃতামিয়ানর্থঃ' ইত্যাদেঃ; হে রাজন্নিতি ত্বয়েদং জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ ॥ জী° ২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ধর্ম অর্থাদি অভিলাষ কেন-না করলেন? এরই উত্তরে—কিম্ ইতি।

ভগবতি শ্রীনিকেতনে—ভগবৎস্বরূপ হওয়া হেতু প্রেয়সীরূপা ও হৃদয়ে রেখারূপা সর্বসম্পদ্ অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলে কি অলভ্য, তথাপি **কিঞ্চন**—কিছুই, অর্থাৎ পূর্ব উদ্দীষ্ট ভগবৎ-প্রসাদময় সেই সেই অভিলাষ বিনা যৎকিঞ্চিৎ অন্য কিছুই চায় না, কারণ জীবমাত্রেরই ইহাই পুরুষার্থ। হে রাজন্—এই সম্বোধনের ধ্বনি, এ তো তোমার জানাই আছে। জী° ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু কথমক্রূরেণ কেবলং কৃষ্ণদর্শনস্পর্শনাদাবেব মনোরথাঃ কৃতাঃ ন তু পারমেষ্ঠ্যসাযুজ্যাদৌ তত্রাহ—কিমলভ্যমিতি ॥ ২ ॥

২। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা অক্রূর কেন কেবল কৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শনই অভিলাষ করলেন, ব্রহ্মার পদ কিম্বা সাযুজ্যাদি মুক্তি ইচ্ছা করলেন না—এরই উত্তরে, কিম্ অলভ্য। বি° ২ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** সায়ন্তনাশনং কৃত্বেতি—দ্বাদশ্যামপি দ্বির্ভোজনমুপানয়নাৎ পূর্ব্বং সম্যগ্ধর্ম্মনিয়ম ইতি ন মর্য্যাদাবিরুদ্ধম্। দেবকীসুত ইতি—তদ্ভাবমাত্মনো ব্যঞ্জয়ন্নিত্যর্থঃ। অতএব সুহৃৎসু

শ্রীভগবানুবাচ।

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ম্ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয়ঃ** শ্রীভগবানুবাচ—[হে] তাত! [হে] সৌম্য! স্বাগতং (সুখেন আগতং) আগত কচ্চিৎ? বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং অস্তু (ক্ষেমং অস্তু) সজ্ঞাতিবন্ধূনাং অনমীবং (অশুভরহিতং) অনাময়ং (আরোগ্যং) অপি (কিং অস্তি)!

৪। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন হে তাত! হে সৌম্য! আপনাদের মঙ্গল তো? আগমন সুখে হয়েছে তো? সুহৃদ্, জ্ঞাতি এবং বন্ধুগণ সুখে নিরোগ অবস্থায় আছেন তো?

যাদবেষু বৃত্তিং বর্ত্তমানাং চেষ্টাম্, বৃত্তমিতি পাঠে তৃতীয়াম্, তথান্যদ্‌যচ্চিকীর্ষিতমধ্যবসীয়মানা ভাবিনী চেষ্টা, তদপি পপ্রচ্ছ। যদ্বা, পাঠদ্বয়েঽপি চেষ্টামাত্রম্, যতোঽন্যত্তন্মারণ-লক্ষণং চিকীর্ষিতং, স্বয়ং কর্ত্তুমিষ্টমিত্যর্থঃ। ততশ্চ তদ্দোষস্থাপনায়ৈব তৎপ্রশ্নঃ ইতি ভাবঃ। অত্র যদ্যপি তদগ্রজকর্ত্তৃত্বেনৈব তেন তৎপ্রশ্নঃ পূর্ব্বস্তাবিতস্তথাপি নিজানুজ্ঞাঙ্গীকারাপেক্ষয়া ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিতস্তাগ্রজস্য প্রতিনিধীয়মানানুজবচনমগ্রজস্যৈব প্রতিপন্নম্ ॥ জী°৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** সায়ন্তনাশনং কৃত্বা—কৃষ্ণ সন্ধ্যাকালের আহার করলেন। দ্বাদশীতেও দুইবার খাওয়া উপনয়নের পূর্বে যথার্থ ধর্ম-নিয়ম, তাই ধর্মের মর্যাদা ইহাতে লঙ্ঘন হল না। দেবকীসুত—এই বাক্যের ধ্বনি, দেবকীসুত ভাব নিজেতে প্রকাশ করে (অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন)। অতএব সুহৃৎসু - যাদবদের প্রতি বৃত্তিং—কংসের বর্তমান আচরণ, 'বৃত্তং' পাঠে, অতীত-আচরণ জিজ্ঞাসা করলেন। অন্যচ্চিকির্ষিতম্ - তথা অন্য যা বর্তমানে সঙ্কল্প করছে, সেইভাবী আচরণ, তাও জিজ্ঞাসা করলেন। অথবা 'বৃত্তং' ও বৃত্তিং দুপাঠেই অর্থ আচরণ মাত্র, যেহেতু অন্যৎ— কৃষ্ণমারণ লক্ষ্মণ আচরণ যা 'চিকির্ষিতম্' কংস নিজে করতে ইচ্ছুক। যদিও পূর্বে পথে ৩৮।২৩ শ্লোকে অক্রূরাভিলাষে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব-মুখে কংসাচরণ জিজ্ঞাসা; তথাপি এখানে নিজ অনুজমুখে সেই জিজ্ঞাসা অঙ্গীকার অপেক্ষায় রামের ক্ষণকাল মৌনধারণ। চুপ করে থাকা অগ্রজের প্রতিনিধিত্বকারী অনুজের বচন অগ্রজের বচন রূপেই প্রতিপন্ন। জীঃ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** হে তাতেতি=পিতৃব্যতয়া পিতৃতুল্যত্বম; হে সৌম্যেতি— সাধুতয়া তত্রাপি গৌরবাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। অতএবাগতা ইতি বহুত্বং ব ইতি চ। আগত ইত্যেকবচনান্তপাঠো বহুত্র। ভদ্রং ক্ষেমমস্তু যুষ্মাকমিত্যাশীঃপ্রশ্নে সদাচারানুসারাৎ কিংবা দৈন্যেনাগতস্য তস্য সমাশ্বাসনার্থম্। অনমীব অনাময়মিতি দ্বাভ্যাং ক্রমেণ সামান্যবিশেষদুঃখাভাবপ্রশ্নঃ। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা, আগতা ইতাসন্তাব্যস্য তত্র তদাগমনস্য সিদ্ধ্যা তদনুমোদনেন তং সন্তোষয়তি এতদেবাগ্রেঽভিব্যঞ্জয়িষ্যতি। দিষ্ট্যেত্যত্র কচ্চিৎ স্বাগতং, কিং সুখেনাগতমিতি প্রশ্নঃ। জী°৪ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** হে তাত পিতৃব্য হওয়া হেতু পিতৃতুল। হে সৌম্য!

কিন্নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে।
কংসে মাতুলনাম্ন্যঙ্গ স্বানাং বস্তৎপ্রজাসু চ ॥৫॥

৫। **অন্বয়ঃ** অঙ্গ (হে অক্রূর) নঃ (অস্মাকং) কুলাময়ে (কুলস্য রোগরূপে) মাতুল নাম্নি কংসে এধমানে (বর্দ্ধমানে সতি) নঃ স্বানাম্ (অস্মজ্ জ্ঞাতীনাং) বঃ (যুষ্মাকং) তৎপ্রজাসু চ কিং নু কুশলং পৃচ্ছে (পৃচ্ছামি)।

৫। **মূলানুবাদঃ** হে অক্রূর। আমাদেয় কুলের রোগস্বরূপ, নাম মাত্রেই মাতুল কংসের বাড়বাড়ন্ত অবস্থায় আমাদের জ্ঞাতিদের ও তার প্রজাদের কুশল প্রশ্ন আর কি করবার আছে?

—ধার্মিক হওয়া হেতু এই সম্বোধন, এর মধ্যেও আবার এ সম্বোধনে গৌরবাতিশয় ব্যঞ্জিত। —তাই মূলে 'আগতা' এবং পরে 'ব' এইরূপ গৌরবে বহুবচন। 'আগতঃ' এইরূপ এক বচনান্ত পাঠও বহুস্থানে আছে। **ভদ্রং**—আপনাদের মঙ্গল তো? প্রশ্নে।—এরূপ আশীর্বাদ সদাচার অনুসারে কিম্বা দৈন্যের সহিত আগত অক্রূরকে আশা ভরসা দেওয়ার জন্য। **অনমীব অনাময়ম্**—সুখে নিরোগ অবস্থায় আছেন তো? 'পাপ-অভাব' ও 'আরোগ্য' এ দুটি পদের দ্বারা ক্রমে সামান্য ও বিশেষ দুঃখ-অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন। **আগতাঃ**—[শ্রীধর—মঙ্গল মত আগমন হয়েছে তো?] অথবা, যার আসার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। সেই অক্রূরের নন্দালয়ে সন্ধ্যাবেলায় আগমনের সিদ্ধিতে 'স্বাগত' বলে উহাকে অনুমোদন করত তাকে সন্তুষ্ট করলেন। ইহাই অগ্রে ৭ শ্লোকে অভিব্যক্ত হয়েছে, **দিষ্ট্যা ইতি**—এই পদের অর্থ এখানে 'কচ্চিৎ স্বাগতং' অর্থাৎ সুখে আগমন হয়েছে কি? জী°৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ স্বে সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ বন্ধবোঽসপিণ্ডাস্তেষাং কিমনমীবং পাপাভাবঃ। অনাময়মারোগাঞ্চ। বি°৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ স্বজ্ঞাতি**—'স্বে' সুহৃদগণ, 'জ্ঞাতি' সপিণ্ড অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ অন্তর্গত জ্ঞাতি। বন্ধু—অসপিণ্ড। এঁরা কি **অনমিবং**—পাপ-অভাব অর্থাৎ নিষ্পাপ অবস্থায়, **অনাময়ম্**—নিরোগ অবস্থায় আছেন তো? বি°৪॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা**ঃ কুলাময় ইতি অনাময়স্য বিশেষতঃ প্রশ্নে স্ব তাৎপর্য্যং দর্শয়তি; তদনুপহতিরেবানাময়তয়া পৃষ্টেতি ভাবঃ। নামমাত্রেণৈব মাতুলে বস্তুতস্তাময়ে, যতোঽসৌ নাগন্তকঃ। ন ত্বেকস্য, কিন্তু সর্ব্বস্যৈব কুলস্যেত্যতস্তন্নাশনমেবোচিতম্; তথাপ্যেতাবন্তং কালং মাতুলনাম্নৈবাসাবুপেক্ষিত ইতি ভাবঃ। তস্য প্রজাসু প্রজানাঞ্চ। যদ্বা, তদনুজাদিরূপাসু চৈধমানাসু। জী° ৫॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ কুলাময়ে কংসে**—[কুল+আময়ে] কুলের রোগস্বরূপ কংসের **এধমানে**—বাড়বাড়ন্তে। ৪ শ্লোকের 'অনাময়' অর্থাৎ আরোগ্য থাকা সম্বন্ধে পুনরায় বিশেষভাবে প্রশ্নে কৃষ্ণের নিজ তাৎপর্য দেখান হয়েছে। —কংসের দ্বারা আক্রান্ত না হওয়াই 'অনাময়', প্রশ্নটা এই উদ্দেশ্যেই। **মাতুলনাম্নি**—নামমাত্রেই মাতুল, আসলে তো রোগবিশেষ, যেহেতু এতো বাইরে

অহো অস্মদভূদ্ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্যয়োঃ ।
যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৬॥

৬। **অন্বয়ঃ** অহো (খেদে) অস্মৎ (মৎ হেতোঃ) আর্যয়োঃ (মান্যয়োঃ) পিত্রোঃ ভূরি বৃজিনং (দুঃখম্) অভূৎ। যদ্ধেতোঃ তয়োঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোঃ [তয়োঃ] বন্ধনং অভূৎ।

৬। **মূলানুবাদঃ** হায় হায়, আমার নিমিত্তই মান্য পিতামাতার প্রচুর দুঃখ ভোগ হল, আমার নিমিত্তেই তাঁদের পুত্রগণের অকাল মৃত্যু হল ও নিজেদের কারাবন্ধন ঘটল।

থেকে আসা কিছু নয়, কুলের মধ্যেই জন্ম (যেমন রোগ দেহের মধ্যেই জন্ম)। কেবল একজনের পক্ষে যে রোগ তাই নয় কিন্তু কুলের সকলের পক্ষেই, কাজেই একে নাশ করাই উচিত ছিল, তথাপি এতকাল যে উপেক্ষা করেছি তা ঐ 'মাতুল' নামটা আছে বলেই, এরূপ ভাব। **তৎপ্রজাসু চ**— কংসের প্রজাদেরও অথবা, এই কংসের অনুজাদিরূপ জনদের 'এধমানাসু' বাড়বাড়ন্ত অবস্থায় (কুশল প্রশ্ন আর কি করবার আছে)। জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কুশলপ্রশ্নোঽপি নাতিসঙ্গচ্ছত ইত্যাহ- কিম্বিতি। অঙ্গ! হে অক্রূর! পৃচ্ছে পৃচ্ছামি। নঃ কুলাময়ে অস্মৎকুলস্য রোগরূপে কংসে নঃ স্বানাং অস্মজ্জ্ঞাতীনাম্ ॥ বি° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কুশল প্রশ্ন করাটাও খুব একটা যুক্তিসঙ্গত হয় না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, কিন্নু ইতি। **অঙ্গ**—হে অক্রূর, **পৃচ্ছে**—জিজ্ঞাসা করি কি? **নঃ কুলাময়ে**— আমাদের কুলের রোগরূপ কংসের বাড়বাড়ন্ত অবস্থায়—**নঃ স্বানাম্**—আমাদের জ্ঞাতিদের। বি° ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ তো° টীকাঃ** অস্মিদিতি পঞ্চমী হেতৌ, বহুত্বমেকত্বে, অস্মদোর্দ্বয়োশ্চেতি স্মরনাৎ। যদ্ধেতোরিতি পৌনরুক্ত্যমনুতাপস্বভাবেনাত্মৈকহেতুতা-বিবক্ষয়া চ। জী°৬ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ অস্মৎ ইতি**—আমার জন্যই, এই 'অস্মৎ' শব্দের পঞ্চমী বহুবচন প্রয়োগ কৃষ্ণের একা-র সম্বন্ধেই— এক্ষেত্রে গৌরবে বহুবচন। অথবা, 'অস্মৎ' আমাদের জন্যই, এক্ষেত্রে বহুবচন বলদেবাদি অপেক্ষায়। **যদ্ধেতোঃ**—[যৎ=যস্য] যার কারণে, এই কথাটা পুনরায় বলা হল, অনুতাপের স্বভাবে, এবং একমাত্র নিজেকেই পিতার দুঃখের নিমিত্তরূপে বলবার ইচ্ছায়। জী°৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অস্মৎ অস্মত্তঃ মত্তঃ পুত্রাৎ বৃজিনং দুঃখং তবেব কিং তত্রাহ যোঽহমেব হেতুস্তস্মাৎ। বি°৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **অস্মৎ**—বহুবচন, বলদেবাদি অপেক্ষায় তদ্ধিত প্রত্যয়ে 'অস্মত্তঃ' অর্থাৎ পুত্র আমাদের থেকে। অথবা, এই 'অস্মৎ' শব্দটি গৌরবে বহুবচন, 'মত্তঃ' 'আমার' থেকে। পুত্র আমার থেকে বৃজিনং —দুঃখ হচ্ছে। এতে কি হয়েছে, এরই উত্তরে, **যদ্ধেতোঃ**— যেহেতু আমি পুত্র হয়েও তাঁদের পুত্র মরণের কারণ হয়েছি, তাই তাঁদের খেদ। [শ্রীবলদেব—'অস্মৎ পিত্রোঃ'

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্ !
সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥৭॥

৭। অন্বয়ঃ [হে] সৌম্য ! [হে] তাত ! অদ্য দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) মহ্যং (মম) স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) বঃ (যুষ্মাকং) কাঙ্ক্ষিতং দর্শনং সঞ্জাত', তব অগমন-কারণং বর্ণ্যতাং।

৭। মূলানুবাদঃ হে সৌম্য ! হে তাত ! আজ যে জ্ঞাতি আপনার এই গোপন দর্শন সম্ভব হল, সে আমার ভাগ্যবশেই। আপনাদের দর্শন আমার বহুকাল বাঞ্ছিত। আপনার আগমনের কারণ সবকিছু খুলে বলুন।

আমাদের নির্দোষ পিতামাতার দুঃখ বহুত হয়েছে, আমিই তার হেতু —আমার নিমিত্তই তাঁদের সব কিছু দুঃখ]। বি ৬ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ তদেবং সতি যদদ্য বো দর্শনং সম্যগৈকান্তিকং জাতং, তদ্দিষ্ট্যা। কীদৃশানাং স্বানাম্ ? কংসস্য পরজাতত্বাদস্নিগ্ধত্বাচ্চ ভোজরাজত্বেঽপি মমৈব জ্ঞাতীনামিত্যর্থঃ, মদীয়ধনরূপাণামিতি বা। যদ্বা, আর্ষং সর্ব্বনামত্বম্। স্বেষামাত্মীয়ানামিত্যর্থো বা। কীদৃশং দর্শনং কাঙ্ক্ষিতম্ ? ততস্তাবৎ প্রিয়ত্বেনৈব যদি তত্রত্যস্যৈকস্যাত্মীয়স্য দর্শনং ভবেৎ, তদা তন্মারণযুক্তিঃ সিদ্ধ্যতীত্যভিপ্রায়েণেতি ভাবঃ। অত্রৈতাবতী বিবক্ষা—অত্রত্যা মাতাপিত্রাদয়স্তত্র তেভ্যোঽপি পরমস্নিগ্ধা ইতি তদনুমতিং বিনা তত্র গন্তুং ন শক্নোমি, তথা প্রকটেঽপি তেষু মহাপরাধেষূপেক্ষিতস্য মাতুলনাম্নস্তস্য সহসা জিঘাংসয়াভিগমনে তমেব কারণীকর্ত্তুমিচ্ছামি। তস্মাদ্যদি তাদৃশোঽপেক্ষিতঃ কচ্চিদায়াতি ততস্তদনুরোধেন তেষামনুমতিং লভে, তেন সহ যুক্ত্যা চ তস্যৈব তৎকারণত্বমুদ্ভাবয়ামি। তদৈব তন্মারণং নীতিপদবীমারোহতীতি অতো হে তাত। তবাগমনকারণং তাবদ্বর্ণ্যতাং, তস্মিন্ জ্ঞাতে সত্যায়তীং চিন্তাং করিষ্যাম ইতি ভাবঃ ॥ জী ৭ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণ বললেন এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও যদি আজ অপনার **দর্শনং সংজাতং** —এই গোপন দর্শন সম্ভব হল, তা আমার অদৃষ্টবশেই। **স্বানাং**—জ্ঞাতিদের। কিরূপ জ্ঞাতিদের ? এরই উত্তরে, কংস ভোজবংশীয় উগ্রসেনের ছদ্মবেশধারী দ্রুমিলদৈত্যের থেকে জাত হওয়া হেতু ও খরতর হওয়া হেতু ভোজবংশ জাত হলেও আমার জ্ঞাতি নয়, যদুবংশ জাত অক্রূরাদিই আমার জ্ঞাতি, তাঁদেরই দর্শন কাঙ্ক্ষিত। বা, মদীয় ধনস্বরূপদের দর্শন। অথবা, 'স্বানাং' পদটি আর্ষপ্রয়োগ—সর্বনাম 'স্ব' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন 'স্বেষাং', এতে 'স্বানাং' অর্থ 'আত্মীয়দের'। **কাঙ্ক্ষিতম্ দর্শনং**—জ্ঞাতিদের দর্শন আমার আকাঙ্ক্ষিত। কিরূপ দর্শন আকাঙ্ক্ষিত ? এরই উত্তরে তাবৎ প্রিয়তাবশেই আগত একজন মথুরাস্থ আত্মীয়ের যদি দর্শন হয়, তদা কংসের মারণযুক্তি সিদ্ধ হতে পারে, এই অভিপ্রায়েই জ্ঞাতিদের দর্শন ইচ্ছা করছিলাম। এখানে এতদূর পর্যন্ত বক্তব্য - এখানকার মাতাপিতাদি সেখানকার মাতাপিতাদি থেকে পরমস্নিগ্ধ। সুতরাং এঁদের অনুমতি

শ্রীশুক উবাচ।

পৃষ্টো ভগবতে সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

৮। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ—মাধবঃ (মধোঃবংশজঃ অক্রূরঃ) পৃষ্টঃ (কৃষ্ণেন জিজ্ঞাসিতঃ সন্) যদুষু (যদুকুল জাতেষু) [কংসস্য] বৈরানুবন্ধং (শত্রুতায়াঃ আচরণং) [তথা] বসুদেববধোদ্যমং—[এতৎ] সর্বং ভগবতে বর্ণয়ামাস।

৮। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—কৃষ্ণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে মধুবংশজাত অক্রূর যদুকুল জাত জনদের প্রতি কংসের অবিচ্ছেদ শত্রুতা ও বসুদেবকে বধের উদ্যম, এ সব কিছুই তাঁকে খুলে বললেন।

বিনা সেখানে যেতে পারব না, এ-কারণে, তথা প্রকাশ্যেও উপেক্ষিত মাতুল নামক জনকৃত (অর্থাৎ কংসকৃত) মহাপরাধাদি উপলক্ষে সহসা মারণের ইচ্ছায় তার সম্মুখে গমন হেতু এই মথুরা আগত জনকেই সহায় করতে ইচ্ছা করছিলাম। সুতরাং যদি তাদৃশ অপেক্ষিত কেউ এসে গেল, তা হলে তার অনুরোধে এখানকার পিতামাতাদির অনুমতি লাভ করব, এবং তার সহিত যুক্তি করে ঐ কংসের মরণ-কারণ উদ্ভাবন করব। তখনই কংস-মারণ কৌশল আবিষ্কার হবে। অতএব হে তাত! আপনার আগমন কারণ সবকিছু খুলে বলুন। সেইসব জানবার পর ভবিষ্যৎ চিন্তা করব, এরূপ ভাব। জী°৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কাঙ্ক্ষিতমিতি যদেব কারণীকৃত্য তত্র গত্বা কংসং হনিষ্যামীতি ভাবঃ। বি°৭।

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **কাঙ্ক্ষিতম্**—আমার অভীষ্ট ছিল কোন এক আত্মীয়ের দর্শন, যাকে সহায় করে মথুরা গিয়ে কংসকে হত্যা করব। বি°৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ তো টীকা** ঃ পৃষ্ট ইতি যুগ্মকম্। ভগবত ইতি ভগবন্তং জ্ঞাপয়িতুমিত্যর্থঃ; তাদর্থ্যে চতুর্থী। তন্মারণং তদভীষ্টমিতি তদর্থমেব বর্ণয়ামাস, ন স্বার্থমিত্যর্থঃ। ভগবতেতি পাঠঃ ক্বচিৎ, যতো মধুবংশজঃ স্বপক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। সর্বং কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—বৈরেতি সার্দ্ধেন। বৈরানুবন্ধং তৎসাতত্যম্। জী°৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ** ঃ 'পৃষ্ট ইতি' (৮-৯) দুটি শ্লোকে মথুরায় কংসের অত্যাচার সব কিছু বললেন। অক্রূর জিজ্ঞাসিত হয়ে **ভগবতে**—ভগবানকে জানাবার জন্য বর্ণন করলেন—এখানে ভগবানের প্রশ্নের নিবৃত্তির জন্যই বর্ণন, নিজের স্বার্থে নয়, অতএব তাদর্থে চতুর্থী। 'ভগবতা' পাঠও ক্বচিৎ দেখা যায়। **মাধবঃ**—অক্রূর মধুবংশজ হওয়া হেতু কৃষ্ণের স্বপক্ষ, তাই **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে কংসের অত্যাচার সব কিছু বললেন। **সর্বং**—সব কিছু কি বললেন? এরই উত্তরে বলা হল, 'বৈরানুবন্ধন' ১ই শ্লোকে। **বৈরানুবন্ধং**—শত্রুতার অখণ্ডতা। জী°৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মাধবঃ মধুবংশভবঃ। বি°৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মাধবঃ**—মধুবংশজাত। বিঃ৮ ॥

যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥ ৯ ॥

৯। **অন্বয়** ঃ যৎসন্দেশঃ (যঃ ধনুর্যাগচ্ছদ্মা সন্দেশ যস্য সঃ) যদর্থং (চানূর মুষ্টিকাদিভিঃ ঘাতনার্থং) বা স্বয়ংদূতঃ সংপ্রেষিতঃ (কৃষ্ণনয়নার্থ কৃষ্ণসমীপং প্রেরিতঃ) [তথা] নারদেন আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবাৎ) অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) স্বজন্ম যৎ উক্তং (বর্ণিতং তৎ সর্বং বর্ণয়ামাস ইতি পূর্বেনান্বয়ঃ)।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ ধনুর্যজ্ঞ ছলে প্রেরিত এই সংবাদ বহনকারী অক্রূর যে কংস প্রেরিত দূত, চানুরাদির দ্বারা কৃষ্ণ বধ কর্মই যে কংসের অভিপ্রায় এবং বসুদেব থেকে সর্বাবতারাবতারীই যে কৃষ্ণরূপে জাত, নারদমুখে এই কথা শুনেই যে অক্রূর কংসের দ্বারা প্রেরিত, এই সব বৃত্তান্ত অক্রূর কৃষ্ণের নিকট বর্ণন করলেন।

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ যৎসন্দেশঃ স্বয়মাত্মনাইক্রূরো দূতস্তেন সংপ্রেষিতো যদর্থং বা, তৎসন্দেশং তমর্থঞ্চ বর্ণয়ামাস। সম্প্রতি বৈরসাতত্যাদৌ হেতুঃ—যদুক্তমিতি। তচ্চেতি পূর্ব্ববৎ। অন্যত্তৈঃ। তত্র সন্দেশো হরিবংশানুসারেণ বাচ্যঃ। নন্দগোপৈরিত্যাদিকঃ পূর্ব্বোক্ত এব জ্ঞেয়ঃ যদর্থমিতি যশ্চাণূরাদিভির্ঘাতনমেবার্থো যত্র তাদৃশং যথা স্যাত্তথা, প্রেষিত ইতি যোজ্যম্। অন্যচ্চাক্রূরস্য শ্রীকৃষ্ণাবেদনবাক্যং শ্রীবৈশম্পায়নেনোক্তম্—'স্বপুরীং মথুরাং তাত গমিষ্যামঃ সুখায় বৈ। যাস্যন্তি চ ব্রজাঃ সর্ব্বে গোপালাঃ সপরিগ্রহাঃ ॥ কংসাজ্ঞয়া সমুচিতং করমাদায় বার্ষিকম্। সমৃদ্ধস্তস্য কংসস্য ভবিষ্যতি ধনুর্মহঃ ॥ তদ্দ্রক্ষ্যথঃ সমৃদ্ধঞ্চ স্বজনৈশ্চ সমেষ্যথঃ। পিতরং বসুদেবঞ্চ সততং দুঃখভাজনম্ ॥ দীনং পুত্রবধশ্রান্তং যুবামথ সমেষ্যথঃ। সততং পীড্যমানঞ্চ কংসেনাশুভবুদ্ধিনা ॥ দশার্হে শোষিতং বৃদ্ধং দুঃখৈঃ শিথিলতাঙ্গতম্। কংসস্য ভয়সন্ত্রস্তং ভবত্ত্যাঞ্চ বিনা কৃতম্ ॥ দহ্যমানং দিবারাত্রৌ সোৎকণ্ঠেনান্তরাত্মনা। তাঞ্চ দ্রক্ষ্যসি গোবিন্দ পুত্রৈরমৃদিতস্তনীম্ ॥ দেবকীং দেবসঙ্কাশাং সীদন্তীং বিহতপ্রভাম্। পুত্রশোকেন শুষ্যন্তীং ত্বদ্দর্শনপরায়ণাম্ ॥ বিয়োগশোকসন্তপ্তাং বিবৎসামিব সৌরভীম্। উপপ্লুতেক্ষণাং দীনাং নিত্যং মলিনবাসসম্ ॥ স্বর্ভানুবদনগ্রস্তাং শশাঙ্কস্য প্রভামিব। ত্বদ্দর্শনপরাং নিত্যং তবাগমনকাঙ্ক্ষিণীম্। ত্বৎপ্রবৃত্তেন শোকেন সীদন্তীং বৈ তপস্বিনীম্। তৎপ্রভাবেষকুশলাং ত্বয়া বাল্যে বিযোজিতাম্ ॥ অরূপজ্ঞাং তব বিভো বক্ত্রস্যাসোন্দুবর্চ্চসঃ। যদি ত্বাং জনয়িত্বা সা দেবকী পরিতপ্যতে। অপত্যার্থে নু কস্তস্যা বরং হ্যেবানপত্যতা ॥' কিঞ্চ 'ত্বন্তু শক্রসমঃ পুত্রো যস্যাঃ ত্বসদৃশো গুণৈঃ। পরেষামপ্যভয়দো ন সা শোচিতুমর্হতি ॥ বৃদ্ধৌ তবাদ্য পিতরৌ পরভৃত্যত্বমাগতৌ। ভর্ৎস্যেতে ত্বৎকৃতে তেন কংসেনাশুভ-বুদ্ধিনা ॥ যদি তে দেবকী মান্যা পৃথিবীবাত্মধারিণী। তাং শোকসলিলে মগ্নামুত্তারয়িতুমর্হসি ॥ তঞ্চ বৃদ্ধং প্রিয়সুতং বসুদেবং সুখোচিতম্। পুত্রযোগেন স যোজ্য কৃষ্ণ ধর্ম্মমবাপ্স্যসি ॥ যথা নাগঃ সুদুর্বৃত্তো দমিতো যমুনাহ্রদে। বিমূলশ্চ কৃতঃ শৈলো যথা বৈ ভূধরস্ত্বয়া ॥ দর্পোৎসিক্তশ্চ বলবানরিষ্টোঽপি নিপাতিতঃ। পরপ্রাণহরঃ কেশী দুষ্টাত্মা চ হয়ো হতঃ ॥ এতেনৈব প্রযত্নেন বৃদ্ধাবুদ্ধ্যস্ব। দুঃখিতৌ যথা ধর্ম্মমবাপ্নোষি তৎ কৃষ্ণ পরিচিন্ত্যতাম্ ॥ নির্ভৎস্যমানো যৈর্দুষ্টঃ পিতা তে কংস সংসদি। তে সর্ব্বে চক্রুরশ্রাণি নেত্রৈ-

দুঃখান্বিতা ভৃশম্ ॥ গর্ভাবকৃন্তনাদীনি দুঃখানি চ বহূন্যপি। মাতা তে দেবকী কৃষ্ণ কংসস্য সহতেঽবশা ॥' ইত্যাদি ॥ জী° ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৌ° তো° টীকানুবাদ ঃ যৎসন্দেশোঽন্বয়ম্**—যে খবর কংসের দ্বারা দৌত্যকর্মে নিযুক্ত অক্রূরের সহিত **সংপ্রস্থিত**—প্রেরিত, **যদর্থংবা**—সেই সংবাদ ও তার অর্থ বর্ণন করলেন, যথা—বৈরানুবন্ধ ইত্যাদি, সম্প্রতি অখণ্ড শত্রুতা প্রভৃতিতে হেতু **যদুক্তং**—যা পূর্বে দশমের ৩৬ অধ্যায়ে কংস অক্রূরের নিকট বলেছেন। [শ্রীস্বামিপাদ – 'যৎ' ধনুর্যজ্ঞ ছলে 'সন্দেশ' যার, সেই কংসের নিজের দ্বারা প্রেরিত 'যদর্থং' চাণূরাদির দ্বারা মারণের জন্য। 'অস্য' কৃষ্ণের কাছে বর্ণন করলেন, 'স্বজন্ম' বসুদেব হতে কৃষ্ণের জন্ম।] এই টীকার 'সন্দেশ' বাক্যটি হরিবংশানুসারে বলাই সমীচীন। 'নন্দগোপৈঃ' ইত্যাদি, পূর্বোক্ত (১০।৩৬।৩১) সন্দেশ, যথা—"রাজার জন্য উপহারের সহিত সজ্জিত নন্দাদি গোপগণের সহিত কৃষ্ণরাম দুজনকে এখানে নিয়ে এস", **যদর্থং**—এই পূর্বোক্ত শ্লোকেই চানূরাদি দ্বারা কৃষ্ণকে বধ করার প্রয়োজনে-যে কংস কর্তৃক দূতরূপে সে প্রেরিত হয়েছে, তা বর্ণন করলেন।

অন্য যা কিছু শ্রীকৃষ্ণের নিকট অক্রূরের আবেদন বাক্য, তা শ্রীবৈশম্পায়ন শ্রীহরিবংশে বলেছেন, যথা—হে তাত! নিজপুরী মথুরায় সকলে মিলে সুখে চলুন। ব্রজের সকল গোপকেই আত্মীয় পরিজন সহ যেতে হবে, সমুচিত বার্ষিক কর নিয়ে, ইহাই কংসের আদেশ। মহাধুমধাম করে তার ধনুর্যজ্ঞ হবে। সেই উৎসব স্বজনদের সহিত দেখে আসুন। দীন, পুত্রবধ বিষয়ে অবসন্ন, দুঃখভাজন, অশুভবুদ্ধি কংসের দ্বারা সতত পীড়িত, দুঃখে শুকিয়ে লোলচর্ম, মরণদশা প্রাপ্ত, আপনাদের বিচ্ছেদ ভয়ে দিবারাত্রি উৎকণ্ঠার জ্বালায় অন্তরে অন্তরে দগ্ধ বৃদ্ধ পিতা বসুদেবকে একবার দেখে আসুন। পুত্রমুখে স্তনদান সুখে চিরবঞ্চিতা, বিনষ্ট প্রভাবা, অবসাদগ্রস্তা, পুত্রশোকে কৃশতাপ্রাপ্তা, আপনার দর্শনে অত্যাসক্তা, আপনার বিচ্ছেদে শোক-সন্তপ্তা, বৎসহারা গাভীর মতো ভীতসন্ত্রস্ত নয়না, দীনা, নিত্য মলিন বসনা, রাহুবদন গ্রস্ত চন্দ্রের প্রভার মতো মলিনা, আপনার দর্শনপরা, নিত্য আপনার আগমন আকাঙ্ক্ষিনী, আপনার থেকে উদ্ভূত শোকে দীপ্তিহীনা তপস্বিনী, আপনার প্রভাব সম্বন্ধেই অসুখী, আপনার সহিত বাল্যেই বিচ্ছেদ সম্পাদনকারিণী, আপনার শঙ্খচক্রাদিযুক্তরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনা দেবাঙ্গনা সদৃশ মাতা দেবকীকে একবার দেখে আসুন তো। যদি আপনাকে জন্ম দিয়ে সেই দেবকী পরিতাপ গ্রস্তা হয়, তা হলে সন্তানের কি প্রয়োজন ছিল, বরং তার সন্তানহীনা হয়ে থাকাই ভাল ছিল। আরও, আপনার মতো ইন্দ্রসম, গুণে অতুলনীয়, অন্যেরও অভয়দ পুত্র যাঁর, সে শোচ্য হতে পারে না। আপনার বৃদ্ধ আপ্ত পিতামাতা পরের ভৃত্যভাবে থাকা উচিত হয় না। আপনার নিমিত্তেই তো অশুভবুদ্ধি কংসের দ্বারা তাঁরা তিরস্কৃত হচ্ছেন। যদি পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা দেবকী যদি আপনার মান্যা হন, তবে শোকসলিলে নিমগ্না তাঁকে উদ্ধার করা আপনার উচিত। হে কৃষ্ণ! বসুদেবের সেই জ্যেষ্ঠ মৃত প্রিয়পুত্রদের যমালয় থেকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে সুখোচিত ভাবে মিলন করিয়ে দিন। যেমন আপনি কালিয় হ্রদে সুদুর্বৃত্ত কালিয় নাগকে দমন করেছিলেন, গোবর্ধন পর্বত উৎপাটিত করে বাম হস্তে ধারণ করেছিলেন, দর্পে উদ্ধত বলবান্ অরিষ্টা-

শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞা দিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ॥ ১০॥

১০। **অন্বয়ঃ** পরবীরহা মহাবল শত্রুহননকারী কৃষ্ণঃ বলঃ চ অক্রূরবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য পিতরং নন্দং রাজ্ঞা (কংসেন) আদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ (জ্ঞাপয়ামাসতুঃ)।

১০। **মূলানুবাদঃ** মহাবল শত্রুবিনাশন কৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরের কথা শুনে অর্থদ্যোতক হাসিতে মুখ ভরিয়ে পিতার নিকট গিয়ে রাজা কংসের নিমন্ত্রনের কথা নিবেদন করলেন।

সুরকে দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করে যাতে ধর্মলাভ করতে পারেন, তা আপনার বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত। দুরাত্মা কংসের ভর্ৎসনা শ্রবণে সভাস্থ সকলে আপনার পিতার দুঃখে অশ্রুমোচন করছে। আপনার মাতা দেবকীও কংসের অধীন হয়ে গর্ভছেদনাদি বহু দুঃখ সহ্য করেছে।" জী°৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যঃ ধনুর্মখছদ্মা সন্দেশো যস্য যদর্থং চাণূরাদি ভির্ঘাতনার্থম্। বি°৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যৎ সন্দেশো ইতি**—ধনুর্যজ্ঞ ছলে প্রেরিত সংবাদ বহনকারী অক্রূর যদর্থং—চানূরাদির দ্বারা ঘাতন প্রয়োজনে প্রেরিত। [বসুদেব থেকে সর্বাবতারাবতারীরই যে কৃষ্ণরূপে জন্ম, ইহা নারদমুখে শুনেই যে অক্রূর কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন এইসব বৃত্তান্ত বর্ণন করলেন অক্রূর। —শ্রীবলদেব] বি°৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** * শ্রুত্বা প্রহস্যেতি—প্রহস্য পিতরং বিজজ্ঞতুরিতি চান্বয়ঃ। পূর্ব্বত্র স্বাভীষ্টলাভাৎ। উত্তরত্রাবজ্ঞা-জ্ঞাপনেন তচ্ছঙ্কাসঙ্কোচনায়েতি জ্ঞেয়ং. যতঃ পরঃ শত্রুর্যো বীরো মহাবিক্রমঃ তং হন্তীতি তথা সঃ। বিজ্ঞাপনে হেতুঃ—পিতরমিতি। অতএব রাজ্ঞাদিষ্টমেব, ন ত্বক্রূরোক্তমন্যদপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, রাজ্ঞেতি, রাজাজ্ঞায়াস্তাদৃশ্যাস্তথৈব বক্তুমুচিতত্বাৎ; যদ্বা, উত্তরত্র প্রহস্যেত্যত্র হেতুঃ—পিতরং স্নেহপরবশমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনম্—পরবীরহেতি, কংসহননার্থমিত্যর্থঃ। বিজজ্ঞতুরিত্যন্তর্ভূত-ণ্যর্থঃ। বিজ্ঞাপনং পিতৃসন্নিধানামাগত্য ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী° ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এখানে অন্বয় দু প্রকার হতে পারে—'শ্রুত্বাপ্রহস্য' এবং 'প্রহস্য পিতরং' বিজজ্ঞতু। প্রথম অন্বয়ে অর্থ হচ্ছে—অক্রূরের কথা শুনে কৃষ্ণ হাসলেন, এখানে হাসির কারণ অভীষ্টলাভ—তাঁর অভীষ্ট ৭ শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে, যথা মথুরা থেকে কোনও আত্মীয় এলে তার সঙ্গে কংসের মারণযুক্তি হতে পারতো, সেই অভীষ্টলাভ হেতু হাসলেন। দ্বিতীয় অন্বয়ে অর্থ—হাসতে হাসতে পিতাকে নিবেদন করলেন কংসের আদেশ—কংসের আদেশের প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাপনের দ্বারা পিতার ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে এই (প্র+হস্য) অবজ্ঞাসূচক হাসি। বিজ্ঞাপনে হেতু—তিনি যে পিতা—অতএব রাজার কর-উপায়নাদি নিয়ে আসারূপ আদেশ টুকুই মাত্র নিবেদন করলেন—অক্রূরোক্ত অন্যসব কথা কিন্তু নিবেদন করলেন না। আরও রাজ্ঞা—তাদৃশ রাজ-আজ্ঞা এরূপ ভাবেই অর্থাৎ পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকেই বলা উচিত। অথবা, পরের অন্বয়ে—হাসতে হাসতে

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥১১॥

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব যান্তি জানপদাঃ কিল।
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ॥১২॥

১১। **অন্বয়ঃ** সঃ (নন্দঃ) অপি গোপান্ সমাদিশৎ (আজ্ঞাপয়ামাস) [যৎ] সর্বগোরসঃ গৃহ্যতাম্ উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং শকটানি চ যুজ্যন্তাং।

১২। **অন্বয়ঃ** শ্বো আগামিনি দিবসে) মধুপুরীং যাস্যামঃ রসান্ (ঘৃতাদীন্) নৃপতেঃ (রাজ্ঞঃ) [করান্] দাস্যামঃ, সুমহৎ পর্ব (যজ্ঞকর্ম) দ্রক্ষ্যামঃ, জানপদাঃ (জনপদবাসিনঃ) যান্তি কিল (তত্র গচ্ছন্তি) নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ক্ষত্রা (রক্ষকেন) এবং আঘোষয়ৎ।

১১। **মূলানুবাদঃ** নন্দমহারাজও গোপগণকে আদেশ করলেন, দই-দুধ-মাখনাদি বস্তুসকল গুছিয়ে নেও, উত্তম উত্তম বস্তু ভেট নিয়ে নেও ও শকটসকলে বলদ জুড়ে দেও।

১২। **মূলানুবাদঃ** আগামীকাল আমরা মথুরা যাব। রাজাকে দেয় কর দই-দুধ প্রভৃতি প্রদান করব। আর সেখানে এক মহাযজ্ঞোৎসব দর্শন করব। গ্রামের লোক সকলেই দেখতে যাচ্ছে. আমাদের সংশয় কি? —ব্রজনগরের চৌকীদার দিয়ে এই ঘোষণা করে দিলেন নন্দমহারাজ।

পিতাকে নিবেদনের হেতু—পিতার প্রতি স্নেহপরবশতা। হাসতে হাসতে বিজ্ঞাপনে প্রয়োজন পরবিরহ—তিনি যে শত্রুহননে মহাবলশালী. তা জানানো। ইহা কংস-হননে প্রয়োজন। —এই যে নিবেদন, তা পিতার নিকটেই গিয়ে হল। জী ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রহস্যেতি স্বমৃত্যুমপি নিমন্ত্র্য স্বান্তিকমানেতুমুপক্রমতে যুষ্মাক রাজেত্যর্থস্য দ্যোতকোঽয়ং প্রহাসঃ রাজ্ঞাদিষ্টং ধনুর্মখোৎসবনিমন্ত্রণং বিজ্ঞাপয়ামাসতু র্ন তু রহস্যম্। বি১০।

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** প্রহস্য ইতি—[প্র+হস্য] নিজ মৃত্যু আমাদিকে আপনাদের রাজা নিজের নিকটে নিমন্ত্রণ করে নেওয়ার উপক্রম করছেন, এই অর্থদ্যোতক এই হাসি। রাজ্ঞা দিষ্টং - রাজার আদেশ, ধনুর্যজ্ঞ উৎসবের নিমন্ত্রণ পিতাকে নিবেদন করলেন—এর মধ্যে যে রহস্য আছে তা বললেন না। বি° ১০॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সোঽপীতি - স্বপুত্র পালনব্যগ্রত্বেন প্রসিদ্ধঃ শ্রীনন্দোঽপীত্যর্থঃ; ইন্দ্রমখভঙ্গবৎ তস্যৈব বিজ্ঞাপন-মোহনতয়া পরবশীভূয়েতি ভাবঃ। এবং সর্বেষামপি বিপ্রতিপত্তির্ন জাতেতি জ্ঞেয়ম্। শ্লেষেণ শ্রীবল্লবেন্দ্রোঽপি বত তত্রাসম্মতো নাভূৎ, কিন্তু সমাদিশদিতি শ্রীবাদরায়ণেত্র'জযোবিস্তাবময়শোকব্যঞ্জতা। জী° ১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** সোঽপি — নিজ পুত্র পালন-ব্যগ্রতায় প্রসিদ্ধ

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥১৩॥

১৩। অন্বয়ঃ তদ্ (তদা) তাঃ (শ্রীকৃষ্ণৈক জীবনাঃ) গোপ্যঃ রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুং অক্রূরং ব্রজং আগতং উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) ভৃশম্ ব্যথিতাঃ বভূবুঃ।

১৩। মূলানুবাদঃ তখন কৃষ্ণরামকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূর এসেছে, এ ঘোষণা শোনামাত্রই তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণৈকজীবনা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ ভীষণ দুঃখিতা হলেন। — (শ্রীবিশ্ব-শ্রীবলদেব অনুসারে)।

শ্রীনন্দও। 'ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ' বিষয়ে কৃষ্ণের নিবেদন মোহনতার মতোই এখন পুত্রের নিবেদন-মোহনতায় পরবশ হয়ে নন্দ গোপগণকে আদেশ করলেন। সুতরাং সকলেরই সন্দেহ কিছু হল না। অর্থান্তরে— শ্রীবল্লবেন্দ্রও হায় হায় কৃষ্ণের ব্রজ ছেড়ে যাওয়া সম্বন্ধে অসম্মত হলেন না—এইরূপে এখানে শ্রীশুক-দেবের ব্রজরমণীভাবময় শোক-ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাচ্ছে 'অপি' শব্দের ধ্বনিতে। জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সোঽপি নন্দঃ। বি° ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সোঽপি - নন্দও।বি°১১॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** যাস্যাম ইতি পদ্যস্যৈবমিত্যর্দ্ধেন শৃঙ্খলা। যান্তি জানপদা ইত্যভয়োক্তিঃ; কিল প্রসিদ্ধৌ॥ জী°১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** 'যাস্যামঃ ইতি' দু-লাইন পদ্যের সহিত 'এবং ইতি' অর্ধ পদের বন্ধনি। **যান্তি জনপদাঃ** — গ্রামবাসিগণ সকলেই যাচ্ছেন — এ হল অভয় বাণী। জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রসান্ ঘৃতাদীন্ নৃপতেঃ করান্। জানপদা ইতি সর্বজনপদবাসিনশ্চ যান্তীত্যতোঽস্মাকমত্র কা বিপ্রতিপত্তিরিতি ভাবঃ। ক্ষত্রা ব্রজনগররক্ষাধিকারিণা॥বি°১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **রসান্** — ঘৃতাদি, রাজাকে দেয় কর। **জানপদাঃ**— গ্রামবাসিগণ সকলেই তা দেখতে যাচ্ছে, কাজেই আমাদের সংশয় কি? এরূপ ভাব। **ক্ষত্রঃ**— ব্রজনগরের চৌকীদার।বি°১২॥

১৩। **শ্রীজীব বৈঃ তো° টীকা ঃ** উপশ্রুত্য কস্যাপি কুতশ্চিৎ কথয়তো মুখাচ্ছ্রুত্বা, সাক্ষাত্তাসু কস্যাপি তৎকথনাশক্তেঃ, ভৃশমত্যর্থং দুঃখিতাঃ; পরমদুঃখাত্মকমপি মরণং সুখং মেনিরে ইত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তাঃ স্বভাবসিদ্ধ-প্রেয়সীভাবাঃ, তদাঘোষণমাত্রং শ্রুত্বা ভৃশং ব্যথিতাঃ। অন্যাস্তু সাধনসিদ্ধপ্রেয়সী-ভাবাস্তৌ নেতুমাগতমক্রূরমুপশ্রুত্য ভৃশং ব্যথিতা ইতি যোজ্যম্; কিন্তু তাসামপীয়ং ব্যথা তদ্বির-হভীত্যৈব জাতা, তত্র গতস্য তস্যানিষ্টশঙ্কয়া তু ন জাতা, 'তাসাং মুকুন্দঃ' (শ্রীভা ১০।৩৯।২৪) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণাৎ। তদগমনে পরমধীর শ্রীমন্নন্দোপনন্দাদিসর্ব্ববৃদ্ধবৃন্দ-সম্মতিরেব তত্র কারণম্, অন্যথা

সদ্য এব তাসামন্তর্দ্ধানং স্যাদিতি লীলাশক্তিরেব তাদৃশস্ফূর্ত্তিমরৌৎসীদিতি জ্ঞেয়ম্। বিরহভীতিরপি ন সর্ব্বকালিকী, তত্রাসাব্বকালিকস্থিতিনিশ্চয়েন। নন্দসূনুরিতি শ্রীমন্নন্দনন্দনত্বেনৈব নিশ্চেয়মাণত্বাৎ, তাসাং মুকুন্দ ইত্যাদিকস্ত্বাশঙ্কাময়মাত্রত্বাৎ, অন্যথা তথাপি প্রাগুক্তমেব স্যাৎ, আশামাত্র-জীবাতুত্বাৎ। প্রোষিতপ্রেয়সীনামেবমপি তাদৃশ্যবস্থা পরমানুরাগস্বভাবেনৈব জ্ঞেয়া।জী°১৩॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ উপশ্রুত্য**—এখানে-ওখানে বলাবলি হতে থাকলে কারুরও মুখ থেকে শুনে। সাক্ষাৎ তাদিকে সেই কথা বলা কারুরও সাধ্যে কুলায় নি। **ব্যথিতা ভৃশম্**—অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন—এতটা দুঃখিতা যে মৃত্যু পরমদুঃখাত্মক হলেও উহাই এখন সুখকর মনে হতে লাগল। [শ্রীধর—**গোপ্যস্তাঃ**—কৃষ্ণজীবনা গোপীগণ তদা সেই অক্রূর-আগমন লোকপরম্পরা শুনে।] অথবা, ১৩ শ্লোকের প্রথমচরণের অন্বয় ও ব্যাখ্যা এরূপ করণীয়। **তাঃ**—স্বভাবসিদ্ধা প্রেয়সীভাবা গোপীগণ **তদ্**—১২ শ্লোকের নন্দের সেই ঘোষণা শোনামাত্রই **ভৃশম্ ব্যথিতাঃ** মরণাধিক দুঃখ প্রাপ্ত হলেন। এদের থেকে ভিন্ন জাতীয় সাধনসিদ্ধা প্রেয়সীভাবা গোপীগণ, অক্রূর রামকৃষ্ণকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে, এই ভীষণ কথা শুনেই মরণাধিক দুঃখ প্রাপ্ত হলেন, কিন্তু এই গোপীদেরও এই দুঃখ কৃষ্ণবিরহ-ভীতি থেকেই জাত হল মথুরাগত প্রিয়র অনিষ্ট আশঙ্কায় যে জাত হল, তা নয়। ইহা বুঝা যায় পরের ২৪ শ্লোকের তাঁদেরই উক্তি থেকে, যথা "হে অবলাগণ, শ্রীকৃষ্ণ যদিও পিতাদির অনুগত, তা হলেও পুরনারীগণের বশীভূত ও হাস্যবিলাসে মুগ্ধ হয়ে পড়ে সে কি আর এই গ্রাম্য নারীদের নিকটে ফিরে আসবে।" কৃষ্ণের এই মথুরা-গমন বিষয়ে পরমধীর শ্রীমন্নন্দ-উপনন্দাদি সর্ববৃদ্ধবৃন্দের সম্মতিই কারণ, ইহা জেনেই তাঁরা জীবনধারণ করলেন; অন্যথা এই গোপীদের সদ্যই তিরোধান ঘটে যেত। — লীলাশক্তিই তাঁদের মধ্যে তাদৃশ অনিষ্ট আশঙ্কা স্ফূর্তি ঠেকিয়ে রাখলেন, এরূপ বুঝতে হবে। বিরহভীতিও সর্বকালের জন্য নয়, এরূপ মনে করলেন—মথুরায় অল্পকাল স্থিতি নিশ্চয় হওয়া হেতু। ১২ শ্লোকের গোপীবাক্যে বুঝা যাচ্ছে, তাঁরা কৃষ্ণকে নন্দপুত্র বলেই নিশ্চয় করে রেখেছেন, এই হেতু ২৪ শ্লোকে যে বললেন পুরনারীরা মুকুন্দকে বশীভূত করে রেখে দিবে, ইহা আশঙ্কা মাত্র হওয়া হেতু—তাঁরা জীবনধারণ করলেন—আশঙ্কামাত্র না হয়ে পরে দেখা গেল, তাঁরা কৃষ্ণকে সত্যই মথুরায় রেখেই দিয়েছেন, তথাপি গোপীগণ বাঁচলেন আশা-মাত্র সম্বল করে - আগে বলাও আছে, 'আশামাত্র জীবাতু হল' তাঁদের। বিদেশস্থিত প্রেয়সীদের 'আশা মাত্র জীবাতু' এরূপ অবস্থা পরমানুরাগ স্বভাবেই হয়, বুঝতে হবে।জী°১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তত্তদা তাঃ প্রসিদ্ধাঃ কৃষ্ণৈকজীবনা গোপ্যঃ অক্রূরমাগতমুপশ্রুত্য।বি১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎ**— তদা। **তাঃ**—প্রসিদ্ধ কৃষ্ণৈকজীবনা গোপীগণ অক্রূরের আগমন বার্তা লোক পরম্পরা শুনে। [শ্রীবলদেব—রামকৃষ্ণকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূর এসেছে, এ-কথা লোক পরম্পরা শোনামাত্রেই ব্যথিতা।]। বি°১৩॥

কাশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়-কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥১৪॥

১৪। **অন্বয়ঃ** তৎ (তদা) কাশ্চিৎ তৎকৃত হৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ (তেন শ্রবণেন কৃতঃ যঃ হৃত্তাপঃ তেন যঃ শ্বাসঃ তেন ম্লানা মুখশ্রীর্যাসাং তাঃ বভূবুঃ) কাশ্চন্ (গোপ্যঃ) স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যঃ চ (স্রংসন্তঃ দুকূলাদয়ঃ যাসাং তথাভূতাঃ বভূবুঃ)।

১৪। **মূলানুবাদঃ** এই দুঃখের লক্ষণ ৫টি শ্লোকে বলতে গিয়ে প্রথমে 'কাশ্চিৎ' 'কাঞ্চিৎ' পদে যথাক্রমে ভদ্রাদি ও শ্যামলাদির কথা বলা হচ্ছে—

সেই ঘোষণা শ্রবণ মাত্রেই বিনা অর্থানুসন্ধানে কোনও কোনও গোপরমণীর হৃত্তাপোত্থ দীর্ঘশ্বাসে মুখশ্রী ম্লান হয়ে গেল। আর কোনও কোনও গোপরমণীর অঙ্গের কৃশতায় বসন-বলয় এবং কবরীবন্ধ খুলে পড়ে যেতে লাগল।

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তত্র রাসদর্শিতপ্রেমতারম্যোনাসামুত্তরোত্তরমবস্থাবৈশিষ্ট্যমাহ—কাশ্চিদিতি ত্রিভিঃ। যদ্যপাত্র পূর্ব্বোক্তায়া এব ব্যথায়া লিঙ্গবর্ণনমিতি তদুপশ্রুতিকৃতত্বং স্বত এব লভ্যতে, তথাপি তৎকৃতেইত্যধিক প্রয়োগস্তদবস্থায়াং তদুপশ্রবণস্য স্বরূপমাত্রেণৈব, ন ত্বন্যাশ্চ তদনুধ্যানেত্যাদি অর্থানুসন্ধানার্থকাললব-বিলম্বজাত তদনুধ্যানাদিকার্যদ্বারেতি বোধয়তি। স্রংসদিত্যর্দ্ধে তু কার্য্যাদিনির্দ্দেশাৎ, তৎসহযোগাচ্চ তৎকৃতেত্যেবান্বিতং গম্যমিতি, শ্রবণমাত্র জন্যত্বাদত্র চ, তত্র চার্থানুসন্ধানানন্তরাণ্যপি কৈমুত্যেন গম্যানীতি। এবং সতি প্রথমদ্বয়মুত্তমং, প্রায়ো নিত্যসিদ্ধঞ্চ স্বাভাবিক-হার্দ্দাৎ। উত্তরং কনিষ্ঠং, প্রায়ঃ সাধনসিদ্ধঞ্চ, তাদৃশত্বাভাবাৎ। অত্র চ প্রথমে দ্বয়ে উত্তরোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমুত্তরে তু ন্যূনত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে—তত্রৈকাসাং ভদ্রাদীনাং সহসা শ্বাস-বৈবর্ণ্যে আহ — কাশ্চিদিত্যর্দ্ধেন। শ্বাসেন ম্লানাঃ সদ্যো বিবর্ণীভূতাঃ মুখশ্রিয়স্তিলকাদয়োঽপি, কিং পুনর্বর্ণা যাসাং তাঃ; তৎকৃতহৃত্তাপাদি-পরপরত্রাপি গম্যং, পূর্ব্ব পূর্ব্বাবস্থাশ্চ। অথ কাসাঞ্চিৎ শ্যামলাদীনাং সহসা কার্শ্যমপ্যাহ—স্রংসদিতি। জী°১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে যে প্রেমতারতম্য দেখান হয়েছে সেই লক্ষণ অনুসারে এখানে কৃষ্ণপ্রেয়সীদের উত্তরোত্তর অবস্থা বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে, কাশ্চিৎ ইতি (১৪, ১৫, ১৬) তিনটি শ্লোকে। যদিও এখানে পূর্বোক্ত ১৩ শ্লোকের মতোই এই 'কাশ্চিৎ' কোনও কোনও গোপীর 'হৃত্তাপ' -এর কারণরূপে নন্দকৃত ঘোষণাকেই স্বতঃই পাওয়া যায়, তথাপি অত্যাধিক প্রয়োগ হল 'তৎকৃত' অর্থাৎ ঘোষণাকৃত, তাতে বুঝা যায়, এই শ্রেণীর গোপীপ্রেমের সেই অবস্থায় (ঐ ঘোষণা) শ্রবণের স্বরূপ লক্ষণের দ্বারাই হৃত্তাপ জাত হয়, অন্য কিছু বিনা অপেক্ষায়, শুনবার সঙ্গে সঙ্গে হৃত্তাপ উপস্থিত হয়। এমন নয় যে একটু সময় নিয়ে ও সম্বন্ধে চিন্তা লাগিয়ে বুঝে নিলেন ব্যাপারটা, তৎপর দুঃখিত হলেন—যা পরের ১৫ শ্লোকে 'অন্যাশ্চ' পদে অন্যশ্রেণীর

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥১৫॥

১৫। **অন্বয়ঃ** অন্যা চ (গোপ্যঃ) তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষ বৃত্তয়ঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য 'অনুধ্যানেন' নিরন্তর চিন্তয়া নিবৃত্তাঃ 'অশেষাঃ' চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) আত্মলোকং (স্বস্বরূপং) গতাঃ (প্রাপ্তা জীবন্মুক্তাঃ) ইব ইমং (সাক্ষাদ্বর্তমানমপি) লোকং (দেহদৈহিকং সর্বমেব) ন অভ্যজানন্ (ন অনুসন্দধুঃ)।

১৫। **মূলানুবাদঃ** চন্দ্রাবল্যাদির প্রেমের অবস্থা বলা হচ্ছে—

প্রিয়তমের মথুরা গমন সম্বন্ধে নিরন্তর ধ্যানে অন্য কোন কোন গোপরমণীর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার থেমে গেল। স্বস্বরূপ প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত জনের মতো সম্মুখে বর্তমান দেহদৈহিক সব কিছুর জ্ঞান-হারা হয়ে গেলেন।

গোপীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই ১৪ শ্লোকের 'স্রংসৎ' ইত্যাদি অর্ধ শ্লোকে 'কাঞ্চন' পদে যে গোপীদের কথা বলা হল, তাঁদের বসনভূষণাদি খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল—এর দ্বারা 'হৃত্তাপের' কার্যাদি নির্দেশ করা হল— এইরূপে হৃত্তাপের সহিত এই 'বসনাদি খোলার' যোগ দেখা যায়—এ হেতু 'তৎকৃত' বাক্যের সহিত 'স্রংসৎ' পদ অন্বিত, এরূপ বুঝা যায়। কাজেই এই 'বসনাদি খোলা' যে শ্রবণমাত্রেই ঘটে যায়, তা পাওয়া যাচ্ছে, কাজেই এখানেও যে অর্থ অনুসন্ধানের অবসরের প্রয়োজন যে পড়ে না, তা পাওয়া যাচ্ছে, কৈমুতিক ন্যায়েই। এরূপ যদি সিদ্ধান্ত দাঁড়াল, তা হলে 'কাশ্চিৎ' এবং 'কাঞ্চন' পদে যে গোপীদের কথা বলা হল, তাঁরা সকলেই উত্তম ও নিত্য-সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত, স্বাভাবিক হার্দ থাকায়, এরূপ বুঝতে হবে। পরে ১৫ শ্লোকে 'অন্যাশ্চ' পদে যে গোপীদের কথা বলা হল, তাঁরা কনিষ্ঠ, প্রায় সাধনসিদ্ধ, স্বাভাবিক হার্দ্য না থাকায়।

এই প্রথম দুই 'কাশ্চিৎ' ও 'কাঞ্চনে'-র মধ্যে পরে পরে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 'কাঞ্চন' শব্দে যে গোপীদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের থেকে 'কাশ্চিৎ' পদের গোপীরা শ্রেষ্ঠ, এরূপ বুঝতে হবে। অতঃপর ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—এক শ্রেণী ভদ্রাদির সহসা শ্বাসবৈবর্ণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—'কাশ্চিৎ' ইতি অর্ধ শ্লোকে। **শ্বাসম্লান**—ঘোষণা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তপ্তনিঃশ্বাসে এই গোপী-দের মুখশোভা তিলকাদি পর্যন্ত ম্লান হয়ে গেল, গায়ের বর্ণের কথা আর বলবার কি আছে। ঐ ঘোষণাকৃত হৃত্তাপাদি অবস্থা পরে পরেও অন্য গোপীদের সম্বন্ধে জাত হয়, বুঝতে হবে। তথা 'ইন্দ্রিয় ব্যাপারের নিবৃত্তি' আগের আগের গোপী সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'কাঞ্চিৎ' কোনও কোনও গোপীর (শ্যমলাদির) সহসা অঙ্গ-কৃশতা জাত হয়। সেই কৃশতা বলা হচ্ছে, 'স্রংসৎ' ইতি। জী° ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ব্যথালিঙ্গানি পঞ্চভির্বর্ণয়ংস্তাসু ভদ্রাদীনাং শ্বাসবৈবর্ণ্যে আহ—কাশ্চিদিতি। তেন শ্রবণেন কৃতো যঃ সন্তাপস্তস্মাচ্চ যঃ শ্বাসস্তেন ম্লানা মুখশ্রীর্যাসাং তাঃ শ্যামলা-দীনাং সহসা কার্শ্যমপ্যাহ—স্রংসদিতি। বি° ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মনোব্যথার লক্ষণ পাঁচটি শ্লোকে (১৪-১৮) বলতে গিয়ে প্রথমে সেই গোপীসকলের মধ্যে ভদ্রাদির 'তপ্ত শ্বাসজনিত মুখ-মলিনতা' বলা হচ্ছে, কাশ্চিৎ ইতি।

সেই ঘোষণা শ্রবণ হেতু যে সন্তাপ, তার থেকে যে শ্বাস, তার দ্বারা ম্লান মুখশ্রী যাঁদের সেই ভদ্রাদি। এর উপর আবার শ্যামলাদির অঙ্গের যে কৃশতা উপস্থিত হল, তাই বলা হচ্ছে, 'স্রংসৎ' বলয়াদি খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল ইত্যাদি কথায়। ॥বি° ১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ চন্দ্রাবল্যাদীনাং কাসাঞ্চিদর্থানুসন্ধানে বিচ্ছেদভীত্যা তদাবেশানন্তরং প্রণয়মাহ অন্যাশ্চেতি। পূর্বাসামপ্যনুধ্যানে সত্ত্ব এতদুক্তি-বৈশিষ্ট্যার্থম্। আত্মলোকং স্ব স্বরূপং প্রাপ্তা জীবন্মুক্তা ইবেতি দেহাদ্যজ্ঞানমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। অন্যত্তেঃ। যদ্বা, তস্য শ্রীকৃষ্ণগমনস্যানুধ্যানং 'কথমসৌ যাস্যতি, কথং বা তত্র স্থাস্যতি, কথঞ্চ বয়ং জীবেম ?' — ইত্যাদি-লক্ষণা নিরন্তরচিন্তা, তেন নিবৃত্তাশেষ-বৃত্তয়ঃ। ইমং সাক্ষাদ্বর্ত্তমানমপি লোকং দেহদৈহিকং সর্ব্বমেব ॥ জী°১৫ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর কোনও প্রকার অন্যবিষয় অনুসন্ধানে কৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদ এসে যেতে পারে, এই ভয়ে যাঁরা কৃষ্ণাবেশ-অব্যবহিত প্রেমমত্ত অবস্থায় থাকে সেই চন্দ্রাবল্যাদির কথা বলা হচ্ছে এখানে, অন্যাশ্চ ইতি। পূর্বে যাঁদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের থেকে এঁদের বৈশিষ্ট্য এই 'অনুধ্যানে' অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যানে, তাই এখন এই উক্তি। **আত্মলোকং গতা ইব** — স্ব স্বরূপ প্রাপ্তা জীবন্মুক্তার মতো, এখানে দৃষ্টান্ত দেহজ্ঞান মাত্রে। [অন্যকিছু শ্রীস্বামিপাদ] অথবা, সেই কৃষ্ণের মথুরা-গমনের **অনুধ্যানং** — কি করে আমাদের প্রিয়তম চলে যাচ্ছেন, কি করেই বা সেখানে থাকবেন ? কি করেই বা আমরা বাঁচবো ? ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত নিরন্তর-চিন্তা এর দ্বারা নিবৃত্ত অশেষ মনের ধর্ম্ম। **ইমং** — এই সম্মুখে বর্তমান থাকা অবস্থাতেও লোকং — দেহদৈহিক সবকিছুর অনুসন্ধান নেই। জী°১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** চন্দ্রাবল্যাদীনাং প্রণয়মপ্যাহ — তস্যানুধ্যানেন ধ্যানধারয়া নিবৃত্তা অশেষাশ্চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ। ইমং লোকং দেহদৈহিকপদার্থা সর্বমেব আত্মলোকং পরমাত্মস্বরূপং প্রাপ্তা ইবেতি দেহাদ্যজ্ঞানমাত্রেণ দৃষ্টান্তঃ। নত্বাস্বাদাংশেঽপি — কাচকাঞ্চনয়োরিব ব্রহ্মাস্বাদপ্রেমাস্বাদয়োস্তুল্যত্বানৌচিত্যাৎ ॥ বি° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রেমের অবস্থাও বলা হচ্ছে, **তদনুধ্যান ইতি।** ধ্যানপ্রবাহের দ্বারা নিবৃত্ত হয়ে যায় এঁদের চক্ষু প্রভৃতির অশেষ বৃত্তি। **ইমংলোকং** — দেহদৈহিক পদার্থ সবকিছু ভুল হয়ে যায়, **আত্মলোকং গতা ইব** — পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত জনের মতো — এখানে দৃষ্টান্ত দেহাদি অজ্ঞান মাত্রে, আস্বাদন অংশে নয় — কাচ-কাঞ্চনের তুলনার মতো ব্রহ্ম-আস্বাদ ও প্রেমাস্বাদের মধ্যে তুল্যতা চিন্তন অনুচিত। বি° ১৫ ॥

স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬॥

১৬। **অন্বয়ঃ** অপরা স্ত্রিয়ঃ চ অনুরাগস্মিতেরিতাঃ (অনুরাগেন যৎ মন্দহাস্যঃ তেন কথিতাঃ) হৃদিস্পৃশ! (হৃদয়স্পর্শিনীঃ) চিত্রপদাঃ (বিচিত্রপদযুক্তাঃ) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) গিরঃ (বাচঃ) স্মরন্ত্যঃ সংমুমুহুঃ।

১৬। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর শ্রীরাধাদির প্রণয়াতিশয্য বলা হচ্ছে—

শ্রীরাধাদি অপর রমণীগণ শূরবংশজ অভিমানে মথুরা গমনোৎসুক শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ব্যঞ্জক স্বর ও হাবভাবযুক্ত, হৃদয়স্পর্শী বিস্ময়জনক পদসম্বলিত বাক্যসকল স্মরণ করত সম্যকরূপে মোহ প্রাপ্ত হলেন।

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** অথ শ্রীরাধাদীনাং প্রণয়াতিশয়মপ্যাহ—স্মরন্ত্য ইতি, শৌরেরিতি চ। সম্প্রতি শূরাপত্যতামভিমত্য যো গন্তুকামস্তস্যেত্যর্থঃ। ইতি তাসাং পক্ষপাতেন শ্রীশুকস্য প্রণয়ের্ষ্যোক্তিঃ। অনুরাগেন ইত্যনুরাগব্যঞ্জকস্বরেণ বিলাসেন চ। হৃদিস্পৃশ ইত্যর্থেন, চিত্রপদা ইতি শব্দেন গিরাং সৌষ্ঠবমুক্তম্। চিত্রাণি যমকানুপ্রাসাদি-লক্ষণানি অদ্ভুতানি পদানি যাসু তাঃ। ইত্যমুভিঃ সহ শ্রীভগবতঃ প্রণয়বিশেষো দর্শিতঃ, অতএব সংমুমুহুঃ, মহাঘাতাদিনাপ্যপ্রতিকার্য্যত্বেনাতিশয়িতং মোহং প্রাপুঃ। স্ত্রিয় ইতি তত্র স্বেন তু সুতরামপ্রতিকার্য্যত্বং দর্শিতম্। জী°১৬।

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** অতঃপর শ্রীরাধাদিরও প্রণয়াতিশয় বলা হচ্ছে, 'স্মরন্ত্যঃ' ও 'শৌরেঃ' ইত্যাদি কথায়। এখানে ধ্বনি, শূরবংশ-সন্তান বলে অভিমান করত যিনি মথুরা যেতে ইচ্ছা করছেন, সেই কৃষ্ণেরও (অনুরাগ) স্মরণ করতে করতে। —ইহা ব্রজগোপীদের প্রতি পক্ষপাত হেতু শ্রীশুকের প্রণয়-ঈর্ষা উক্তি। **অনুরাগস্মিতেরিতাঃ** — অনুরাগ ব্যঞ্জক স্বর ও হাবভাবযুক্ত, **হৃদিস্পৃশ** - যা অর্থে হৃদয়স্পর্শী, **চিত্রপদা** — বিচিত্রপদযুক্ত, এই শব্দে কৃষ্ণের বাক্যের সৌষ্ঠব উক্ত হল। — 'চিত্র' যমক-অনুপ্রাসাদি লক্ষণ অদ্ভুত পদে যা সমৃদ্ধ সেইরূপ **গিরঃ**— বাক্যসকল। —এইরূপে এই ব্রজরমণীদের সঙ্গে শ্রীভগবানের প্রণয়বিশেষ দর্শিত হল; অতএব **সংমুমুহুঃ**— অচিকিৎসনীয় হওয়া হেতু মহা-আঘাতাদি জনিত মূর্চ্ছা থেকেও অধিক অর্থাৎ গাঢ় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন। **স্ত্রিয়ঃ** কৃষ্ণের প্রণয়পাত্রী রমণী—কাজেই কৃষ্ণ চিকিৎসা করতে পারেন, কিন্তু সেখানে সকলের সামনে নিজেও যে তাঁর অমৃতময় হস্তস্পর্শে চিকিৎসা করবেন তাও সম্ভব নয়, ইহাই দর্শিত হল এই 'স্ত্রিয়ঃ' পদে। জী°১৬।।

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রাধাদীনান্তু প্রণয়াতিশয়মাহ—স্মরন্ত্য ইতি শৌরেরিতি। সম্প্রতি শূরাপত্যত্বমভিমত্য যো গন্তুকামস্তস্যেতি তাসাং পক্ষপাতিনঃ শ্রীশুকস্য প্রণয়ের্ষোক্তিঃ। অনুরাগব্যঞ্জকং যৎ স্মিতং তেন ঈরিতাঃ চিত্রাণি বিস্ময়জনকানি পদানি যাসু তা গিরঃ। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্।
শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥১৭॥

চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রাচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥১৮॥

১৭-১৮। **অন্বয়ঃ** [গোপ্যঃ] মুকুন্দস্য সুললিতাং গতিং (ব্যক্তভাবং), চেষ্টাং, স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্, শোকাপহানি নর্মাণি, প্রোদ্দামচরিতানি চ চিন্তয়ন্ত্যঃ ভীতাঃ বিরহকাতরাঃ অশ্রুমুখ্যঃ অচ্যুতাশয়াঃ তাঃ সঙ্ঘশঃ সমেতাঃ (যূথৈর্যূথৈঃ সঙ্গত্যমিলিতাঃ) প্রোচুঃ (শোকপ্রকর্ষেন উচুঃ)।

১৭-১৮। **মূলানুবাদঃ** সুললিত মুহুর্মুহু ব্যক্তভাব-গোপরমণীদের সহিত শ্রীমুকুন্দের চেষ্টা তাঁদের প্রতি স্নিগ্ধ হাসাবলোকন, অনুতাপ-অপহারী পরিহাসভঙ্গী ও গাঢ়ানুরাগে উৎভট সৌরতলীলা স্মরণ করতে করতে ভীতা, ভাবীবিরহব্যাকুলা, অশ্রুমুখী, কৃষ্ণচিত্তা ঐ গোপীগণ যূথেযূথে বদ্ধ হয়ে এসে মিলিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

সংযুজা" মিত্যাদি বাক্যানি স্মরন্ত্যঃ সাম্যগেব মুমুহুঃ। পূর্বাস্তদ্রূপস্যৈব ধ্যানধারণৈব মুমুহুঃ। এতাস্তু তদ্বাচোঽপি স্মরণেনাপি সম্যগেব মুমুহুরিতি পূর্বতঃ প্রেমবৈশিষ্ট্যবত্যো জ্ঞেয়াঃ।বি°১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রীরাধাদি গোপীগণের প্রণয়াতিশয় বলা হচ্ছে, স্মরন্ত্য ইতি, শৌরে ইতি। সম্প্রতি শূরবংশ-সন্তান বলে অভিমান করত যিনি মথুরা যেতে ইচ্ছা করছেন, সেই কৃষ্ণের (অনুরাগ)—ইহা গোপীদের পক্ষপাতী শুকের প্রণয়-উক্তি। **অনুরাগস্মিতেরিতাঃ**—অনুরাগ-ব্যঞ্জক যে মৃদু হাসি তার সহিত কথিত চিত্রপদা—বিস্ময়জনক পদ সম্বলিত গিরঃ—বাক্যনিচয়, যথা "তোমাদের সহিত আমার যে নিরবদ্য মিলন, তোমরা যে একনিষ্ঠভাবে আমাতে সবকিছু নিবেদন করেছ, এ ঋণ আমি কখনও-ই শোধ করতে পারব না।" ইত্যাদি বাক্যসকল স্মরণ করত এই ব্রজরমণীগণ **সংমুমুহুঃ**—সাম্যকরূপে মোহ প্রাপ্ত হলেন। পূর্বগোপীগণ কৃষ্ণরূপের ধ্যানধারণার দ্বারা 'মুমুহুঃ' মোহপ্রাপ্ত হন। আর এই রাধাদি গোপীগণ শুধু 'মুমুহুঃ' নয় 'সংমুমুহুঃ' অর্থাৎ সম্যকরূপে মোহপ্রাপ্ত হন, তাও আবার তাঁর বাক্য স্মরণমাত্রেই ধ্যানধারণার প্রয়োজন হয় না—এইরূপে পূর্বের থেকে এঁদের প্রেমবৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করা হল।বি°১৬॥

১৭-১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** পুনশ্চ কিং জাতমিতি শঙ্কাসংস্কার-প্রাবল্যেন লব্ধবাহ্যাঃ পরমোৎকণ্ঠয়া শ্রীব্রজেশ্বরপুরদ্বার এবাগতাঃ সমানদুঃখত্বেন সর্ব্বাঃ সংহত্য ক্রন্দন্ত্যো বিলেপুরিত্যাহ —গতিমিতি দ্বাভ্যাম্। গতিং ব্রজপ্রবেশনির্গমনাদিসময়েষু স্বয়মুৎকণ্ঠাভির্মুহুর্দৃষ্টাং, তত্রৈব চেষ্টাং সখিভিঃ সহ নানাবিলাসরূপাং, তত্র চাত্মনঃ প্রতি নিগূঢ়ং সস্নেহে হাসাবলোকনং, ত্রয়াণামেব বিশেষণং সুললিতামিতি। স্নিগ্ধেত্যত্র তু লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। অত্র সু শব্দার্থস্য পরাং কোটিং তা এব জানন্তীতি, নাসৌ ব্যাখ্যাতুং শক্যতে। এবং লব্ধেঽপি স্নিগ্ধহাসাবলোকনে তদঙ্গসঙ্গপ্রাপ্তাববিশ্বস্তেষু

স্বেষু তদনুতাপহারীণি নর্মাণি, তৎপ্রাপ্তিব্যঞ্জক-পরিহাসভঙ্গী, ততো নর্ম্মণৈব সঙ্কেতিতে কুঞ্জাদৌ প্রোদ্দামচরিতানি, গাঢ়ানুরাগোদ্ভটসৌরতলীলাশ্চ।

চিন্তয়ন্ত্যো হন্ত তত্তদস্মাকং সম্প্রতি বিচ্ছিন্নমিতি সানুতাপং ভাবয়ন্ত্যঃ; অতএবাশ্রুভির্লিপ্তং মুখখণ্ডমেব তুণ্ডং যাসাং তদ্বিধাঃ সত্যঃ যতঃ স্বভাবেনৈব নিমেষব্যবহিতেইপি ভীতা, অধুনা তুপসন্নেন মহাবিরহেণ বিহ্বলাঃ। তত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ—অচ্যুতে স্থিতঃ তন্ময়ত্বাৎ। স এব বা, আশয়ো যাসাং তাঃ। অচ্যুতেতি তেনাপি তদপরিত্যাগাপেক্ষয়া। সজ্ঘশঃ মিলনেঽপ্যবান্তরসজ্ঘভেদাৎ, প্রকর্ষেণ শোকপ্রকর্ষ-ত্বেনোচুঃ। অত্র সর্ব্বাসামপ্যেকবচনস্ফূর্ত্তিস্তদানীমিতি তবাত্মকহৃদয়তাপ্রাপ্তেঃ। কদাচিদখিলমুখ্যা বাক্যং শৃণ্বতীনামন্যাসাং তন্মাত্রস্যানুমোদনেনোপচারাদনুকরণাৎ পূরণাচ্চ। এতচ্চ তাসাং পরিবেদনং প্রাদোষিক-ঘোষণামারভ্য তৎপ্রস্থানপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ম্॥ জী° ১৭-১৮॥

১৭-১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ: পুনরায় কি হল? শঙ্কাসংস্কার প্রাবল্যে লব্ধ-বাহ্য গোপরমণীগণ পরমোৎকণ্ঠায় শ্রীব্রজরাজ নন্দের পুরদ্বারে আগত হয়ে সকলে সমান দুঃখে একস্থানে জড় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে - গতিং ইতি দুইটি শ্লোকে। গতিং—বনে গমন ও বন থেকে ফিরে আসার সময়ে কৃষ্ণের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার সহিত মুহুর্মুহু ব্যক্ত-ভাব, চেষ্টাং—সখীস্থানীয় ঐ গোপরমণীদের সহিত নানাবিলাসরূপ চেষ্টা, ও সেখানেই নিজের প্রতি নিগূঢ় হলেও স্নিগ্ধ হাসাবলোকন (স্মরণ করতে করতে)। এখানে 'ব্যক্ত-ভাব' 'চেষ্টা' 'অবলোকন' এই তিনেরই বিশেষণ 'সুললিতাং' পদটি 'সু' শব্দার্থের অসংখ্য ভাব এই ব্রজরমণীগণই জানেন, কিন্তু উহা ব্যাখ্যার যোগ্য নয়। এরূপ হলেও ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হচ্ছে - কৃষ্ণের স্নিগ্ধহাসি-অবলোকন পেলেও তাঁর অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতে পারলেন না, অবিশ্বাসিনী গোপীরা অতঃপর অনুতপ্ত হলেন, নিজজনের এই শোক—অনুতাপ অপহানি—অপহারী নর্ম্মাণি—অঙ্গসঙ্গ-প্রাপ্তি-ব্যঞ্জক পরিহাসভঙ্গী। অতঃপর ঐ পরিহাস-ভঙ্গীতেই সঙ্কেতিত কুঞ্জাদিতে প্রোদ্দামচরিতানি—গাঢ়ানুরাগে উৎদ্ভট সৌরতলীলা (এই সব স্মরণ করতে করতে অশ্রু মোচন করতে লাগলেন গোপীরা)।

চিন্তয়ন্ত্যো — হায় হায়, আমাদের সঙ্গে প্রিয়তমের সেই সেই কটাক্ষ-প্রেমালাপাদিময় সুখের দিন ফুরিয়ে গেল, গোপীগণ অনুতাপের সহিত এইরূপ ভাবতে লাগলেন। অতএব অশ্রুমুখ্যঃ—তাঁরা কাজলধোঁয়া নয়নজলে মুখ মাখামাখি করে ফেললেন কারণ স্বভাবতঃই তাঁরা কৃষ্ণের নিমেষমাত্র বিরহেই ভীতা। এখন তো এই নিকটে উপস্থিত মহাবিরহে বিহ্বলা। তথায় সর্বত্র হেতু অচ্যুতাশয়াঃ—অচ্যুতের কাছে চিত্ত যাঁদের একান্তভাবে পড়ে আছে তন্ময়তা হেতু, বা অচ্যুতই একমাত্র আশ্রয় যাঁদের সেই গোপীগণ। এই অচ্যুত পদটি ব্যবহার হল এই অপেক্ষায়, যথা—যিনি প্রীতিবশ্যতাগুণ থেকে কখনও-ই চ্যুত হন না, সেই তাঁর দ্বারাও হায় হায় তাঁরা পরিত্যক্ত হল। সজ্ঘশঃ—যূথবদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন - যেহেতু মিলনেও অবান্তর যূথ ভেদ বর্তমান থাকে। প্রোচুঃ—[প্র+উচুঃ] 'প্র' প্রকর্ষে অর্থাৎ শোকবিহ্বলভাবে বললেন! এখানে সকলেরই একই বাক্য স্ফূর্তি হল

গোপ্য ঊচুঃ।

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥১৯॥

১৯। **অন্বয়ঃ** গোপ্যঃ ঊচুঃ, অহো বিধাতঃ! তব ক্বচিৎ দয়া ন [অস্তি] মৈত্র্যা-প্রণয়েন [চ] দেহিনঃ সংযোজ্য অকৃতার্থান্ (অপ্রাপ্ত ভোগান্) তান্ চ বিযুনক্ষি (বিযোজয়সি) অর্ভক চেষ্টিতং যথা [তথা] তে [তব] বিক্রীড়িতং (বিবিধ চেষ্টিতং) অপার্থকং (অপগত 'অর্থঃ' ফলং যতঃ তৎনিষ্ফলমিত্যর্থঃ)।

১৯। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণের মিলনের মতোই বিচ্ছেদেও কোনও অন্য হেতু দেখতে না পেয়ে বিধাতাকেই দোষ দিচ্ছেন—

হা বিধাতঃ! তোমার দয়ার লেশমাত্রও নেই। তুমি দেহীগণকে সখ্যতায় ও প্রণয়ে পরস্পর মিলন ঘটিয়ে অপ্রাপ্ত-ভোগ অবস্থাতেই বিরহ ঘটাও। বালকের মতো তোমার এই নিষ্ফল চেষ্টার যে কি প্রয়োজন, তা আমরা বুঝতে পারছি না।

রামকৃষ্ণে তাঁদের তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি হেতু। কি করে এরূপ হল? এরই উত্তরে, কদাচিৎ অখিলমুখ্যা শ্রীরাধার বাক্য শ্রবণপরা অন্য গোপীদিগেতে সেই বাক্যের অনুমোদনে আরোপ হেতু ও সেই বাক্য অনুকরণে পূরণ হেতু হল। এই যে তাঁদের অনুতাপ, তা সন্ধ্যাকালে ঘোষণা আরম্ভ থেকে কৃষ্ণের প্রস্থান পর্যন্ত, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী° ১৭-১৮॥

১৭-১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ এবং মূর্চ্ছাদিসঞ্চারিগ্রস্তা এব রাত্রিং গময়িত্বা পুনশ্চ কিং জানামীতি শঙ্কাসঞ্চারিসংস্কারপ্রাবল্যেন লব্ধবাহ্যানুসন্ধানাঃ পরমোৎকণ্ঠয়া প্রাতর্ব্রজরাজপুরদ্বার এব আগতাঃ ভাবিবিরহবত্ত্বেন সাম্যাৎ সর্বা সংহত্য বিলেপুরিত্যাহ—গতিমিতি। নিমেষবিরহতোঽপি ভীতাঃ সম্প্রতি তু ভাবিনা মহাবিরহেণ বিহ্বলাঃ সজ্ঘশঃ সমেতাঃ যূথৈর্যূথৈঃ সংগত্য মিলিতাঃ॥ বি° ১৭-১৮॥

১৭-১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে মূর্চ্ছাদি নামক যে প্রেমের সঞ্চারিভাব (প্রেমতরঙ্গ), তাতে অভিভূত হয়ে রাত্রিযাপন করত, পুনরায় কি-না জানতে পারবো, এইরূপে শঙ্কারূপ সঞ্চারি-সংস্কারের প্রাবল্যে বাহ্য অনুসন্ধানে ফিরে এলে পরমোৎকণ্ঠায় প্রাতঃকালে ব্রজরাজের পুরদ্বারে আগতা গোপীগণ ভাবিবিরহভাবে সকলের সাম্যতা হেতু এক জায়গায় জড় হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গতিমিতি। নিমেষমাত্রের বিরহে যাঁরা ভীতা, সেই গোপীগণ এখন ভাবী মহাবিরহে বিহ্বল হয়ে পড়ে **সঙ্ঘশঃ সমেতাঃ**—যূথেযূথে বদ্ধ হয়ে এসে মিলিত হয়ে বলতে লাগলেন। বি° ১৭-১৮॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গতাবিব বিচ্ছেদেঽপি কমপ্যন্যহেতুমনালোচয়ন্ত্যো বিধাতারমেব তত্র হেতুং মন্বানাস্তমেবাক্রোশন্ত্য আহুঃ — অহো ইতি ত্রিভিঃ। অহো খেদে। হে বিধাতরিতি সর্ব্বং ত্বমেব বিদধাসীতি ভাবঃ। অতঃ সর্বেষ্বপি জীবেষু দয়াঃ কর্ত্তুমর্হস্যপি তব কস্মিংশ্চিদ্দয়া নাস্তি। বিধাতৃত্বমেব দর্শয়ন্ত্যো নির্দয়ত্বঞ্চ দর্শয়ন্তি - সংযোজ্যেত্যাদিনা। দেহিনঃ দেহাভিমানবশেনেতস্ততো বর্ত্তমানানপি জীবান্ অকস্মাদন্যোঽন্যং মৈত্র্যাপি কেবলং, তথা প্রণয়েন চ সংযোজ্যেতি বিধাতৃত্বং দর্শিতম্। এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতৌ নিজগুণাদিরাহিত্যং সূচিতম্। অপ্যর্থে চকারঃ। সংযোজ্যাপি অকৃতার্থানপি বিযোজয়সি, বিবিধচেষ্টিতমপার্থকমপগতৌ অর্থৌ হেতুপ্রয়োজনং যস্যেতি; কেন হেতুনা কিমর্থং সংযোজয়সি অকৃতার্থানপি? পশ্চাৎ কেন হেতুনা কিমর্থং বা বিযোজয়সি? ইতি নাবগচ্ছাম ইত্যর্থঃ; হেতৌ প্রয়োজনে চ সতি সংযোজিতানামকস্মাদ্বিযোজনমযুক্তমেবেতি ভাবঃ। অপার্থকত্বে দৃষ্টান্তঃ—অর্ভকেতি। চেষ্টিতং যথা হেতুং প্রয়োজনঞ্চ বিনা কেবলং মৌঢ্যাদেব, তদ্বদিত্যর্থঃ। অন্যত্রৈঃ। তত্র হিতাচরণেন তৎকৃতপ্রীত্যা স্নেহেন সম্বন্ধাদিকৃতপ্রীত্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, স্বয়ং মৈত্র্যোপলক্ষিতঃ সন্ প্রণয়েন মিথো বিশ্রব্ধপ্রেম্ণা সহ সংযোজ্যেতি যোজ্যম্॥ জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের মতো বিরহেও কোনও এক অন্য 'হেতু' আলোচনা করতে করতে বিধাতাকেই এ সম্বন্ধে হেতু মাননা করত তার সম্বন্ধেই অভিযোগ প্রকাশ করতে করতে গোপীরা বলছেন—অহো ইতি তিনটি শ্লোকে। **অহো** খেদে। হে **বিধ্রাতঃ**—সবকিছুই তুমিই ঘটিয়ে থাক, এরূপ ভাব। অতএব জীব মাত্রেরই দয়া করতে যোগ্য হয়েও তোমার কোনও-ই দয়া নেই। তোমার মিলন-সংঘটনকারী রূপটি দেখাতে দেখাতেই নির্দয় রূপটি তুলে ধরো—ইহাই বলা হচ্ছে, সংযোজ্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ হে বিধাতা, তুমি প্রণয়সূত্রে মিলন ঘটিয়েই অমনি আবার বিরহে ডুবিয়ে দেও। **দেহিনঃ**—দেহাভিমানবশে ইতস্তত ভ্রাম্যমান্ হলেও জীবদিকে অকস্মাৎ পরস্পরে কেবল সখ্যতায়, তথা প্রণয়ে মিলন ঘটিয়ে ঘটকরূপটি দেখাও। —এই রূপে শ্রীকৃষ্ণমিলনে গোপীদের নিজ-গুণরাহিত্য সূচিত হল দৈন্যে। 'চ' কারের অর্থ এখানে 'অপি' —'সংযোজ্যাপি' মিলন ঘটিয়েও 'অকৃতার্থান্অপি' অপ্রাপ্ত-ভোগ অবস্থাতেই বিরহ ঘটাও। **অপার্থকম্**—নিষ্ফল **বিক্রীড়িতঃ**—বিবিধ চেষ্টা তোমার এই বিবিধ নিষ্ফল চেষ্টার কি প্রয়োজন? কি কারণে কি প্রয়োজনেই বা মিলন ঘটাও নিষ্ফল হলেও? পশ্চাৎ কি কারণে কি প্রয়োজনে বা বিরহ ঘটাও, এ বুঝতে পারছি না। এই নিষ্ফলতার দৃষ্টান্ত, অর্ভক ইতি। যথা বালক কারণ ও প্রয়োজন বিনা কেবল মূঢ়তা হেতুই এটা-ওটা কাজ করে বেড়ায়, সেইরূপ হে বিধাতা, তুমি করে বেড়াও। [শ্রীস্বামিপাদ — 'মৈত্র্যা' হিতাচরণের দ্বারা ও 'প্রণয়েন' স্নেহের দ্বারা মিলন ঘটিয়ে তৎপরই 'অকৃতার্থান্' অপ্রাপ্ত-ভোগ অবস্থাতেই জীবদের বিরহ ঘটাও] এই টীকার 'হিতাচরণ' পদের অর্থ, হিতাচরণকৃত প্রীতিতে মিলন, আর 'স্নেহেন' পদের অর্থ, স্ত্রী-পুত্র এরূপ সম্বন্ধাদিকৃত প্রীতিতে মিলন। অথবা, **মৈত্র্যা**-স্বয়ং হিতাচরণের দ্বারা সূচিত হয়ে 'প্রণয়েন' পরস্পর বিশ্রব্ধ (গাঢ়) প্রেমে মিলন ঘটিয়ে থাক। জী° ১৯॥

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্ ॥২০॥

২০। **অন্বয়ঃ** যঃ ত্বং অসিতকুন্তলাবৃতং সুকপোলং উন্নসং শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং (শোকম্ দূরিকরোতি ইতি তথা স চাসৌ 'স্মিতলেশঃ' মন্দহাসঃ তেন সুন্দরং) মুকুন্দবক্ত্রং প্রদর্শ্য [পুনস্তস্য] পারোক্ষ্যং (অদৃশ্যতাং) করোষি [অতঃ] তে (তব) কৃতং (কর্ম) অসাধু।

২০। **মূলানুবাদঃ** হয়তো হোক না সাধারণ জীবজগতের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার, কিন্তু এই যে আমাদের প্রতি করছ, এ তো গর্হিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে বিধাতা! সুষমামণ্ডিত গণ্ডদেশ, ঈষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত অধরবিম্ব ও উহার রক্তিম আভাচ্ছুরিত দন্তপঙ্‌ক্তিতে অতি শোভন, কুটিল কুন্তলাবৃত মুকুন্দের মুখখানি তুমি বেশ করে আমাদের দেখিয়ে নিয়ে তৎপর চোখের আড়াল করে দাও। তোমার এ কর্ম নিশ্চয়ই অতি নিন্দিত।

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কৃষ্ণস্য সঙ্গতাবিব বিচ্ছেদেঽপি কমপ্যন্যং হেতুমনালোচয়ন্ত্যো বিধাতারমেব দূষয়ন্তি— অহো ইতি। হে বিধাতরহো আশ্চর্য্য তবাপ্যেবমন্যায় ইতি ভাবঃ। কোঽসৌ তব ক্বচিদপি ন দয়েত্যেষ এব। নন্বু, কথমেবং নিশ্চিনুথেব তত্রাহুঃ। মৈত্র্যা সখ্যেন যঃ প্রকৃষ্টো নয়ঃ মনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদীনাং পরস্পরপ্রাপণং তেন দেহিনঃ সংযোজ্য তাংশ্চ অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্তুতদ্ভোগানেব বিযুনঙ্ক্ষি বিযোজয়সি। এবার্থে চকারঃ। নচ তদ্বিযোজনাত্তব কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তীত্যাহুঃ— অপগতোঽর্থঃ ফলং যতস্তং অতস্তব চেষ্টিতমর্ভকচেষ্টিতং যথেতি। ত্বমতিবালিশ এবেতি ভাবঃ ॥বি° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণের মিলনের মতোই বিচ্ছেদেও কোনও অন্য হেতু দেখতে না পেয়ে গোপরা বিধাতাকেই দোষ দিচ্ছেন, অহো ইতি। হে বিধাতা! অহো—আশ্চর্য তোমারও এরূপ অন্যায়, এরূপ ভাব। কি সে অন্যায়? এরই উত্তরে, তোমার এক ফোটাও দয়া নেই, ইহাই অন্যায়। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কি করে এরূপ নিশ্চয় করলে? এরই উত্তরে, 'মৈত্র্যা' সখ্যতায় যে প্রণয়ঃ [প্র+নয়ঃ] প্রকৃষ্ট 'নয়' অর্থাৎ মন-প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতির পরস্পর প্রাপ্তি, সেই রূপে জীবদের মিলন ঘটিয়ে পুনরায় অকৃতার্থান্—সেই ভোগপ্রাপ্তি না হতেই বিযুনঙ্ক্ষি—বিরহ ঘটিয়ে দেও। বি° ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ভবতু বা সামান্যতস্তব তাদৃশং চরিতং, বিশেষতস্ত্বিদং গর্হিতমিত্যাহুঃ— যস্ত্বমিতি। প্রকর্ষেণ রসানুভবপূর্ব্বং দর্শয়িত্বা অসিতৈঃ কুন্তলৈঃ কুটিলালকৈরাবৃতং শ্রীললাটোপরিভাগে ভ্রমরবন্নিপাতেন ব্যাপ্তমিত্যূর্দ্ধভাগস্য শোভা, সুকপোলমিতি পার্শ্বদ্বয়স্য, উন্নসমিতি মধ্যস্য, শোভেতি মধুরস্মিতেন বিকসদধরবিম্ব-তদারুণ্যচ্ছুরিত-শ্রীমদ্দন্তপঙ্‌ক্তিমাধুর্য্যাভ্যামন্তর্ভাগস্যাপি

সূচিত। শোকাশ্চার্ত্তানাং সর্বেষাং, তত ঈদৃশস্য তদ্বক্ত্রস্য পরোক্ষতাচরণাত্তব কর্ম্মাসাধ্বেব। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'সারং সমস্তগোষ্ঠস্য বিধিনা হরতা হরিম্। প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নির্ঘৃণেন দুরাত্মনা॥' ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, যস্ত্বং মুকুন্দস্য সর্ব্বদুঃখ-মোচকত্বেন তন্নামধেয়স্য বক্ত্রং প্রকর্ষেণ দর্শয়িত্বা পারোক্ষ্যং করোষি, তস্য তে তব কৃতমসাধ্বেব; চাতুর্বর্ণ্যমিত্যাদিবৎ স্বার্থে ষ্যঞ্। আস্তাং তাবন্মৈত্রী-প্রণয়পূর্বক-তদীয়সংযোগস্য বিযোজনং নাম, তদ্দর্শনমাত্রস্যাপি গর্হিতম্, কিমুত তৎপ্রকৃষ্টদর্শনস্যেত্যর্থঃ। প্রকর্ষমেব দর্শয়ন্তি - অসিতেত্যাদি-বিশেষণৈঃ॥ জী° ২০॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** হয়তো হউক-না সাধারণ জীবজগতের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার, কিন্তু এই যে আমাদের প্রতি করছ, এতো গর্হিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যস্ত্বং ইতি।

প্রদর্শ্য—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ রসানুভবের সহিত দেখিয়ে—**অসিতকুন্তলাবৃত**—কুঞ্চিত কেশদামে 'আবৃত' অর্থাৎ শ্রীললাটের উপরিভাগে ভ্রমরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, এইরূপে মুখের ঊর্ধভাগের শোভা, **সুকপোল**—সুন্দর গাল, এতে মুখের পার্শ্বদেশের শোভা, **উন্নসম্**—উন্নত নাসিকা, মুখের মধ্যদেশের শোভা, **স্মিতলেশ**—মধুর ঈষৎ হাসিতে বিকশিত অধরবিম্ব ও তার লাল আভাচ্ছুরিত অতিশোভন দন্তপঙ্‌ক্তির মাধুর্যসিন্ধু দ্বারা মুখের অন্তর্দেশের শোভা সূচিত হল। **শোকাপনোদ**—এই মুখমণ্ডল আর্তসকলের দুঃখহারী—সুতরাং ঈদৃশ সেই মুখকমল চোখের আড়াল করে দেওয়ারূপ আচরণ হেতু তোমার কর্ম অসাধুই বটে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'নির্ঘৃণ্য দুরাত্মা মিলনহারী বিধি সমস্ত গোষ্ঠের সার হরিকে গোপীযোষিতদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।' [আর যা কিছু স্বামিপাদ—মুকুন্দের মুখকমল একবার মাত্র দেখিয়েই পুনরায় তা চোখের আড়াল করে দেও, অতএব তোমার এ কর্ম্ম নিন্দনীয়।] অথবা, যে তুমি সর্বদুঃখমোচক নামধেয় মুকুন্দের মুখ-কমল ভালভাবে দেখিয়ে চোখের আড়াল করে দেও, সেই তোমার কর্ম অসাধু নিশ্চয়। তাবৎ মৈত্রীপ্রণয় ঘটাবার পর তদীয় স যোগের ভঙ্গ করণের কথা থাকতে দেও, তাঁর দর্শনমাত্রেরও ভঙ্গকরণ গর্হিত, তাঁর প্রকৃষ্ট দর্শন ভঙ্গকরণ যে গর্হিত কর্ম্ম সে আর বলবার কি আছে? দর্শন যে প্রকর্ষযুক্ত তা বলা হয়েছে 'অসিত' ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা॥জী° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সর্বপিতামহস্য মম নার্ভকতুল্যত্বমিতি চেত্তর্হি ত্ব লোকানাম-ভদ্রকারীত্যাহুঃ—যো বিধাতাপি ভূত্বা ত্বং মুকুন্দবক্ত্রং শোকস্যাপনোদো যস্মাত্তেন স্মিতলেশেন সুন্দরং প্রদর্শ্য তস্য পারোক্ষ্যং অদৃশ্যত্বং করোষ্যতস্তব কৃতং কর্ম অসাধু অভদ্রং নিন্দ্যমিত্যর্থঃ॥বি° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সর্বপিতামহ আমাকে বালকের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়, বিধাতার এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় গোপীগণ বলছেন, তুমি জীবলোকের দুঃখদানকারী। —এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যঃ—বিধাতা হয়েও তুমি মুকুন্দের মুখকমল, যার থেকে সকল অনুশোচনা দূরী-ভূত হয়, সেই স্মিতলেশ সুন্দর মুখখানি ভালভাবে দেখিয়ে নিয়ে চোখের আড়াল করে দেও, অতএব তোমার কৃতকর্ম্ম অসাধু নিন্দিত॥ বি°২০॥

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নঃ
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥২১॥

২১। **অন্বয়ঃ** [হে বিধাতঃ] ক্রূরঃ ত্বং অক্রূর-সমাখ্যয়া (অক্রূর নাম্না সমাগত সন্) নঃ (অস্মাকম্) দত্তং (ত্বয়ৈব পুরা প্রদত্তং) চক্ষুঃ অজ্ঞবৎ হরসে হি (নিশ্চিতং) বত যেন [চক্ষুষা] বয়ং মধুদ্বিষঃ (কৃষ্ণস্য) একদেশে (নেত্রবক্ত্রাদৌ) ত্বদীয়ং অখিল সর্গ-সৌষ্ঠবং (সমগ্রং সৃষ্টি-নৈপুণ্যম্) অদ্রাক্ষ্ম (দৃষ্টবত্যঃ)।

২১। **মূলানুবাদঃ** আচ্ছা যদি বিধাতা প্রশ্ন তোলেন, অক্রূরই মথুরাপুরী নিয়ে যাচ্ছে, আমি তো নই, এরই উত্তরে গোপীগণ বলছেন—

হেবিধাতঃ! ক্রূরঃ তুমিইঅক্রূর নামে সমাগত হয়ে ঠিক অজ্ঞের মতো হরণ করে নিয়ে যাচ্ছ তোমারই দত্ত আমাদের চক্ষু,যার দ্বারা মধুসূদনের মুখনেত্রাদি একদেশে তদীয় অখিল সৃষ্টিরসৌষ্ঠব দেখছিলাম।

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** হি এব ত্বমেব করোষি। বত খেদে। তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি 'অহো গোপীজনস্যাস্য দর্শয়িত্বা মহানিধিম্। উৎকৃত্তান্যস্য নেত্রাণি বিধাত্রা করুণাত্মনা॥' ইতি। যথাজ্ঞঃ পাপাপাপমজানন্ জনো দত্তমপি হরতি তদ্বদিত্যর্থ। কিন্তু ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽপি অজ্ঞায়স ইতি পরমদুঃখদানমাত্রতাৎপর্য্যত্বেন ততোঽপি পাপবৈশিষ্ট্যমিতি ভাবঃ। কথং চক্ষুর্হৃতম্? তত্রাহুঃ - যেনেতি, ত্বদীয়মখিলসর্গসৌষ্ঠবং মধুদ্বিষ একদেশেঽদ্রাক্ষ্মেতি—ত্বদীয়নেত্র-বক্ত্রাদি-সৌন্দর্য্যামৃতার্ণবকলাংশাংশ এব পদ্মচন্দ্রাদি সৌন্দর্য্যং পর্য্যাপ্তমপশ্যামেত্যর্থঃ। অতোঽনভিরুচেরন্যত্রাপ্রবর্ত্তমানস্য তন্মাত্রবিষয়স্য চক্ষুষস্তদ্ধরণেন চক্ষুষ এব হরণম্। তত্র মধুদ্বিষ ইতি যোগাপদোপাদানং 'নারায়ণ সমো গুণৈঃ' ইতি বাক্যাৎ, সর্ব্বাতিশয়ি-গুণশালিত্বেনৈব তৎপর্য্যায়স্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, মধ্বিব মধু, তদিতর-সর্বপ্রাকৃতাপ্রাকৃত-বাঞ্ছনীয়ং, তস্মৈ দ্বেষ্টি তদীয়ানাং তদ্ধরতীতি তস্যেতি। যদ্বা, মধুপুরীপতিত্বাৎ তৎসমশীলত্বাচ্চ কংস এব মধু, তদ্দ্বিষ ইতি তং হত্বা তদ্রাজ্যে লব্ধে পুনরত্রাগমনং দুর্ল্লভমিতি ভাবঃ॥ জী° ২১॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** হি—'এব' নিশ্চয়ে, তুমিই হরণ কর। বত - খেদে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেরূপই আছে—"অহো করুণাত্মা বিধাতা এই গোপীজনদের এক মহানিধি দর্শন করিয়ে আজ তাঁদের নয়ন উপরিয়ে নিয়ে গেল।" **অজ্ঞবৎ**—যেমন পাপপুণ্য বিষয়ে অজ্ঞজন দিয়েও কেড়ে নেয় কোন বস্তু, সেইরূপ। কিন্তু তুমি সর্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞের মত কাজ কর, সুতরাং পরমদুঃখদান মাত্র তাৎপর্য হওয়া হেতু অজ্ঞের কর্ম থেকেও পাপবৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে, এরূপ ভাব। চক্ষু কি করে হৃত হল,? এরই উত্তরে, 'যেন ইতি।' যে চক্ষুদ্বারা **ত্বদীয়ম্**—তদীয় অখিল সৃষ্টিসৌষ্ঠব **মধুদ্বিষঃ**—মধুসূদনের একদেশে **অদ্রাক্ষ্ম**—একদেশে দেখছিলাম, অর্থাৎ তদীয় চক্ষু-মুখকমল প্রভৃতির সৌন্দর্যামৃত-

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং-
স্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥২২॥

২২। **অন্বয়ঃ** গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীন্ বিহায় অদ্ধা (সাক্ষাৎ) তদ্দাস্য উপগতা (সামিপ্যেন প্রাপ্তাঃ) বত ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ নন্দসূনুঃ স্বকৃতাতুরাঃ (স্বকৃতেন পরিত্যাগেন) 'আতুরা' (রোগেনৈব পীড়িতাঃ) নঃ (অস্মান্) ন সমীক্ষতে (ন পশ্যতি) [যতঃ অসৌ] নবপ্রিয়ঃ (নবং নবং প্রিয়ং যস্য সঃ)।

২২। **মূলানুবাদঃ** উদাসীন বিধাতাকেই বা কি দোষ দিব? আমাদের পরমাত্মীয়, জীবনৈক হেতু শ্রীনন্দসূনুও তো ঐরূপই, এই আশয়ে গোপীগণ বলছেন—

হে সখীগণ! আমরা গৃহ-স্বজন-পুত্র- পতি সমস্ত ত্যাগ করত যার দাসী হয়েছি, সেই ক্ষণভঙ্গুর-সৌহার্দ, নবপ্রিয় নন্দসূনু হায় হায় তাঁর নিজেরই কৃত প্রাণান্তি-দশায় উপস্থিত আমাদিকে চেয়েও দেখছে না।

সিন্ধুর কলার অংশের অংশেই দেখছিলাম, পদ্মচন্দ্রাদির সৌন্দর্যসম্পূর্ণ ভাবে। অতএব অরুচি হেতু অন্য বিষয়ে যেতে অনিচ্ছুক আমাদের চক্ষুসম্বন্ধে কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, উঁহার হরণে চক্ষুরই হরণ হল। এখানে মধুদ্বিষঃ পদের অর্থ নিজানন্দদ্বারা বিষয়ানন্দ ও মোক্ষানন্দ ধিক্কারী কৃষ্ণ। —তাই যোগ্য পদটিই এখানে ব্যবহার হয়েছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধে 'নারায়ণসম গুণৈঃ' বাক্য থাকা হেতু, সর্বাতিশয়ি গুণশালিরূপে 'মধুদ্বিষঃ' পদটি 'নারায়ণ' পদের পর্যায়ভুক্ত। অথবা রসস্বরূপ কৃষ্ণের মাধুরী মধুর মতো, তাই বলা হল 'মধু' —কৃষ্ণ হলেন মধুস্বরূপ, এই মধুস্বরূপ কৃষ্ণ ছাড়া যে সর্বপ্রাকৃত-অপ্রাকৃত বস্তু বাঞ্ছনীয়, তার নিবৃত্তির জন্য 'দ্বেষ্টি' দ্বেষকারী অর্থাৎ তদীয় জনের ঐ বাঞ্ছনীয় বস্তু যিনি হরণ করেন, সেই কৃষ্ণের একদেশে দেখছিলাম। অথবা. কংস মধুপুরীপতি হওয়া হেতু ও মধুদৈত্য সমস্বভাব হওয়া হেতু কংসই মধু, এই মধুর দ্বেষকারী কৃষ্ণ—তাই তাকে হত্যা করে তার রাজ্যলাভ করলে পুনরায় কৃষ্ণের এই ব্রজে আগমন দুর্লভ হবে, এরূপ ভাব ।জী° ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বক্রূরঃ কৃষ্ণং পুরীং নয়তি নাহমিতি চেত্তত্রাহুঃ ক্রূরত্বং বিপরীতলক্ষণয়া অক্রূরস্য সমাখ্যয়া নাম্না নহ্যেবং কর্তুমন্যঃ শক্নোতীতি ভাবঃ। তথা দত্তাপহারিত্বেনাপি ক্রূরোঽসীত্যাহুঃ—ত্বয়ৈব দত্তং চক্ষুস্ত্বমেব হরসে। যথাঽজ্ঞঃ পুণ্যপাপে অজানন্ দত্তমপি হরতি তদ্বৎ কৃষ্ণং হরামি ন যুষ্মচ্চক্ষুরিতি চেত্তত্র কৃষ্ণহরণাদেবাস্মাকমান্ধ্যাচ্চক্ষুর্হরণমিত্যাহুঃ যেন চক্ষুষা মধুদ্বিষঃ কৃষ্ণস্যৈকদেশে বক্ত্রনেত্রাদৌ ত্বদীয়মখিলসৃষ্টেঃ সৌষ্ঠবমদ্রাক্ষ্ম তেন কিমন্যৎ পশ্যামঃ অতোঽন্ধা এব ভবিষ্যামঃ ॥বি° ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা, যদি বিধাতা প্রশ্ন তোলেন অক্রূরই মথুরাপুরী

নিয়ে যাচ্ছে; আমি তো নই, এরই উত্তরে গোপীগণ বলছেন— **ক্রূরস্ত্বমক্রূর সমাখ্যায়া**— ক্রূর তুমিই বিপরীত লক্ষণ গ্রহণ করত অক্রুর নাম নিয়ে এসেছ— অন্য কেউ এরূপ গর্হিত কাজ করতে পারে না। তথা দত্ত-অপহারীরূপেও ক্রূর তুমি, এই আশয়ে বলছেন—তুমিই চক্ষু দিয়েছ, তুমিই হরণ করছ। পূর্বপক্ষ, হে গোপীগণ তোমাদের এখানে অভিযোগ, যেরূপ অজ্ঞজন পুণ্যপাপ বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু স্বদত্ত বস্তুও কেড়ে নেয়, সেইরূপ আমি স্বদত্ত বস্তু তোমাদের চক্ষু কেড়ে নিচ্ছি,— নিয়ে তো যাচ্ছি কৃষ্ণ, তবে চক্ষু বলছ কেন? বিধাতার এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় গোপীগণ বলছেন— অন্ধ হয়ে যাওয়া হেতু কৃষ্ণ হরণে চক্ষু হরণই তো হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'যেনৈক' ইত্যাদি—যে চক্ষু দ্বারা মধুসূদন কৃষ্ণের **একদেশে**—মুখ-নেত্রাদিতে ত্বদীয় অখিল সৃষ্টির সৌষ্ঠব **আদ্রাক্ষ্ম**—দেখছিলাম, সেই চক্ষু দিয়ে অন্য বস্তু কি আর দেখব। অতএব অন্ধই হয়ে যাব। বি° ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** উদাসীনং বিধাতারং কিং নিন্দামঃ পরমাত্মীয়োঽস্মজ্জীবনৈক-হেতুঃ শ্রীনন্দসূনুরেব তথাবিধ ইত্যাহুঃ—নেতি। নন্দসূনুর্বল্লবেন্দ্রকুমারত্বেনাপ্যস্মৎসমীক্ষণযোগ্যঃ, কিং পুনরস্মাভিস্তাদৃশ-প্রেমবন্ধেন সোঽপীত্যর্থঃ। ন সমীক্ষতে নাপেক্ষতে, অপৃষ্ট্বৈব দূরপ্রস্থানোদ্যমাৎ। সমীক্ষিষ্যত ইতি চ ব্যাখ্যানেঽপি সম্প্রত্যপেক্ষায়া অদর্শনাদিতি ভাবঃ; অতো দৃঢ়সৌহৃদত্বেন জ্ঞাতত্বেঽপি ক্ষণভঙ্গসৌহৃদ এবাসৌ। সমীক্ষায়াং হেতুবিশেষমাহুঃ বিহায়েতি। গেহাদীনা যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। অদ্ধা সাক্ষাৎ, স্বদেহার্পণাদিনা দাসীত্বমুপ সামীপ্যেন প্রাপ্তাঃ ইতি দাস্যবিশেষঃ সূচিতঃ। তত্রুপগতাবেব হেতুঃ—স্বকৃতাতুরা ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা, সম্প্রতি সমীক্ষায়াং বিশেষতো হেত্বন্তরমাহুঃ স্বকৃতেন পরিত্যাগেনাতুরাঃ, রোগেণৈব পীড়িতা ন, কেবলং ন সমীক্ষতে, কিঞ্চ নবপ্রিয়োঽসৌ সর্ব্বান্ ব্রজজনান্ বিহায় অক্রূরেণ সমমাত্মীয়তাং ব্যজ্য গমন দর্শনান্নবপ্রিয় এবাসৌ সম্প্রতি মাধুরীভিরেব প্রীতিং বিধাস্যতীত্যর্থঃ॥ জী° ২২ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** উদাসীন বিধাতাকে বা কি দোষ দিব, আমাদের পরমাত্মীয় জীবনৈক হেতু শ্রীনন্দসূনুই তো তথাবিধ, এই আশয়ে বলছেন, নেতি **নন্দসূনু—এই** পদের ধ্বনি, নন্দসূনু গোপের পুত্র বলে গোপকন্যা আমাদের চেয়েচেয়ে দেখবার যোগ্য। এর মধ্যেও আবার আমাদের সহিত তাদৃশ প্রেমবন্ধন থাকা হেতু চেয়ে চেয়ে দেখবার যোগ্য তো বটেই, এমন যে নন্দসূনু সেও আমাদের প্রতি উদাসীনের মতো ব্যবহার করছে। **সমীক্ষতে নঃ**—আমাদের চেয়েও দেখছে না, আমাদের অপেক্ষাও করছে না। দূরপ্রস্থানের উদ্যম বিষয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশও দিচ্ছে না। 'সমীক্ষিষ্যত' ধরে ব্যাখ্যা করলে—আমাদের চেয়ে দেখবেন, এই জন্যই তো ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, সম্প্রতি তো আমাদের জন্য কোনও অপেক্ষাই দেখা যাচ্ছে না, এরূপ ভাব। অতএব দৃঢ় সৌহার্দে বদ্ধ, এরূপ জানা থাকলেও, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে **ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ**—এর সৌহার্দ ক্ষণভঙ্গুর। এই প্রীতির সহিত দর্শন বিষয়ে হেতু-বিশেষ বলা হচ্ছে — আমরা-যে গৃহ স্বজন, সন্তান ও পতি ছেড়ে দিয়ে এসে তোমার দাসী হয়েছি। এখানে গৃহাদির পর পর

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ
সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্ ।
যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥২৩॥

২৩। **অন্বয়ঃ** [অতঃপর সের্ষামুচুঃ হে সখি !] ইয়ং রজনী পুরযোষিতাং ধ্রুবম্ সুখং আশিষঃ সত্যাঃ বভূবুঃ যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য (সম্যক্ প্রকারেণান্যজনালক্ষিতয়া প্রবিষ্টস্য ব্রজস্পতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ('অপাঙ্গেন' নেত্রপ্রান্তেন 'উৎকলিতং' উজ্জৃম্ভিতম্ স্মিতমেব 'আসবো' রসো যস্মিন তৎ মুখং পাস্যন্তি !

২৩। **মূলানুবাদঃ** হায় হায় এ-কি অদ্ভুত ! আমাদের দুর্ভাগ্য, আর মথুরা অঙ্গনাদের সৌভাগ্য যুগপৎই ফলবান হচ্ছে, এই আশয়ে বলছেন—

মথুরা-অঙ্গনাদের পক্ষে অন্ধকার রজনী সুপ্রভাত, আর আমাদের পক্ষে দুঃখদ প্রভাত। তাঁদের বিপ্রদত্ত আশীর্বাদ সফল হল, আর আমাদের হল বিফল। যেহেতু তাঁরা আজ পুরীপ্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ উৎকলিত মৃদু-মধুর হাসিঝরা মাদকদ্রব্য স্বরূপ মুখচন্দ্র নিজ কটাক্ষ-রসনায় আস্বাদন করবে।

শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিগ্রাহ্য। **অদ্ধা**—সাক্ষাৎ। **দাস্যম্ উপগতা**—সান্নিধ্যের সহিত দাস্য প্রাপ্ত হয়েছি, এতে দাস্যবিশেষ সূচিত হয়েছে। এই উপগতিতে হেতু **স্বকৃতাতুরা ইতি** [স্বামিপাদ—তৎকৃত মিষ্টি মৃদু হাসিদ্বারা স্বাধীনতা হীন হয়ে পড়লেও আমাদিকে সে চেয়ে চেয়ে দেখছে না। এই কৃষ্ণ হল নবপ্রিয়, অতএব তাঁকে আমরা বারণ করব আমাদের ছেড়ে মথুরা যেতে।]

অথবা, 'বিশেষভাবে সম্প্রতি চেয়ে চেয়ে না দেখা' বিষয়ে অন্য হেতু বলছেন—কৃষ্ণের স্বকৃত পরিত্যাগের দ্বারা **আতুরাঃ**—রোগে পীড়িতা। আমাদের কেবল-যে চেয়ে দেখছে না, তাই নয়, উপরন্তু নবপ্রিয় এ সর্বব্রজজনকে পরিত্যাগ করে অক্রূরের সঙ্গে আত্মীয়তার ছল করে মথুরা চলেছেন—এই গমন-দর্শন—সুখের জন্য এই নবপ্রিয় কৃষ্ণ এখন মাধুরী প্রকাশের দ্বারা পথের সকলের প্রীতিবিধান করবেন, এরূপ অর্থ॥ জী° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** হন্ত হন্তাস্মৎপ্রেমাস্পদত্বাদস্মজ্জীবনৈকহেতুঃ কৃষ্ণ এবাস্মানুপেক্ষতে বিধাতারং কিমিতি দূষয়াম ইত্যাহুর্নেতি। অতিপ্রবলঃ প্রেমা কথমনেন ছিন্ন ইত্যত আহুঃ—ক্ষণমাত্রেণৈব ভঙ্গো যস্য তথাভূতং সৌহৃদং যস্য সঃ, সৌহৃদং নৈবমন্যঃ কর্ত্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত স্বস্য কৃতে আতুরাঃ প্রাণান্তিমদশাপন্না অপ্যস্মান্ ন সম্যগীক্ষতেঽপি এতা রুদিত্বা ম্রিয়ন্তাং নাম অহন্তু মথুরাং গত্বা সুখং লভে ইত্যস্য নিশ্চয় ইতি ভাবঃ। বয়ন্তু বিহায়েত্যাদি যদ্দাস্যার্থং পত্যাদীনপ্যত্যজাম্ সোঽস্মাংস্ত্যজতি তত্র হেতুঃ নবা এব প্রিয়া যস্য সঃ। বয়মধুনা পুরাতন্যোঽভূম যতস্তস্মাদিতি ভাবঃ। তস্মাদ্বয়মনেনোভয়লোকত এব ভ্রংশিতা ইতি ধ্বনি॥বি° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হায় হায় যিনি আমাদের প্রেমাস্পদ, আর সেই হেতু আমাদের জীবনৈক হেতু, সেই কৃষ্ণই আমাদের উপেক্ষা করছে, বিধাতাকে আর কি দোষারোপ করব, এই আশয়ে নেতি। অতি প্রবল প্রেমা কি করে এ ছিন্ন করল, এই আশয়ে বলছেন—ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ—এ তো দেখছি ক্ষণমাত্রেই ভাঙ্গবার মতো ঠুনকো সৌহার্দ, প্রকৃত সৌহার্দ তো ছিন্ন করা যায় না, এরূপ ভাব। হায় হায়, নিজেরই কৃত **আতুরাঃ**—প্রাণান্তিদশায় উপস্থিত হলেও আমাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরা কাঁদতে কাঁদতে মরে যায় তো যাক্, আমি তো মথুরায় গিয়ে সুখ লাভ করি, এরূপই তার নিশ্চয়, এরূপ ভাব। আমরা ঘর-পতি-পুত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করত তাঁর কিঙ্করী হলাম—যাঁর কিঙ্করী হওয়ার জন্য পতি প্রভৃতিকেও ত্যাগ করলাম, হায় হায় সেই আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, এখানে হেতু **নবপ্রিয়ো** —নবই এর প্রিয়।—যে হেতু আমরা অধুনা পুরাতনী হয়ে গেলাম, তাই ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা এরদ্বারা উভয়লোক থেকে পতিতা হলাম, এরূপ ধ্বনি। বি° ২২॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অতএব সের্ষ্যমূচুঃ পঞ্চভিঃ। আশিষঃ বিপ্রাদ্যাশীর্ব্বাদাঃ দীর্ঘমনোরথা বা সত্যাঃ সফলাঃ। সম্যক্ পর্য্যন্তঃ প্রবিষ্টস্য ব্রজস্পতেরিতি ব্রজজনানামেব দৃশ্যমিতি ভাবঃ। সুড়ত্রার্ষঃ। পাস্যন্তি নেত্ররসনয়া স্বাদয়িষ্যন্তি। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'সুপ্রভাতাদ্য রজনী মথুরাবাসি-যোষিতাম্। পাস্যন্ত্যচ্যুতবক্ত্রাব্জং যাসাং নেত্রাণি পঙ্‌ক্তয়ঃ॥' ইতি॥ জী° ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতএব পাচটি শ্লোকে ঈর্ষার সহিত বলছেন, **আশিষঃ** – মথুরাবাসিনীদের বিপ্রাদির আশীর্বাদ বাণী বা দীর্ঘমনোরথ **সত্যাঃ** — সফল হল। **সংপ্রবিষ্টস্য** — 'সং' পুরির ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করে যাওয়া **ব্রজস্পতেঃ** — কৃষ্ণের। —এমনভাবে প্রবেশ করলেন, যাতে ব্রজজনদের চোখে দৃশ্য হন, এরূপ ভাব। **পাস্যন্তি**—মথুরারমণীগণ নেত্র-রসনায় আস্বাদন করল কৃষ্ণরূপ। অতএব বিষ্ণুপুরাণে —"আজ রাত্রি মথুরাবাসী যোষিৎদের সুপ্রভাত, কারণ তাঁদের নেত্র-পঙ্‌ক্তি কৃষ্ণের বদনকমল আস্বাদন করছে।" ॥জী° ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হন্ত হন্ত কিমদ্ভুতমিদং অস্মাকং দুরদৃষ্টং মথুরাঙ্গনানাং শুভাদৃষ্টং যুগপদেব ফলতি স্মেত্যাহুঃ—সুখমিতি। ইয়ং রজনী পুরযোষিতাং সুপ্রভাতা ব্রজযোষিতান্তু দুষ্প্রভাতা। তাসামাশিষো বিপ্রাদিদত্তা দীর্ঘতরমনোরথা বা সত্যাঃ সফলা অস্মাকন্তু নষ্টা বভূবুঃ। ব্রজস্পতেঃ কৃষ্ণস্য। সুড়ার্ষঃ। অপাঙ্গে নেত্রান্তে উৎকলিতস্মিতং উৎকৃষ্টা রসবাঞ্ছিকাঃ কলাঃ সঞ্জাতা যস্য তদুৎকলিতং স্মিতমেব রহস্যেঙ্গিতং আসবো মাদকো রসো যত্র তন্মুখং পাস্যন্তি স্বাপাঙ্গরসনাভিরাস্বাদয়িষ্যন্তি। বুলধর্মলজ্জা-ভয়াদিকং সহসৈব ত্যক্তা অস্যেঙ্গিতমঙ্গীকরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। ততশ্চ সমুচিতসময়ে সম্যক্‌প্রকারেণান্যজনা-লক্ষিততয়া প্রবিষ্টস্য মুখমপি সাক্ষাৎ পাস্যন্তি। বি° ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হায় হায়, এ কি অদ্ভুত? আমাদের দুর্ভাগ্য, আর মথুরা-অঙ্গনাদের সৌভাগ্য যুগপৎ-ই ফলবান হচ্ছে, এই আশয়ে বলছেন—সুখং ইতি। এই রজনী

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈ
গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেঽবলা
গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥২৪॥

২৪। **অন্বয়ঃ** [হে] অবলাঃ পরবান্ (পিত্রাদি পরতন্ত্রঃ) [তথা] মনস্বী (ধীরঃ) অপি মুকুন্দঃ তাসাং পুরযোষিতাং মৃদুমঞ্জু ভাষিতৈঃ গৃহীতচিত্তঃ (বশীকৃতহৃদয়ঃ তথা তাসাং) সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈঃ ভ্রমন্ (মুগ্ধসন্) পুনঃ কথং গ্রাম্যাঃ অবলাঃ নঃ (অস্মান্) প্রতিযাস্যতে (প্রত্যাগমিষ্যতি)।

২৪। **মূলানুবাদঃ** তোমরা কি ভাবছ, আমাদের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসবে, না না তোমরা তত্ত্ব জান না, শোন বলছি—

হে অবলাগণ! আমাদের প্রাণবল্লভ মুকুন্দ পিতামাতা প্রভৃতির অধীন, তথা ধীরচিত্ত হয়েও সেই মথুরা-যোষিৎদের মৃদু-মধুর কথায় আকৃষ্টচিত্ত ও তাদের সলজ্জ শৃঙ্গার-রসসূচক হাবভাবে মুগ্ধ হয়ে পুনরায় গ্রাম্যঅবলা নারী আমাদের কাছে কি করে ফিরে আসবে?

পুরযোষিৎদের পক্ষে সুপ্রভাত, কিন্তু ব্রজযোষিৎদের পক্ষে দুঃখ-প্রভাত। **আশিষঃ** তাঁদের বিপ্রদত্ত আশীর্বাদ বা দীর্ঘতর মনোরথ সত্যাঃ—সফল হল, আর আমাদের বিফল হল। ব্রজস্পতেঃ—কৃষ্ণের। **অপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্**—কটাক্ষে উৎকৃষ্ট রস ব্যঞ্জিকা কলা সঞ্জাত হচ্ছে যে হাসিতে উহাই উৎকলিত স্মিত, যা রহস্য-ইঙ্গিতবাহী, ইহা **আসবঃ**—মাদকদ্রব্য স্বরূপ, এরূপ মুখ **পাস্যন্তি**—নিজ কটাক্ষ রসনায় আস্বাদন করবে মথুরা-নারীগণ। কুলধর্মলজ্জাভয়াদি সহাসাই ত্যাগ করে এর ইঙ্গিত অঙ্গীকার করবে। অতঃপর সমুচিত সময়ে সম্যক্ প্রকারে অন্যজনের অলক্ষিতে সহরের ভিতরে প্রবেশ করে যাওয়া এর মুখখানিও সাক্ষাৎ আস্বাদন করবে।। বিং ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাঃ** ভ্রমন্ সর্ব্বং বিস্মরন্। অন্যৈস্তৈঃ। পরবান্ গৃহীতচিত্তত্বাদেব তৎপরাধীনঃ সন্নিত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব—'মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেষ্যতি নাগর-স্ত্রী কলালাপ-মধু শ্রোত্রেণ পাস্যতি। বিলাসিবাক্যপানেষু নাগরীণাং কৃতাস্পদম্। চিত্তমস্য কথং ভূয়ো গ্রাম্যগোপীষু যাস্যতি॥ ভাবগর্ভস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ। নাগরীণামতীবৈতৎ কটাক্ষেক্ষিতমেব চ॥ গ্রাম্যো হরিরয়ং তাসাং বিলাস-নিগড়ৈর্যতঃ। ভবতীনাং পুনঃ পার্শ্বং কয়া যুক্ত্যা সমেষ্যতি॥' ইতি পরবান্ গৃহীতচিত্তত্বাদেব তৎপরাধীনঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥জীং ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব বৈং তোং টীকানুবাদঃ ভ্রমন্**—মুকুন্দ সব কিছু ভুলে গেলে (ফিরে আসবেন কি করে?) —[স্বামিপাদ—**পরবান্** পিতাদি-পরতন্ত্র হয়েও ভুলে গেল।] অথবা, পরবান্ মথুরা-যোষিৎদের দ্বারা গৃহীত-চিত্ত হওয়া হেতু তাদের পরাধীন হয়ে সব ভুলে গেল। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে সেইরূপই আছে, যথা—মথুরা গিয়ে গোবিন্দ কি করে এই গোকুলে ফিরে আসবে? নগর-

অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে
দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং
দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥২৫॥

২৫। **অন্বয়ঃ** অদ্য তত্র শ্রীরমণং (লক্ষ্মাঃ আনন্দপ্রদং) গুণাস্পদম্ দেবকীসুতং দ্রক্ষ্যন্তি তেষাং দাশার্হভোজান্ধক সাত্বতাং দৃশঃ (নয়নস্য) ধ্রুবং উৎসবঃ (মহান্ আনন্দ ভবিষ্যতি) যে চ [জনাঃ] অধ্বনি তং দ্রক্ষ্যন্তি [তেষামপি ধ্রুবং দৃশঃ উৎসবঃ ভবিষ্যতীতি পূর্বেণান্বয়ঃ]।

২৫। **মূলানুবাদঃ** অহো ব্রজজনদের আনন্দ আজ পুরজনেরা লাভ করবে, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন—

অদ্য ঐ মথুরার দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক ও সাত্বত যে সকল জন, এবং তৎকালের মথুরা পথের পথিক ও পথবাসী যে সকলজন শ্রীলক্ষ্মীরমণ গুণাস্পদ কৃষ্ণকে দর্শন করবে তাঁদের নয়নের পরমানন্দ হবে নিশ্চয়।

স্ত্রীদের কলা-আলাপ-মধু কর্ণদ্বারে আস্বাদন করবে—বিলাসিবাক্য পান করতে থাকলে এঁর চিত্ত নাগরীদের সম্পদ্ হয়ে উঠবে। কি করে আর গ্রাম্যগোপীদের কাছে ফিরে আসবে? ঐ নাগরীদের নির্লজ্জ ভাবগর্ভ মধুর হাসি, কথা, বিলাসললিত-গমনভঙ্গী, কটাক্ষনিক্ষেপ,— তাঁদের এই সব বিলাস-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যাবে এই গ্রাম্যহরি। তোমাদের পার্শ্বে কোন যুক্তিতে আসবে" ইতি। **পরবাম্** ঐ রমণীদের গৃহীতচিত্ত হওয়া হেতু তাঁদের পরাধীন হয়ে পড়লে কি করে আসবে? ।জী°২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্থ, দ্বিত্রাণি দিনানি তথা ভবতু নাম তথাপ্যস্মৎস্নেহাকৃষ্টঃ পিত্রাদিভিশ্চ পরাবর্তিত আগমিষ্যতীতি চেদ্গো মুগ্ধা, ন জানীথ তত্ত্বং শৃণুতেত্যাহুঃ — তাসাং মধুতোঽপি মঞ্জুভিরতিমধুরৈর্ভাষিতৈর্গৃহীতচিত্ত আকৃষ্টমনাঃ অতএব পরবাংস্তদধীনঃ সন মনস্যপি ধীরোঽপি হে অবলাঃ, তাদৃশকলালাবণ্যবলহীনাঃ কথং গ্রাম্যা অস্মান প্রত্যায়াস্যতি নন্থ তদপি পিত্রাদীন্ লোকধর্ময়োরপি বর্ত্মানুস্মৃত্য বিবেকবলাদায়াস্যত্যেবেত্যতো বিশিংষন্তি—তাসাং সলজ্জস্মিতৈর্বিভ্রমৈর্মদনাবেশসূচকচেষ্টিতৈশ্চ ভ্রমন্ ভ্রান্তিং প্রপ্নবন্ অয়মহো সর্বং বিস্মরিষ্যত্যেবেতি ভাব। বি° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ আচ্ছা দু-তিন দিন সেখানে থাকুন না, থাকলেই বা কি, অতঃপর আমাদের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ও পিত্রাদির দ্বারা প্রত্যাবর্তিত হয়ে এসে যাবে ব্রজে, এরূপ যদি কোনও গোপী বলেন, এরই উত্তরে, অন্য গোপী বলছেন - ওহে মুগ্ধা, তুমি তত্ত্ব জান না, বলি শোন, এই আশয়ে তাসাং ইতি। **মধুরমঞ্জুভাষিতৈঃ** মধু থেকেও 'মঞ্জু' অতি মধুর কথার দ্বারা **গৃহীতচিত্ত**—আকৃষ্টমনা, **অতএব পরবান্**—তাদের অধীন থাকায় **মনস্যপি**—ধীর হয়েও কি করে আমাদের নিকট ফিরে আসবে? **হে অবলা**, তাদৃশ কলা-লাবণ্য-বলহীনা গ্রাম্য আমাদের মনে কেন বৃথা বিশ্বাস

উৎপাদন করছো ? পূর্বপক্ষ গোপী বলছেন, তা হলেও পিত্রাদিকে ও লোকধর্মের পথ স্মরণ করে বিবেক বলে এসে যাবে ঠিকই, অতএব বিশ্বাস কর—এরই উত্তরে অন্য গোপী বলছেন, **সলজ্জস্মিত-বিভ্রান্মভ্রমন্**—তাঁদের সলজ্জস্মিত 'বিভ্রমৈঃ' মদন-আবেশসূচক চেষ্টাদ্বারা 'ভ্রমন্' ভ্রান্তি অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে এই গ্রাম্যনারী সকলকে হায় হায় ভুলে যাবে এরূপ ভাব ।বি° ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** গুণানাং গুণজাতীনাং সর্ব্বাস্পদমাশ্রয়ম্, যদাশ্রয়েণৈব তে সিধ্যন্তি তমিত্যর্থঃ। কিং বহুনা, সর্ব্বগুণসম্পত্তিহেতু বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রিয়ং লক্ষ্মীমপি রময়িতুং জাতরতিং কর্ত্তুং শীলং যস্য তমিতি প্রৌঢ়িবাক্যম্। দেবকীসুতমিতি 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য' (শ্রীভা ১০।৮।১৪) ইত্যাদি তৎপুরোহিতবাক্যেন, স চ সা চ তৎপুত্রত্বমেবাভিমংস্যত ইতি যদ্বা, দেবকী শ্রীযশোদেতি পূর্বমেবোক্তম্। যে চাধ্বনি বর্ত্তমানাঃ পথিকাস্তদ্বাসিনোঽপি লোকাঃ। তথা চ তত্রৈব – 'ধন্যাস্তে পথি যে কৃষ্ণমিতো যান্তমবারিতাঃ। উদ্বহিষ্যন্তি পশ্যন্তঃ স্বদেহং পুলকাচিতম্॥ মথুরানগরীপৌরনয়নানাং মহোৎসবঃ। গোবিন্দাবয়বৈর্দৃষ্টৈরতীবাদ্য ভবিষ্যতি॥ কো নু স্বপ্নঃ স্বভাগ্যাভির্দৃষ্টস্তাভিরধোক্ষজঃ। বিস্তারিতাস্তনয়না যা দ্রক্ষ্যন্ত্যনিবারিতাঃ॥ ইতি॥ জী° ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** গুণাস্পদম্— সকলপ্রকার গুণের আশ্রয়, যাঁকে আশ্রয় করেই এই গুণসকল দীপ্তি বিশিষ্ট হয়, সেই কৃষ্ণকে (দর্শন করবেন যারা), আর বেশী বলার কি আছে, **শ্রীরমণং**— সর্বগুণসম্পত্তিমন্ত হেতু বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীকেও 'রময়িতুম্' জাতরতি-করণ-স্বভাব বিশিষ্ট কৃষ্ণ – ইহা গোপীদের প্রৌঢ়িবাক্য (অহেতুতে হেতুত্ব কল্পনা)। **দেবকীসুতম্**— কৃষ্ণের নামকরণ সময়ে শ্রীগর্গমুনি বললেন— 'হে নন্দ তোমার এই পুত্র কোনও সময়ে বসুদেব পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাই তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ তাঁকে 'বাসুদেব' নামে অভিহিত করে থাকেন।" (শ্রীভা ১০।৮।১৪)। —এই পুরোহিত বাক্যে বিশ্বাস হেতু তাঁদের পুত্রকে নন্দ যশোদা 'বসুদেব'-পুত্ররূপেও অনুমোদন করেছেন। অথবা, যশোদার আর একটি নাম দেবকী, ইহা পূর্বে বহুস্থানে বলা হয়েছে। **দ্রক্ষ্যন্তি যে চ অধ্বনি**—মথুরার পথের মধ্যে তৎকালে বর্তমান পথিক ও পথবাসী জনদের মধ্যে যাঁরা কৃষ্ণকে দর্শন করবে ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে — "ধন্য মথুরা পথ-জন যাঁরা কৃষ্ণকে এই পথে সচ্ছন্দে দর্শন করত পুলকাঞ্চিত দেহ ধারণ করবে। মথুরাপুরির নাগরীদের ও তৎপতিদের নয়নের আজ মহোৎসব। গোবিন্দ-অঙ্গ দর্শনে তাঁরা আজ আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠবে – ওহে সখীগণ একি আমাদের স্বপ্ন, অত্যন্ত দুর্ভাগা আমাদের নয়নমণি- কৃষ্ণকে আকর্ণবিস্তৃত নয়নে সচ্ছন্দে তাঁরা দেখবে।" ।।জী° ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ, ব্রজস্থানামানন্দং পুরস্থাঃ প্রাপ্স্যন্তীত্যাহুঃ – অদ্যেতি। দৃশ ইতি জাত্যৈকবচনম্। দাশার্হদীনাং দৃশাং মহোৎসবো ভবিষ্যতি যে চাধ্বনি দ্রক্ষ্যন্তি তেষামপি দৃশাম্। আত্মনেপদমার্ষম্। যদ্বা দৃশ ইতি দ্বিতীয়া। তেষাং দৃশো দৃষ্টীর্মহোৎসবো ভবিষ্যতে প্রাপ্স্যতি প্রাপ্যার্থকোঽয়ং ভবতিরাত্মনেপদী॥ বি° ২৫॥

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূ-
দক্রূর ইত্যেতদতীবদারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥২৬॥

২৬। **অন্বয়ঃ** [অক্রূরং শপন্ত্যা আহুঃ] এতদ্বিধস্য অকরুণস্য অক্রূর ইতি এতৎ নাম ন অভূৎ। অতীব দারুণঃ যঃ অসৌ সুদুঃখিতম্ জনম্ অনাশ্বাস্য প্রিয়াৎ (প্রাণাদপি) প্রিয়ং অধ্বনঃ পারম্ (অতিদূরদেশং) নেষ্যতি।

২৬। **মূলানুবাদ:** অক্রূরকে শাপ দিতে দিতে বলছেন—

যে ব্যক্তি এরূপ নির্দয়, তার অক্রূর [ন+ক্রূর] নাম শোভা পায় না। কারণ অতীব নিষ্ঠুর এ ব্যক্তি আমাদের মতো অতি দুঃখিত জনদের কোনও রূপ আশ্বাস দান না করেই তাদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণকে অগম্য দূরদেশে নিয়ে যাচ্ছে।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ব্রজজনদের আনন্দ আজ পুরজনেরা লাভ করবে। এই আশয়ে অদ্যেতি। **দৃশঃ**—[বহুবচন প্রয়োগ] নয়ন সকল—পথিক ও পুরজন সকলের নয়নই জাতীতে এক বলে একসঙ্গে বহুবচনে 'দৃশঃ' পদের ব্যবহার হল। **দাশার্হ ইতি**—পুরের দাশার্হ প্রভৃতির নয়নের মহোৎসব হবে। আর যাঁরা পথে দেখবে তাঁদেরও নয়নের মহোৎসব হবে। অথবা, 'দৃশঃ' দ্বিতীয়ার বহুবচন ধরে অর্থ হবে পুরজন ও পথ-জন সকলেরই দৃষ্টিমহোৎসব হবে। বি° ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ইতি-শব্দেনৈব এতদিত্যস্যার্থস্যোক্তত্বাৎ ইত্যেতদিতি তৈর্ন লিখিতম্। যদ্বা, ইত্যেতৎ ইত্যেবমিত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাদেগাবলীবর্দ-ন্যায়েন ন পৌনরুক্ত্যদোষো জ্ঞেয়ঃ। অতীবদারুণঃ পরমক্রূরঃ; কুতঃ? তদাহুর্য ইতি। অসাবিতি দারুণত্বেনানির্ব্বচনীয়ত্বং সূচিতম্। যদ্বা, অসাবয়মিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষস্থিতোঽপীতি অনাশ্বাস্য পুনরেষ ময়া সমানীয় যুষ্মাসু সমর্পণীয় ইতি বচসাপি। জনমিতি সামান্যেনোক্তেস্তন্মাত্রস্যাপ্যাশ্বাস উচিতঃ, কিমুতাবলারূপস্যেত্যর্থঃ। অতোঽচিরাদস্মিন্ স্ত্রী বধো ভাবীতি সু-শব্দাভিপ্রায়ঃ। অতোঽতীব ক্রূর এব। তথা চ তত্রৈব—'কিং ন বেত্তি নৃশংসোঽয়মনুরাগ-পরং জনম্। যেনেয়মক্ষ্ণোরাহ্লাদং নয়ত্যন্যত্র নো হরিম্॥' ইতি। অতঃ পরমস্য অক্রূর ইত্যেব নাম যুক্তমিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, অক্রূর ইতি নাম মা ভূদেব ইত্যেবমেতৎপ্রকারমন্যন্নামাপি মাভূদিত্যর্থঃ॥ জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ:** 'ইতি' শব্দের দ্বারাই 'এতদ্' পদের অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় মূলের 'ইতি এতদ্' পুনরুক্তি শ্রীস্বামিপাদ তাঁর টীকায় ধরেন নি। তিনি শুধু 'ইতি' শব্দেরই অর্থ করেছেন 'এরূপ শোভন' নাম। অথবা, ইত্যেতৎ—'ইতি এবং' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায় বলে

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবঞ্চ নোহদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥২৭॥

২৭। **অন্বয়ঃ** আনর্দ্রধীঃ (কঠিনা ধীর্যস্য সঃ) এষঃ (কৃষ্ণঃ) রথং সমাস্থিতঃ (রথং অধিরূঢ়ঃ), তং (শ্রীকৃষ্ণং) অনু (পশ্চাৎ) অমী দুর্মদাঃ (দুষ্টাঃ) গোপাঃ চ অনোভিঃ (শকটৈঃ) ত্বরয়ন্তিঃ (গমনে ত্বরাং কুর্বন্তি), স্থবিরৈঃ [এতৎ কৃষ্ণগমনং] উপেক্ষিতং, অদ্য দৈবং চ (দৈবমপি) নঃ (অস্মাকম্) প্রতিকূলং ঈহতে (আচরতি)।

২৭। **মূলানুবাদঃ** অহো অক্রূর এই ব্রজে এসে নিজ ক্রূরতা সর্বত্র সঞ্চারিত করেছে, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন—

আমাদের কাঁদতে দেখেও কঠোরচিত্ত কৃষ্ণ রথের সর্বোপরি কোঠায় উঠে গেলেন, তাঁর পিছনে পিছনে দুষ্টমতিতায় শ্রীদামাদি গোপগণ শকট নিয়ে ত্বরান্বিত হচ্ছে, আর বৃদ্ধ সকলও এই গমনে বাধা দিচ্ছেন না। অহো আজ দৈবও আমাদের প্রতিকূল আচরণ করছে।

'গো-বলিবর্দ'। ন্যায়ে ইহা পুনরুক্তি নয়, দোষ হয় না বুঝতে হবে। **অতীবদারুণঃ**—পরমক্রূর। কেন? তাই বলা হচ্ছে যঃ ইতি। **যঃ আসৌ**—ঐ যে, এইরূপে 'ঐ' শব্দে অক্রূরকে নির্দেশ করাতে সূচিত হচ্ছে, অক্রূরের ক্রূরতার অনির্বচনীয়তা। অথবা, এই সম্মুখের অক্রূর, প্রত্যক্ষ অবস্থিত থেকেও **অনাশ্বাস্য**—সান্ত্বনা না দিয়ে, যথা—পুনরায় এঁকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে সমর্পণ করা হবে, এরূপ মুখেও একবার না বলে নিয়ে গেলেন। **সুদুঃখিত জনম্**—জনকে, ইহা সামান্যভাবের উক্তি, এতে বুঝা যাচ্ছে, যে কোন ব্যক্তিকেই আশ্বাস দেওয়া উচিত, অবলা আমাদের কথা আর বলবার কি আছে? এই-যে কিছু না বলে নিয়ে যাচ্ছে এতে শিঘ্রই স্ত্রীবধ হবে, তাই দুঃখিত শব্দের আগে 'সু' শব্দ দেওয়া হল। এতএব অতীব ক্রূরই। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপই আছে, যথা—"এই নৃশংস ব্যক্তি অনুরাগপর জনকে কি চিনতে পারে না? আমাদের এই চক্ষুর আহ্লাদ হরিকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে।" অতএব পরমক্রূরের ক্রূর নাম যুক্তিযুক্তই, এরূপ ভাব। [আর যা কিছু শ্রীধর] অথবা, এরূপ নাম এ ব্যক্তির কিছুতেই হওয়া উচিত নয়। এ প্রকার অন্য কোন নামও না হোক, এরূপ অর্থ। জী°২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ অক্রূরং শপন্ত্যা আহুঃ- এতদ্বিধস্য এতাদৃশস্য। যদ্বা, এষা বিধা বিধানং কর্ম যস্য, অতএব নিষ্করুণস্য অক্রূর ইত্যেতন্নাম মাভূৎ ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুরতীবেতি তস্মাদতঃ পরময়ং ক্রূর ইতি নাম্না অভিধেয় ইতি ভাবঃ। পুনরেষ ময়া সমানীয় যুষ্মাসু সমর্পণীয় ইতি বচসাপি জনং ব্রজস্থমেকমপি জনমানাশ্বাস্য সুদুঃখিতমিতি সুশব্দেন মরিষ্যতাং ব্রজজনানাং বধপাতকময়মেব প্রাপ্স্যতীতি দ্যোতিতম্। প্রিয়াৎ প্রাণাদপি প্রিয়ং কৃষ্ণং অধ্বনোঽস্মদগম্যস্য পারং দূরদেশমিত্যর্থঃ।বি°২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অক্রূরকে শাপ দিতে দিতে বলছেন, এতদ্বিধস্য—[এতৎ+বিধস্য] এতাদৃশ জনের, বা এইরূপ 'বিধা' কর্ম যার, **অকরুণস্য**—সে তো নিষ্করুণ, এই নিষ্করুণ জনের 'অক্রূর' 'ক্রূর নয়' নাম হওয়া সমীচীন নয়। এ বিষয়ে হেতু এ **অতীব দারুণঃ**—অতীব ক্রূর। সুতরাং অতঃপর একে 'ক্রূর' নামেই ডাকা উচিত হবে, এরূপ ভাব। পুনরায় কৃষ্ণকে আমি ফিরিয়ে এনে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব, এরূপ মুখেও **জনং**—ব্রজস্থ একজনকেও আশ্বাস না দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিরূপ জনকে **সুদুঃখিতম্**—সুদুঃখিত জনকে, এই 'সু' শব্দের প্রয়োগে এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে: মৃতপ্রায় ব্রজজনদের বধপাতকের দোষভাগী এই অক্রূরই হবে। **প্রিয়াৎ প্রিয়ং**—প্রাণ থেকে প্রিয় কৃষ্ণকে **পারমধ্বনঃ**—আমাদের অগম্য 'পারং' দূরদেশে নিয়ে যাচ্ছে, এরূপ অর্থ। বি°২৬॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অহো কংসদূতোঽয়ং ক্রূর এব, পরমকৃপাকোমলচিত্তঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপ্যস্মান্ প্রতি পরমকঠিনোঽভূদিতি পরমার্ত্ত্যাহুঃ—অনার্দ্রধীরিতি। যতো রথং সম্যগবস্থিত উপরি নীড়মারূঢ়ঃ। তং রথমনু পশ্চাৎ। কিংবা শ্রীকৃষ্ণমনুবর্ত্তন্তে যে, তেঽমী গোপাঃ শ্রীদামাদয়ঃ। অনোভিঃ কৃত্বা শীঘ্রং শকটযোজনাদিনা। যদ্বা, তৈঃ সহ বর্ত্তমানাস্তান্যারূঢ়া ইত্যর্থঃ। ত্বরয়ন্তি গমনে ত্বরাং কুর্ব্বন্তি। যদ্বা, তমেবানু অনুক্ষণং গন্তুং ত্বরয়ন্তি, যতো দুর্ম্মদা মহামত্তাঃ, অন্যথা বিচারসম্ভবাৎ।জী°২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অহো, এই কংসদূত তো ক্রূরই হবে, কিন্তু আজ পরমকৃপাকোমল চিত্ত শ্রীনন্দনন্দনও আমাদের প্রতি পরমকঠিন হলো যে, এই আশয়ে পরম আর্তা গোপীরা বলছেন, অনার্দ্রধী ইতি। 'অনার্দ্রধী' কঠোর চিত্ত। কঠোর চিত্ত বলছেন কেন? বলছি এ জন্যে যে **সম্মাস্থিত**—[সাম্যক+অবস্থিত] রথের সর্বোর্ধ্ব কুঠরীতে উঠে বসল (আমাদের কিছু না বলেই)। **তমন্বয়ী**—[তং+অনু+অমী] 'তং' রথের 'অনু' পশ্চাৎ। কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের পিছে পিছে চলতে লাগলেন দামাদি গোপবালকগণ—**অনোভিঃ**—গরুর গাড়ী করে **ত্বরয়ন্তি**—তাড়াতাড়ি গাড়ী যোজনাদি করত। অথবা, ঐ দামাদির সহিত বর্তমান গাড়ীতে উঠে। **ত্বরয়ন্তি**—গমনে ত্বরা করলেন। বা 'ত্বরয়ন্তি' 'তং' কৃষ্ণকে 'অনু' অনুক্ষণ বার বার যেতে তাড়া দিতে লাগলেন ঐ বালকগণ। কারণ তাঁরা **দুর্ম্মদা**—মহামত্ত, নতুবা বিচার সম্ভব হত। জী°২৬॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অহো অত্রাগত্যাক্রূরেণ স্বক্রূরতা সর্বত্রৈব সঞ্চারিতেত্যাহুঃ—অনার্দ্রধীরস্মান্ রুদতীর্দৃষ্ট্বাপি এব কৃষ্ণঃ অনোভিঃ সহিতা গোপা দুর্ম্মদা ইত্যেষামহো দুষ্টা মত্ততৈবাজনিষ্ট অত্রানাগমিষ্যতঃ কৃষ্ণস্য বিরহেণ স্বয়ং যন্মরিষ্যন্তি তদপি নানুসন্দধতে ইতি ভাবঃ। স্থবিরৈর্বৃদ্ধৈরপি নিষেধমকুর্বান্তিরুপেক্ষিতং স্বজীবিতমিতি শেষঃ। কিঞ্চ দৈবতঞ্চেতি। অয়ং ভাবঃ—যদি দৈবযস্মাকমনুকূলমভবিষ্যত্তদা বিঘ্নৈঃ কিঞ্চিদেষামুপদ্রবমুদপাদয়িষ্যতেতি তস্মাদায়ুরেব ব্রজস্থানামতঃ পরং নাস্তীতি নিশ্চিনুম ইতি ভাবঃ॥ বি° ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অহো অক্রূর এই ব্রজে এসে নিজ ক্রূরতা সর্বত্রই সঞ্চারিত করেছে, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন—

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্-
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্ ॥২৮॥

২৮। **অন্বয় ঃ** [বয়ং] মাধবং সমুপেত্য (সমীপং গত্বা) নিবারয়ামঃ, নিমেষার্দ্ধদুস্ত্যজাৎ মুকুন্দ সঙ্গাৎ দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাং নঃ (অস্মাকম্) কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ কিং অকরিষ্যন্ (কিং করিষ্যন্তি)।

২৮। **মূলানুবাদ ঃ** আমরা লজ্জাদিতে জলাঞ্জলী দিয়ে সাহসে ভর করে মাধবের নিকট গিয়ে তাঁকে হস্ত ধারণ করত গমন থেকে নিবৃত্ত করব।

যাঁর নিমেষার্ধকালের বিচ্ছেদ দুস্ত্যাজ্যরূপে পূর্বেই আমাদের দ্বারা অনুভূত সেই মুকুন্দের সঙ্গ থেকে আমরা দৈববশেই বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হচ্ছি, অতএব এই দীনচিত্তা আমাদের কুলবৃদ্ধগণ আর কি করবে ?

অনার্দ্রধী—কঠোর চিত্ত। —কারণ আমাদের কাঁদতে দেখেও রথের উপরে উঠে বসল ; **এষ**—কৃষ্ণ, **অনোভিঃ**—শকট-সহিত শ্রীদামাদি গোপবালকগণ ত্বরান্বিত হল তাই বলা হল, **দুর্মদা**—অহো এদের কি দুষ্টমত্ততা জাত হল, এই ব্রজে ফিরে না-আসা কৃষ্ণের বিরহে নিজেরাই যে মরে যাবে তারও হুস নেই, এরূপ ভাব। **স্থবিরৈঃ উপেক্ষিতং** - অহো বৃদ্ধগোপগণ যেতে নিষেধ করছেন না, নিজেদের জীবন কৃষ্ণকে উপেক্ষা করছেন। আরও দৈবই আজ আমাদের প্রতিকূল— এ কথার ভাব—যদি দৈব আমাদেদ অনুকূল হত, তা হলে বিঘ্নের দ্বারা এই ব্যাপারে কিছু একটা উপদ্রব উৎপাদন করতেন। সুতরাং অতঃপর ব্রজজনদের আয়ুও আর অবশেষ রইল না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছি, এরূপ ভাব।বি০২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা ঃ** সোঽয়মস্মাভির্বাল্যমারভ্যানন্যবৃত্তিনা মনসা বৃত ইতি স চাপ্যস্মাংস্তথৈবাঙ্গীকৃতবানিতি পতিরেব স্যাৎ। ততঃ সম্প্রত্যস্মান্ পরিত্যজ্য ব্রজন্নসৌ কথং নিবারণীয়ঃ ? কস্য বা তু সঙ্কোচ ইত্যাশয়েনাহুঃ নিবারয়াম ইতি। সম্যক্ লজ্জাদিকমপহায় সাহসমালম্ব্য উপ সমীপ গত্বা শ্রীহস্তধারণ দিনা মাধবং নিবারয়ামঃ শীঘ্রমেব নিরারয়িষ্যামঃ। নন্বু পিত্রাদ্যনুমতিং বিনা কথং স্বাতন্ত্র্যেণ বৃতোঽসৌ ? তত্রাপ্যাহুঃ—মাধবমিতি। নূনং লক্ষ্ম্যাপি নিগূঢ়ময়ং বৃতোঽস্তীতি সদাচার-প্রশ্নেনায়ং দোষ ইতি ভাবঃ ; স্থাপয়িষ্যতে চেদং 'এবং ব্রুবণাঃ' ইত্যাদৌ। নন্বু কুলবৃদ্ধাদয়স্ত্বিদমৌদ্ধত্যং দৃষ্ট্বা শাস্তিং করিষ্যন্তি, তত্রাহুঃ—কিম্ ইতি। কুলস্য বৃদ্ধা ধর্মপ্রবর্ত্তকাঃ, বান্ধবাঃ স্নেহাদিবদ্ধাঃ পত্যাদয়শ্চ ধার্ষ্ট্যদর্শনেন নিশ্চিত-রহস্য-বৃত্তান্ত অপি নোঽস্মাকং কিং করিষ্যন্তি ? যতো দৈবেনাপরি-হার্য্যেণ নিজাদৃষ্টেন হেতুনা যো মুকুন্দসঙ্গস্তৎপ্রথমদর্শনাদিস্তেনৈব বিধ্বংসিতানি দেহগেহাদ্যাসক্তিতো

বিচালিতানি, তথা যথা-মনোরথং তদপ্রাপ্ত্যা দীনানি চ চেতাংসি যাসাং তাসাম্। নন্বতো দৈবেন তদ্বিযোজনমধুনা ভদ্রমেব কৃতং, তর্হ্যধুনাপি তৎসঙ্গাগ্রহস্ত্যজ্যতাং, তত্র সভয়মাহুঃ—নিমেষেতি। যদ্বা, যুষ্মাকং তে কিঞ্চিদপি ন করিষ্যন্তি, তত্রাহুঃ — মুকুন্দেতি। মুকুন্দস্য সানুরাগেণ কুলবৃদ্ধা দেব্যো মোচকত্বাত্তন্নাম্নস্তস্য মাধবস্য সঙ্গাদ্দৈবেন বিধ্বংসিতাঃ, অতএব দীনচেতসো যাস্তাসামস্মাকম্, কীদৃশান্মুকুন্দ সঙ্গাৎ? নিমিষার্দ্ধেঽপি দুস্ত্যজত্বেন পূর্বমস্মাভিরনুভূতাদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ— যদ্যসৌ নিবৃত্তঃ স্যাত্তদা, যদি তৈস্ত্যাজ্যেমহি তদা বনদেব্য ইব বৃন্দাবনৈকশরণা ভূত্বা তং সুখমেব নিষেবেমহি; যদি দণ্ড্যেমহি নিরুধ্যেমহি চ, তদাপি তন্নিবৃত্তিং দৃষ্ট্বৈব ম্রিয়েমহীতি সুখমেব; যদি ন নিবৃত্তঃ স্যাত্তদোৎসর্গসিদ্ধমেব মরণং স্যাদিতি ন কিমপি তে কুর্য্যুস্ততো নিবারয়ামৈবেতি॥ জী° ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ:** এজন সেই, যাকে আমরা বাল্যকাল থেকে অনন্য-ভাবে মনে মনে বরণ করেছি· সেও আমাদিকে সেইভাবেই অঙ্গীকার করেছে, এইরূপে পতিই হল নিশ্চয়, এ-তো অতঃপর এখন আমাদের পরিত্যাগ করত চলে যাচ্ছে, কি করে নিবারণ করা যায়? কারই বা সঙ্কোচ, এই আশয়ে বলছেন গোপীরা—নিবারয়াম ইতি। **সম্যুপেত্য**—[সম্যক্+উপ+এত্য] লজ্জাদি ত্যাগ করত সাহস অবলম্বন করে 'উপ এত্য' নিকটে গিয়ে শ্রীহস্তধারণাদি দ্বারা 'নি+বারয়াম' শীঘ্র নিবারণ করব। যদি বল, পিতামাতা প্রভৃতির অনুমতি বিনা কি করে স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে তাঁকে বরণ করলে? গোপীরা এরই উত্তর দিলেন, **মাধব ইতি**—কৃষ্ণকে 'মাধব' নামে অভিহিত করে। এর ধ্বনি, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও অতি গোপনেই একে বরণ করেছেন, কাজেই ইহা সদাচার সম্মতই, তোমার প্রশ্নই দোষযুক্ত। এরূপ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ইহা শ্রীশুকদেব পরবর্তী ৩১ শ্লোকে স্থাপনও করেছেন 'এবং ব্রুবাণা' শ্লোকে। আচ্ছা বেশ তো, তবে কুলবৃদ্ধ প্রভৃতি গোপগণতো তোমাদের এই ঔদ্ধত্য দেখে শাস্তি দিবে, এরই উত্তরে, **কিংনোঽকরিষ্যন্**—তাঁরা আমাদের করবেনটা কি? **কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ**—কুলের 'বৃদ্ধ' ধর্মপ্রবর্তকগণ। 'বান্ধবা' স্নেহডোরেবদ্ধজনেরা ও পত্যাদি আমাদের ধৃষ্টতা দেখে রহস্য বৃত্যান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই বা আমাদের করবেটা কি? কারণ **দৈবেন**— অপরিহার্য নিজ অদৃষ্ট হেতু **মুকুন্দসঙ্গাৎ** - প্রথমদর্শনাদিরূপ যে মুকুন্দসঙ্গ তার দ্বারাই **বিধ্বংসিত**—দেহগেহাদি আসক্তি থেকে বিচালিতা আমরা, তথা যথেচ্ছা তাকে পাওয়ার অভাবে **দীনচেতসাম্**—দীন চিত্ত মৃতপ্রায় আমরা—এই আমাদের কি করতে পারে কুলবৃদ্ধাদি। যদি বল, দৈবকৃত সেই দেহগেহাদি-আসক্তি বিমোচন তো অধুনা মঙ্গলরূপেই দেখা দিচ্ছে, কাজেই অধুনাও সেই কৃষ্ণের সঙ্গ-আসক্তি ত্যাগ করে দেও, এরই উত্তরে, সভয়ে বললেন মুকুন্দ ইতি — শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ আমাদের মুহূর্তকালও দুস্ত্যজ্য।

অথবা, তোমাদের তাঁরা কিঞ্চিৎমাত্রও কিছু করবে না। এই আশয়ে গোপীরা বলছেন **মুকুন্দ ইতি** — মুকুন্দের সানুরাগে কুলবৃদ্ধা দেবীগণ মুক্তিদাতা-গুণবিশিষ্ট হওয়া হেতু কিছু করবে না। এই মুকুন্দের নাম মাধব, এর সঙ্গ থেকে দৈববশতঃ বিচ্ছেদ প্রাপ্তা হয়েছি। অতএব দীনচিত্তা

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্ ।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥২৯॥

২৯। **অন্বয়ঃ** [হে] গোপ্যঃ! যস্য অনুরাগ-ললিতস্মিত-বল্গুমন্ত্র লীলাবলোক-পরিরম্ভণঞ্চ [এতানি যস্যাং তস্যাং] রাসগোষ্ঠ্যাম্ নঃ (অস্মাভিঃ) ক্ষণদাঃ (রাত্রয়ঃ) ক্ষণমিব নীতাঃ স্ম, তং (কৃষ্ণং) বিনা দুরন্তং তমঃ নু (নিশ্চিতং) কথং অতিতরেম অতিক্রান্তাঃ ভবেম)।

২৯। **মূলানুবাদঃ** এ ছাড়া অন্য কারণেও নিবারণ করব, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন—

যাঁর অনুরাগ-মাখা মধুর হাসি প্রভৃতিতে ধ্বনিত রহস্য-সংকেত বার্তায় মুখরিত রাসমণ্ডলিতে আমরা বহু বহু রাত্রিসকল ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত করেছি, সেই কৃষ্ণকে ছাড়া অকূল বিরহান্ধকার-সমুদ্র কি করে পার হব, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

আমাদের কিছুই হবে না। কিদৃশ মুকুন্দ-সঙ্গ থেকে বিচ্ছেদ প্রাপ্তা? নিমেষার্ধও দুস্ত্যজ্যরূপে পূর্বেই আমাদের দ্বারা অনুভূত যিনি।

এর ভাব - যদি এ যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়, তখন যদি কুলবৃদ্ধাদি আমাদের ত্যাগ করে, তা হলে বনদেবীদের মতো বৃন্দাবনৈক-শরণা হয়ে প্রাণপ্রিয়তমকে সুখেই সেবা করব। যদি দণ্ড দেয়, ঘরে বন্ধ করে রাখে, তা হলেও তাঁর গমন-বিরতি দেখেই মরে যাব, ইহা সুখই হবে। যদি না-গমন-বিরতি হয়, তবে তার সহিত সম্বন্ধ ধ্বংস হয়ে যাবে, মরেই যাব। তারা কিছুই করবার অবসর পাবে না, সুতরাং তাকে নিবারণ করতে তার কাছে যাবোই ॥জী° ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পরস্পরং সংমন্ত্র্য সাহসমধিরূঢ়াহুঃ—নিবারয়ামঃ। সমাগুপেত্য বস্ত্রহস্তাকর্ষণাদিনা ভোঃ প্রাণৈকবল্লভ, রথাদবতরাবতর তং স্ত্রীবধ-কোটীর্মাগৃহাণেতি বাগ্ভিরপি নিবর্তয়ামঃ। নন্থ, কুলবধূনামস্মাকমেতাবদতিধার্ষ্ট্যং দৃষ্ট্বা লোকা হসিষ্যন্তি রহস্যমুদ্ঘাটিতমালক্ষ্য বন্ধবোঽপি তাক্ষ্যন্তি তত্রাহুঃ—কিং নো করিষ্যন্ করিষ্যন্তি। কীদৃশানাং নিমিষার্দ্ধমপি ব্যাপ্য ত্যক্তুমশকাত্বাৎ মুকুন্দস্য সঙ্গা-দ্দৈবেন বিধ্বংসিতা বিযোজিতা অতএব দীনচেতসশ্চ যাস্তাসামস্মাকম্। অয়ং ভাবঃ— যদ্যসৌ নিবৃত্তঃ স্যাত্তদা যদি বন্ধুভিস্ত্যজ্যেমহি তদা বনদেব্য ইব বৃন্দাবনে স্থাস্যাম ইত্যভীষ্টসিদ্ধিরেব ; যদি বা দণ্ড্যেমহি রুদ্ধেমহি বা তদাপ্যেকগ্রামস্থিতিজ্ঞানেন সখীজনচাতুর্য প্রাপিতৈতন্নির্মাল্যচর্বিতাদিনা চ সুখমেব জীবামঃ, যদি চাসৌ নৈব নিবৃত্তঃ স্যাত্তদোৎসর্গসিদ্ধং মরণমস্মাকমস্ত্যেবেতি ॥ বি°২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পরস্পর সাম্যক্রূপে মন্ত্রণা করত সাহসের চরম অবস্থায় গিয়ে বললেন—নিবারণ করব। একেবারে নিকটে গিয়ে বস্ত্র-হস্ত আকর্ষণাদি দ্বারা নিবারণ করব। বাক্যের দ্বারাও নিবারণ করব, বলব, ও হে প্রাণের বল্লভ, রথ থেকে নাম নাম, তুমি কোটী কোটী

স্ত্রীবধভাগী হয়ো না। পূর্বপক্ষ, যদি এরূপ প্রশ্ন উঠে, কুলবধূ আমাদের এতদূর ধৃষ্টতা দেখে লোকে হাসবে, রহস্য উৎঘাটিত হল, লক্ষ্য করে বন্ধুগণও ত্যাগ করবে, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় গোপীগণ বলছেন—তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না - কিরূপ আমাদের? **মুকুন্দসঙ্গাৎ ইতি**—মুকুন্দসঙ্গ থেকে দৈববশতঃ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত অতএব দীনচিত্ত আমাদের। এর ভাব—যদি আমাদের প্রাণনাথ মথুরা যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়, আর তখন যদি বন্ধুগণের দ্বারা ত্যক্ত হই, তা হলে বনদেবীদের মতো বৃন্দাবনে পড়ে থাকব, এইরূপেই অভীষ্টসিদ্ধি হবে। যদি বা দণ্ডিত করে, বা ঘরে বন্ধ করে রাখে, তা হলেও একগ্রামে বাস জ্ঞানে এবং সখীজনের চাতুর্যে প্রাপ্ত তার নির্মাল্য, চর্বিত তাম্বুলাদির দ্বারা সুখেই বাচবো — যদি প্রিয়তম নিবৃত্ত না হয়, তবেতো সম্বন্ধ ধ্বংসে মরণ তো আমাদের হাতেই আছে। বি° ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ নিবারণার্থমুদ্যতা অপি বহুবিরুদ্ধসংঘট্টে তস্মিন্ স্বেষাং প্রবেশমদৃষ্টা সভয়মাহুঃ—যস্যেতি। রাসোপলক্ষণত্বেন লীলান্তরমপি জ্ঞেয়ম্। বল্গুমন্ত্রঃ মধুররহস্যসঙ্কেতবার্তা। স্ম বিস্ময়ে। নু বিতর্কে। তরণস্য দুষ্করত্বেনাতিশব্দঃ। যথা রাসক্রীড়াসুখেন বহ্ব্যোঽপি রাত্রয়ঃ ক্ষণ ইব ভবন্তি স্ম, তথা তদ্বিরহদুঃখেন ক্ষণোঽপি যুগশতমিব স্যাদতস্তৎ সহ্যং ন স্যাদিতি ভাবঃ॥ জী°২৯॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর নিবারণের জন্য উদ্যত হয়েও সেই বহু বিরুদ্ধ লোক সংঘট্টে নিজেদের প্রবেশ বিড়ম্বনা দেখে সভয়ে বলছেন, **যস্য ইতি**—যাঁর আলিঙ্গনাদিতে অসংখ্য রাত্রি রাস-সভায় ক্ষণকালের ন্যায় কাটিয়েছি, এখন তার অভাবে দুস্পার বিরহ-দুঃখ কি করে পার হব। —এখানে 'রাস' পদটি উপলক্ষণে প্রয়োগ হয়েছে, এর দ্বারা অন্যলীলাকেও বুঝানো হয়েছে। **বল্গুমন্ত্রঃ**- মধুর রহস্য সঙ্কেত বার্তা। **স্ম** - বিস্ময়ে! **নু**—বিতর্কে। **অতিতরেম**—তরণের দুষ্করতা হেতু 'অতি' শব্দের প্রয়োগ। **ক্ষণমিব ক্ষণদা**- বহুরাত্রি ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত হল - যথা রাসক্রীড়া-সুখে বহুবহু রাত্রিও ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত হল, তথা তদ্বিরহদুঃখ ক্ষণকালও যুগশতের মতো হয়ে যাবে, তাই সহ্য করতে পারব না, এরূপ ভাব। জী°২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ইতোঽপি কারণান্নিবারয়াম এবেত্যাহু—যস্যানুরাগেণৈব ললিতস্মিতাদীনি যস্যাং তত্রৈব বল্গুমন্ত্রঃ রহস্যসঙ্কেতবার্তা। রাস-গোষ্ঠ্যাং রাসোপলক্ষিতক্রীড়ামাত্রসভায়াং নোঽস্মাভিঃ ক্ষণদা রাত্রয়ঃ ক্ষণমিব নীতাঃ তং কৃষ্ণং বিনা দুরন্তং অদৃষ্টপারং তমঃ বিরহান্ধকার দুঃখসমুদ্রং নু নিশ্চিতং কথং অতিতরেম। যথাস্য সঙ্গসুখেন বহ্ব্যোঽপি রাত্রয়ঃ ক্ষণ ইবাভূবংস্তথৈব বিরহ দুঃখেন ক্ষণোঽপ্যস্মাকং যুগসহস্রং সদা ভবত্যেব কিন্তু বহ্বী রাত্রীরাগামিনীর্গময়িতুং কথ প্রভবিষ্যাম ইত্যর্থঃ॥ বি°২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এ ছাড়া অন্য কারণেও নিবারণ করব, এই আশয়ে গোপীরা বলছেন, **যাস্যানুরাগ**— যাঁর অনুরাগমিশ্রিত মধুর হাসি প্রভৃতি ও **বল্গুমন্ত্র** — রহস্যসংকেতবার্তা মুখরিত রাসসভায় **নঃ**—আমরা **ক্ষণদা** বহুবহুরাত্রি সকল ক্ষণকালের মতো **নীতাঃ** অতিবাহিত

যোঽহ্নঃক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো-
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্।
বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষ-নিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥৩০॥

৩০। **অন্বয়ঃ** যঃ অনন্তসখঃ অহ্নক্ষয়ে (দিবাবসানে) খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্ [যস্য সঃ কৃষ্ণঃ] গোপৈঃ পরীতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) বেণুং ক্বণন্ (বাদয়ন্) ব্রজং বিশন্ (প্রবিশন্) স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন চিত্তং ক্ষিণোতি (সম্মোহয়তি) অমুং (কৃষ্ণম্) ঋতে (বিনা) কথং নু (আশঙ্কায়াম্) ভবেম (জীবেম)।

৩০। **মূলানুবাদঃ** আরও, আজই সন্ধ্যাবেলায় মরে যাব, এই আশয়ে বলছেন—দিন অবসানে রামসখা কৃষ্ণ বেণুধ্বনি করতে করতে ব্রজপ্রবেশ কালে আমাদের স্তনাদি অঙ্গে তেরছা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এর দ্বারা আমাদের চিত্ত সম্মোহিত করে। এই প্রাণবল্লভ ছাড়া আমরা বাঁচবো কি করে? মরে যাব।

করেছি সেই কৃষ্ণকে ছাড়া **তমঃ**- বিরহান্ধকার দুঃখসমুদ্র **দুরন্তম্**—যার কুল দেখা যায় না. **নু**—কিছুতেই বুঝতে পারছি না, **কথং অতিতরেম**—কি করে পার হব? **ক্ষণমিব ক্ষণদা**- যথা এই কৃষ্ণের সঙ্গসুখে বহুবহু রাত্রিসকল ক্ষণকালের মতো হয়ে গিয়েছিল, তথা এই বিহদুঃখে ক্ষণকালও আমাদের যুগসহস্র সদা হবে; কিন্তু বহুবহু রাত্রি, এই যা সম্মুখে আসছে তা কাটাব কি করে, এরূপ অর্থ॥ বি° ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অনন্তঃ সঙ্কর্ষণতয়া তদেকনামত্বাৎ, শুভ্রবর্ণত্বেন সাদৃশ্যাদনন্তবলত্বাচ্চ। ব্রজে কৃষ্ণনামান্তরবত্তথা প্রসিদ্ধঃ শ্রীবলদেবস্তস্য সখা, তৎসহিত ইত্যর্থঃ। গোপৈর্বয়স্যৈঃ পরিতো বেষ্টিতঃ, স্মিতং মন্দহাসঃ, কটাক্ষেঽপাঙ্গদর্শনং তৎপ্রধানং নিরীক্ষণং বক্ষোজাদি-নিভালনং, তেন চিত্তং ক্ষিণোতি, প্রেমোদ্রেকেণ সম্মোহয়তি। নু আশঙ্কায়াম্; অতোঽস্য স্বয়মেবাত্রত্যা মরিষ্যাম ইতি ভাবঃ॥ জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **অনন্ত**-এখানে বলরামকে 'অনন্ত' নামে অভিহিত করার কারণ, 'সঙ্কর্ষণ' তত্ত্বের বিচারে বলরামের একটি নাম অনন্ত। বলরামের মতোই শুভ্রবর্ণ অনন্তবলশালী অনন্তদেব। ব্রজে কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন নামের মতোই বলরামের এই অনন্ত নামটি প্রসিদ্ধ। **অনন্তসখঃ**—শ্রীবলদেবের সখা, অর্থাৎ এই বলদেবের সহিত বিরাজমান কৃষ্ণ **গোপৈঃ** শ্রীদামাদি বয়স্যগণের দ্বারা **পরিতো**—পরিবেষ্টিত। **স্মিতঃ**—মন্দহাসি **কটাক্ষ-নিরীক্ষণেন**—'কটাক্ষ' অপাঙ্গ দর্শন অর্থাৎ নয়নকোণে দর্শন—এই কটাক্ষ প্রধান স্তনাদি নিভালন অর্থাৎ দর্শন—তার দ্বারা **চিত্ত ক্ষিণোতি**—প্রেমোদ্রেকে সম্মোহিত করে। তাই **নু**—আশঙ্কা হচ্ছে এই রাস্তায় পড়েই নিজে নিজেই মরে যাব॥ জী°৩০॥

শ্রীশুক উবাচ।
এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩১॥

৩১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—এবং ব্রুবাণাঃ কথয়ন্ত্যঃ ভৃশম্ (অত্যন্তং) বিরহাতুরাঃ কৃষ্ণ-বিষক্ত মানসাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ লজ্জাং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) [হে] গোবিন্দ [হে] দামোদর [হে] মাধব, ইতি সুস্বরং রুরুদুঃ স্ম।

৩১। **মূলানুবাদঃ** এইরূপ বিলাপ করত যখন তাঁরা রথের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন, তখন উরুস্তম্ভাদি বিঘ্নবশতঃ যেতে অসমর্থ হয়ে কাঁদতে লাগলেন, এই আশয়ে শ্রীশুকদেব বলছেন—

এইরূপ বলতে বলতে অতিশয় বিরহাতুরা কৃষ্ণগতচিত্তা ব্রজস্ত্রীগণ লজ্জা ত্যাগ করত 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' বলে উচ্চস্বরে করুণভাবে কাঁদতে লাগলেন।

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কিঞ্চাদ্যৈব সায়ং মরিষ্যাম ইত্যাহুঃ—য ইতি। অহ্নঃ ক্ষয়ে দিনাবসানে অনন্তস্য রামস্য সখা ব্রজং বিশন্ রণয়ন নিরীক্ষণং বক্ষোজাদিনিভালনং তেন চিত্তং ক্ষিণোতি সম্মো-হয়তি। অমুং কৃষ্ণমৃতে কথ ভবেম জীবেমেতি। অদ্য সায়ং তত্তদ্যদি ন ভবিষ্যতি তদা কা খলু জীবিতং ধারয়িতুং পারয়িষ্যতীতি ভাবঃ॥ বি° ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ আরও, আজই সন্ধ্যাকালে মরে যাব, এই আশয়ে বলছেন, য ইতি। **অহ্নঃক্ষয়ে** দিন অবসানে **অনন্তসখঃ** রামের সখা। **বেণুং ক্বনন্, ব্রজংবিশন্**—বেণুধ্বনি সহকারে ব্রজে প্রবেশ করতে করতে **নিরীক্ষনঃ**—স্তনাদি নিরীক্ষণ করেন, এর দ্বারা আমা-দের **চিত্তং ক্ষিণোতি**—চিত্ত সম্মোহিত করেন। **অমুমৃতে**—এই কৃষ্ণছাড়া **কথং ভবেম** (আজ সন্ধ্যায়) কি করে বাঁচব। আজ সন্ধ্যায় যদি এই নিরীক্ষণ প্রাপ্তি না হয়, তবে কি করে জীবনধারণ করতে সক্ষম হব?॥ বি° ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ ভৃশং বিরহাতুরত্বেন বিশেষবিলাপশক্ত্যা শোকোদ্দীপক তন্নামবিশেষৈরেব বিলেপুরিত্যত্রাহ—এবমীদৃশং ভৃশং ব্রুবাণা ইত্যন্যদপি তাদৃশমূচুরিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র হেতুর্বিরহেণাতুরা বিবশাঃ; তত্রাপি হেতুর্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সহজপ্রেমরসময়ত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ; অতএব কৃষ্ণে বিষক্তানি প্রেম্ণা সক্তানি মানসানি যাসাং তাঃ, অতএব লজ্জাং হিত্বা সুস্বরং করুণোচ্চস্বরেণ রুরুদুঃ, স্ম পাদপূরণে। তচ্চ প্রেমার্ত্তেরশক্ত্যা। কথং রুরুদুঃ? হে গোবিন্দ, দামোদর মাধবেত্যেবম্। অত্র গোবিন্দেতি—গোকুলেন্দ্র স্মরণাত্ত্বাং বিনা গোকুলমিদং সর্ব্বং ক্ষণাদেব বিনঙ্ক্ষ্যতীতি সূচয়ন্তি। দামো-দরেতি নাম শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাঃ স্বকৃতানুতাপ স্মারকং, ততস্ত্বাং বিনা তস্যাস্তস্য স্মরণেন সম্প্রতি কীদৃগবস্থা

ভবিষ্যতীতি ব্যঞ্জয়ন্তি। মাধবেতি—'জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজ' (শ্রীভা ১০।৩১।১) ইত্যনেন, 'সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে' (শ্রীভা ১০।৪৭।২০) ইত্যনেন চ নিজসম্ভাবনানুসারেণ তয়া শ্রীনারায়ণপ্রিয়য়াপি গূঢ়ং বৃত ইতি পরমসন্নায়কস্ত্বং যোগ্যমেবাস্মন্মহানুরাগ-বিষয়ো জাত ইতি স্মরণেন হন্ত কথমস্মাকমধুনা কালক্ষেপণং ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়ন্তি। মা-নাম্নীং নারায়ণ প্রিয়ামপি ধুনোতি, ভাববিশেষেণ কম্পয়তীতি নিরুক্তিশ্চাত্র প্রস্তুতোপযোগিনী জ্ঞেয়া। ঈশস্যাপি তব বিচ্ছেদে বয়ং বা কথং জীবেম? মরণে চ হা পুনর্দ্রষ্টব্যো নাসীদিতিধ্বনয়ন্তি। চকারোঽনুক্তানামন্যেষামপি নামময়-করুণ পরিদেবিতানাং সমুচ্চয়ে॥ জীঃ ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অতিশয় বিরহে কাতর হওয়া হেতু বিশেষবিলাপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে শোকোদ্দীপক-কৃষ্ণের নামবিশেষ ধরেই বিলাপ করতে লাগলেন গোপীগণ, এই আশয়ে শ্রীশুকদেব বলছেন—

এবংভৃশংব্রুবানা—ঈদৃশ বিস্তর বলতে বলতে—এতক্ষণ গোপীদের যে সব বিলাপ বিবৃত হল তা ছারাও আরও অনেক তাদৃশ বিলাপবাক্য উক্ত হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। এর হেতু **বিরহাতুরা**—তাঁরা বিরহে বিবশ হয়ে পড়েছিলেন। আরও আছে এক হেতু, এরা যে **ব্রজস্ত্রিয়ঃ**—সহজ প্রেমরসময় বলে জগতে প্রসিদ্ধ। অতএব **কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ**—প্রেমে কৃষ্ণেতে আসক্তচিত্তা। অতএব লজ্জা ত্যাগ করে **সুস্বরং**—করুণ উচ্চস্বরে শুধু কাঁদতে লগলেন 'প্রেমার্তি'তে — আর কথা বলার শক্তি হারিয়ে যাওয়া হেতু। কি বলে কাঁদতে লাগলেন? এরই উত্তরে, **গোবিন্দ দামোদর মাধব ইতি**। গোবিন্দ — এই নামটি উচ্চারিত হল, গোকুল-রাজকে স্মরণ হেতু, এতে সূচিত হল, রাজা বিনা সর্বগোকুল ক্ষণকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হবে, **দামোদর**—একদিন শ্রীব্রজেশ্বরী কৃষ্ণকে দামে উদরে বন্ধন করেছিলেন, সেই দিন থেকে কৃষ্ণের নাম হল দামোদর—এই নামটি তদবধি যশোমার স্বকৃতকর্মের অনুতাপ স্মারক—অতএব হে কৃষ্ণ বুঝে দেখ, তোমা বিনা যশোমার ঐ নামের স্মরণে সম্প্রতি কি অবস্থা হবে। **মাধব**—(শ্রীভা° ১০।৩১।১) শ্লোকে গোপীগণ বলছেন, "হে কৃষ্ণ ব্রজে তোমার আবির্ভাবকাল থেকে লক্ষ্মীদেবী ব্রজধাম অলঙ্কৃত করে বিরাজমান আছেন।" এই শ্লোক প্রমাণে, এবং (শ্রীভা° ১০।৪৭।২০) "লক্ষ্মীদেবী যাঁর সহচরীরূপে বক্ষোদেশে বিরাজমান আছেন, সেই কৃষ্ণের কাছে আমাদের নিয়ে যাবে কেন?" এই সব শ্লোক প্রমাণ হেতু, নিজ সম্ভাবন অনুসারে সেই নারায়ণপ্রিয়াদ্বারাও তুমি গূঢ়ভাবে বৃত। তাই বলছি, পরমসংনায়ক তুমি আমাদের মহানুরাগের যোগ্যবিষয়রূপেই অবির্ভূত হয়েছ, — এইসব কথা মনে পড়ায় হায় হায়, কি করে যে আমাদের সময় কাটছে, তাতো বুঝতেই পারছ, ইহাই ধ্বনি এখানে। [মা+ধব] 'মা' লক্ষ্মীনামক নারায়ণ-প্রিয়াকেও 'ধব' (ধুনোতি) প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় এস্ত-ব্যস্ত করে দিচ্ছ? এইরূপ নিরুক্তিও এখানে প্রস্তুত বিষয়ের উপযোগী, এরূপ বুঝতে হবে। ঈশ্বর হলেও অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান থাকলেও তোমার বিচ্ছেদে আমরা বাঁচব কি করে। মরণেও যে হায় হায় পুনরায় আর দেখতে পাব না, এরূপ ধ্বনি।

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্যথ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥৩২॥

৩২। অন্বয়ঃ অথ সবিতরি (সূর্য্যে) উদিতে [সতি] কৃতমৈত্রাদিকঃ (কৃতং সন্ধ্যোপাসনং তদাদিকং কর্ম যেন সঃ) অক্রূরঃ এবং রুদন্তীনাং স্ত্রীনাং [অনাদৃত্য] রথং চোদয়ামাস (চালয়ামাস)।

৩২। মূলানুবাদঃ অনন্তর শ্রীঅক্রূর সূর্যউদয়ে শুভলগ্নে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম সমাপন পূর্বক রোদনপরা গোপনারীদের অনাদর করেই রামকৃষ্ণকে নিয়ে রথ হাঁকিয়ে দিলেন।

এই সব নামের সঙ্গে আরও অনেক নামময় করুণ বিলাপ করা হয়েছে, যা শ্লোকশেষে ইতি শব্দে বুঝানো হয়েছে॥ জী°৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবং বিলপ্য কৃষ্ণং রথাদবতারয়িতুং সংহতা এব যদা গন্তুং প্রারব্ধা স্তদোরুস্তম্ভাদিবিঘ্নবশাদসামর্থ্যে সতি কেবলং রুরুদুরেবেত্যাহ—এবমিতি। বিরহপীড়য়া আতুরাঃ একমপি পদং গন্তুং স্পষ্টাক্ষরতয়া বক্তুঞ্চাসমর্থাঃ, হে গোবিন্দ, ইত্যনেনাস্মাকং গা মনশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়বৃত্তিগবীঃ পরঃসহস্রা বিন্দ লভস্ব ত্বৎসঙ্গ এব গচ্ছন্তীরেতাঃ কৃপয়া গৃহাণ স্বীয়মনোবৃষভেন্দ্রেণ সহ সঙ্গময্য রক্ষ ন তূপেক্ষস্ব, দেহাস্তস্মাকং ত্বৎসঙ্গাযোগ্যত্বাদ্দুর্ভগা অত্রৈব পঞ্চত্বং প্রাপ্স্যন্তি, যদি ত্বং নাগমিষ্যসীতি বিজ্ঞাপনা। কিঞ্চ, স্ত্রীবধান্ জিঘৃক্ষসি চেদগৃহাণ যস্যা প্রেম্না দামবন্ধনমপি স্বীকৃতবানভূস্তাং মাতরং শ্রীব্রজেশ্বরীং মা জহি, যদি পরশ্বস্ত্বং নায়াস্যসি তদা সা সর্বথা মরীষ্যতীতি মাতৃহত্যান্তু মা গৃহাণেতি হে দামোদরেতি পদেন বিজ্ঞাপনা। হে মাধবেতি ত্বামস্মাকং মা খলু ধবঃ, কিন্তু সখা ভবসি। যদি ধবোঽভবিষ্যস্তদা অস্মাসু তব সত্ত্বসম্ভবাৎ স্ববস্তূনাং পালনে জ্বালনে বা নৈবাদিদোষং প্রাপ্স্যঃ; কিন্তু বয়ং পরদ্রব্যাণি ভবামোঽতোঽস্মন্নাশনিবন্ধনং দোষং মাঙ্গীকৃথা ইতি বিজ্ঞাপনা দ্যোতিতা॥বি°৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এইরূপ বিলাপ করত কৃষ্ণকে রথ থেকে নামিয়ে আনার জন্য যখন তাঁরা দল বেঁধে রথের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন, তখন উরুস্তম্ভাদি বিঘ্নবশে যেতে অসমর্থ হলে কেবল কাঁদতে লাগলেন, এই আশয়ে শ্রীশুকদেব বলছেন, এবং ইতি।

বিরহাতুর বিরহপীড়ায় আতুর, এক পা-ও চলতে স্পষ্টাক্ষরে কথা বলতে অসমর্থ। হে **গোবিন্দ**—এই সম্বোধনের দ্বারা কৃষ্ণকে জানালেন, আমাদের 'গা' শতসহস্র মনচক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে 'বিন্দ' লাভ কর, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই গমনপর এই গোপীসকলকে কৃপা পূর্বক গ্রহণ কর অর্থাৎ নিজমনোরূপ বৃষশ্রেষ্ঠের সিহিত মিলন ঘটিয়ে রক্ষা কর, উপেক্ষা কর না। আমাদের দেহ যদি তোমার সহিত মিলনের অযোগ্য হওয়ায় ভাগ্যহীনা আমাদের কাছে না আস, তবে এখানেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হব। আরও, স্ত্রীবধভাগী যদি হতে চাও হও, কিন্তু যাঁর প্রেমে দামবন্ধনও স্বীকার করেছিলে, সেই মাতা ব্রজেশ্বরীকে বধ করো না। যদি পরশু তুমি না আস, তবে নিশ্চয়ই তিনি

মরে যাবেন। তাই বলছি মাতৃহত্যা-ভাগী হয়ো না — 'হে দামোদর' সম্বোধনে এরূপই জানাল কৃষ্ণকে গোপীরা। **হে মাধব**—'হে লক্ষ্মীপতি' এই সম্বোধনে কৃষ্ণকে জানালো, তুমি আমাদের পতি নও, কিন্তু সখা বটে। যদি পতি হতে, তবে আমাদের উপরে তোমার সত্ত্ব সম্ভব হওয়া হেতু নিজ বস্তুর পালনে বা জ্বালনে অতি দোষভাগী হতে না; কিন্তু আমরা তোমার পক্ষে পরদ্রব্য, অতএব আমাদের নাশ-নিবন্ধন দোষভাগী হবে, এ হয়ো না, এরূপই ব্যঞ্জনা এখানে॥ বি° ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** এবমুক্তপ্রকারেণ রুদতীরপি স্ত্রীয়োঽনাদৃত্যেতি অক্রূরস্যাপরাধো ধ্বনিতঃ। স্বতঃ সর্ব্বৈরেবানুকম্প্যানাং তত্রাপি তাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণপ্রেম্ণা তথা রুদতীনাং ব্রজস্ত্রীণাং, কথমপি সান্ত্বনমনপেক্ষ্য প্রস্থানাৎ; অতস্তাভিরপি তদপরাধং মত্বা প্রাগুক্তম্ — 'যোঽসাবনাশ্বাস্য' (শ্রীভা ১০।৩৯।২৬) ইতি; শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি—'অক্রূরঃ ক্রূরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান্। এবমার্ত্তাসু যোষিৎসু ন ঘৃণা কস্য জায়তে॥' ইতি। অতএব শ্রীগোকুলমহিমজ্ঞাস্তু তদপরাধস্য ফলমক্রূরস্য বক্ষ্যমাণে স্যমন্তক-প্রসঙ্গে-মন্যন্তে। সূর্য উদিত এবেতি সল্লগ্নাদ্যপেক্ষয়া রথং ভ্রাতৃভ্যাং তাভ্যামারূঢ়মিতি শেষঃ॥ জী°৩২॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এবং রুদন্তীনাম্ — উক্তপ্রকারে বিলাপ করে কাঁদতে থাকলেও স্ত্রীদের অনাদর করে চলে গেলেন, এইরূপে অক্রূরের অপরাধ ধ্বনিত হল। স্বতঃই সকলের দ্বারাই অনুকম্পার যোগ্য, এর মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তথা ক্রন্দনপরা ব্রজস্ত্রীদের কিঞ্চিৎমাত্রও সান্ত্বন অপেক্ষা না করে প্রস্থান হেতু অপরাধ—সুতরাং এই ব্রজস্ত্রীরাও সেই অপরাধ ধরে নিয়ে পূর্বে (শ্রীভা° ১০।৩৯।২৬) শ্লোকে "যে ব্যক্তি আমাদের মতো অতিদুঃখিত জনকে আশ্বাস প্রদান না করে কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে, তার নাম অক্রূর না হয়ে ক্রূর হওয়াই উচিত।" এই বলে শাপ দিচ্ছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"ক্রূর হৃদয় অক্রূর শীঘ্র অশ্ব হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। আমাদের মতো এরূপ আর্তজনদের প্রতি কার না কৃপা হয়? অতএব যাঁরা গোকুল-মহিমা জানেন, তাঁরা মনে করেন, এই অপরাধের ফলেই অক্রূরের বক্ষ্যমান সামন্তক মণির প্রসঙ্গে অপবাদ, কাশীবাস ইত্যাদি ঘটেছে। **উদিতে সবিতরি**—শুভলগ্নাদি অপেক্ষা করে সূর্য উদয়ে রামকৃষ্ণ রথে উঠে বসলে রথ চালিয়ে দিলেন॥ জী° ৩২॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্ত্রীণামিত্যনাদরে ষষ্ঠী। ভো মাতরঃ, ক্ষমধ্বং পরাধীনস্য রাজসেবকস্য মমাপরাধমেষোঽহমেব কৃষ্ণমানীয় সমর্পয়িষ্যামীত্যাশ্বাসনাকরণমেবানাদরঃ। অত এতদনাদরলক্ষণাপরাধফলমক্রূরস্য স্যমন্তকপ্রসঙ্গে কৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখং দ্বারকাত্যাগং দুর্যশো বারাণসীবাসঞ্চ ভাবুকভক্তবিশেষাঃ কেচিন্মন্যন্তে; কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবতং তদাদিকং স্নানসন্ধ্যোপাসনাদিকং কর্ম যেন সঃ অত্র গোপীবিলাপাদ্বিনিমগ্নসম্পূর্ণচেতস্ত্বাদেব মুনিনা তাৎকালিকব্রজেশ্বরীবিলাপবর্ণনমিতি কেচিৎ। ধনুর্মহোৎসবদর্শনসোৎকণ্ঠমনা বালকোঽয়ং স্বপিত্রা সহৈব যাতি যথা সময়ং পিত্রৈব ভোজয়িষ্যমাণঃ পিতুরঙ্ক এব সুখং শয়িষ্যমাণ একদিনং তত্র স্থিত্বা পরশ্বঃ পুনঃ স্বপিত্রা সহৈবায়াস্যতি কাত্র চিন্তেতি পুরস্ত্রীভি-

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভৃতান্ ॥৩৩॥

গোপ্যশ্চ দয়িতাং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যস্চাবতস্থিরে ॥৩৪॥

৩৩। **অন্বয়ঃ** ততঃ নন্দাদ্যাঃ গোপাঃ ভূরি গোররসসম্ভৃতান্ (ঘৃতাদিভিঃ পূর্ণান্) কুম্ভান্ উপায়নম্ আদায় শকটৈঃ তং (শ্রীকৃষ্ণং) অন্বসজ্জন্ত (অন্বগচ্ছন্)।

৩৪। **অন্বয়ঃ** গোপ্যঃ চ দয়িতং (প্রিয়ং) কৃষ্ণং অনুব্রজ্য (কিয়দ্দূরে সঙ্গে গত্বা) অনুরঞ্জিতাঃ (তৎকৃত নিরীক্ষণাদিনা কথঞ্চিৎ আনন্দিতা সত্যঃ) ভগবতঃ (কৃষ্ণস্য) প্রত্যাদেশং কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ অবতস্থিরে (স্থিতাঃ)।

৩৩। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর নন্দাদি গোপগণ রাজার জন্য ঘৃতাদি পূর্ণ বহুবহু কুম্ভ ভেট নিয়ে শকটযোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করলেন।

৩৪। **মূলানুবাদঃ** গোপীগণও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন পূর্বক তাঁর সপ্রেম কটাক্ষে আনন্দিত হয়ে প্রত্যুত্তরের আকাঙ্ক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

গোপৈশ্চ নন্দাদিভিশ্চ মুহুরাশ্বাসিতায়াস্তস্যাস্তদা নাতিশোক ইত্যন্যে প্রাহুঃ ॥ বি° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** স্ত্রীণাম্—স্ত্রীদের (অনাদরে ষষ্ঠী)—ওগো মা-ঠাকরুণ, পরাধীন রাজসেবক আমার এই অপরাধ ক্ষমা করতে আজ্ঞা হোক, আমিই কৃষ্ণকে এনে আপনার হাতে সমর্পন করব, এরূপ আশ্বাস না দেওয়াই অনাদর। পরে এই অনাদর-লক্ষণ অপরাধ ফলেই অক্রূরের স্যমন্তকমণি প্রসঙ্গে কৃষ্ণবিচ্ছেদদুঃখ, দ্বারকাত্যাগ, বদনাম ও বারাণসী বাস হয়েছিল, এরূপ কোনও কোনও ভাবুক ভক্তবিশেষ মনে করেন। কৃতমৈত্রাদিকঃ- [মৈত্রম্=মিত্রদৈবতং=দৈহিকং] স্নানসন্ধ্যা-উপাসনাদি দৈহিককার্য সমাপন করেই (রথ চালিয়ে দিলেন)। এখানে গোপীবিলাপে সম্পূর্ণ নিমগ্ন চিত্ততা হেতুই শ্রীশুকদেব তৎকালিক ব্রজেশ্বরী মা যশোদার বিলাপ বর্ণন করতে পারেন নি, এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন। অন্য কেউ কেউ বলে থাকেন—ধনুর্যজ্ঞ-মহোৎসব-দর্শনোৎকণ্ঠমনা আমার এই বালক নিজ পিতার সঙ্গেই যাচ্ছে, যথা সময়ে পিতাই একে খাওয়াবে, পিতার কোলেই সুখে ঘুমাবে- একদিন মাত্র ওখানে থেকে পরশুই পুনরায় নিজ পিতার সঙ্গেই ফিরে আসবে, এখানে চিন্তার কি আছে? এইরূপে বয়স্কা ব্রজমহিলাগণের দ্বারা, গোপগণের দ্বারা এবং নন্দাদির দ্বারা বার বার আশ্বাসিত মা যশোদার তখন অতি শোক হয় নি। বি° ৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ত রথমন্বষজ্জন্ত পশ্চাদগচ্ছন্, বিবিধশঙ্কাদ্যাকুলচিত্তত্বাৎ। আদ্য-শব্দেন সন্নন্দাদয়শ্চ। তত ইত্যনেন সূচিতে বিলম্বে হেতুঃ উপায়নং রত্নাদ্যুত্তমদ্রব্যং কুম্ভাশ্চ; এবং যাত্রামঙ্গলমপি সূচিতম্ ॥ জী° ৩৩ ॥

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥৩৫॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** তদা যদূত্তমঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপ্রস্থানে তথা তপ্যতীঃ তাঃ বীক্ষ্যঃ সপ্রেমৈঃ আয়াস্যে ইতি দৌত্যকৈঃ (দূতবাকৈঃ) সান্ত্বয়ামাস।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ তার প্রস্থানকালে সেই গোপীগণকে অত্যন্ত সন্তাপ করতে দেখে 'শীঘ্রই আসছি', বলে প্রেমপূর্ণ দূতবাক্যে বার-বার সান্ত্বনা দান করলেন।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ তম্ অনুসজ্জন্ত**—সেই রথের পিছে পিছে চললেন গোপগণ,— বিবিধ শঙ্কাদিতে আকুলচিত্ত হওয়া হেতু। **নন্দাদ্যা**—এখানে 'আদি' শব্দে নন্দের বড় ভাই সনন্দ প্রভৃতি। **ততঃ**—একটু পরে, এই পদে সূচিত বিলম্বে হেতু—নানাবিধ রাজভেট গ্রহণ, যথা **উপায়নৎ** — রত্নাদি উত্তমদ্রব্য **কুম্ভান্** — গোরসপূর্ণ কলস, এবং যাত্রার মঙ্গলঘট ইত্যাদি ॥ জী° ৩৩ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** প্রত্যাদেশং গমনে বৈমুখ্যেনাক্রূরবচনাদিখণ্ডনম্। যদ্বা, দূতাদি-দ্বারাঽবধিকরণার্থ- নিজবিজ্ঞপ্তিবাক্যস্য প্রতিবচনমিত্যর্থঃ। অবতস্থিরে দূরতস্তদ্দৃষ্টিবিষয়ে পরমোচ্চদেশে সাবধানতয়া স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ জী° ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ প্রত্যাদেশং**—[শ্রীজী°ক্রম° — প্রত্যুত্তর], গমনে বিমুখতা জানিয়ে অক্রূর-বচনাদির খণ্ডনরূপ কৃষ্ণের প্রত্যুত্তর আশায় দাঁড়িয়ে রইলেন গোপীগণ। অথবা, কৃষ্ণের মনেরভাব নিশ্চয়করণের জন্য দূতাদিদ্বারা গোপীরা যে তাঁকে বৃন্দাবন ছেড়ে না-যাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তার উত্তর পাওয়ার জন্য গোপীরা **অবতস্থিরে** — দূরে থেকে কৃষ্ণের দৃষ্টির বিষয় যাতে হওয়া যায়, এরূপ একটি অতি উচ্চ স্থানে সাবধানে দাঁড়িয়ে রইলেন ॥ জী° ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অনুরঞ্জিতাঃ কৃষ্ণেন রথস্থেনৈব পশ্চিমাভিমুখীভূয় স্বপ্রেয়সীনাং নির্গচ্ছতঃ প্রাণানালক্ষ্য ভোঃ প্রাণৈকবল্লভা, মা খিদ্যত, এষোঽহমেতান্ বঞ্চয়িত্বা যুষ্মাৎসন্নিধিমেষ্যামী-ত্যর্থদ্যোতকেন নিরীক্ষণেন কিঞ্চিদানন্দিতাঃ। ততশ্চোর্বাদিজাড্যে কিঞ্চিন্নিবৃত্তে সতি গোপ্যশ্চেতি যথা গোপা আনন্দেন রথমনুব্রজন্তি স্ম, তথা গোপ্যশ্চ দয়িতং অনুব্রজ্য প্রত্যাদেশঞ্চ কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ অবতস্থিরে নয়নকৃতমাশ্বাসং যথা প্রাপুস্তথা বচনকৃতমপি তমভিলষন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥ বি°৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অনুরঞ্জিতা** — আনন্দিতা, কৃষ্ণ রথের উপরে আসীন থেকেই গোপীদের দিকে ঘার ফিরিয়ে নিজ প্রেয়সীদের প্রাণ কণ্ঠগত হয়েছে দেখে—'ওগো প্রাণৈক-বল্লভাগণ, দুঃখ কর না, এদের বঞ্চনা করে এই আমি তোমাদের কাছে এলাম বলে' এইরূপ অর্থ দ্যোতক দৃষ্টিপাতের দ্বারা কিঞ্চিৎ আনন্দিত করলেন। অতঃপর গোপীদের উরু-আদির জাড্য কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হলে **গোপ্যশ্চ** — যথা গোপগণ আনন্দে রথের পিছনে পিছনে চললেন, তথা গোপীগণ

দয়িতের পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর **প্রত্যাদেশং** তাঁদের বিলাপের প্রত্যুত্তর পেতে আকাঙ্ক্ষা করত দাঁড়িয়ে রইলেন তার দৃষ্টির মধ্যে যথা নয়নকৃত আশ্বাস পেয়েছেন, তথাই তাঁর বচনকৃত আশ্বাসও অভিলাষ করত।বি° ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** কেচিত্তু যদেবং ব্যাচক্ষতে, দূতদ্বারক-সন্দেশে স্বরূপৈরায়াস্যামি ন তু স্বয়মিতি, তদসৎ ; ইতি-শব্দস্য সর্ব্বান্তে নির্দেশাভাবাৎ তদপ্রতিপত্তেঃ, সন্দেশমাত্রাগমনে প্রত্যুত তাসাং পরমক্ষোভাপত্তেঃ, 'আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ' (শ্রীভা ১০।৪৬।৩৪) ইত্যনেন পরমাপ্ত-দূতস্য শ্রীমদুদ্ধবস্য বাক্যেন চ তদুচ্ছিত্তেঃ। দৌত্যকৈর্গোপ্যতয়া বারম্বারং বহুভির্দূতবচনৈঃ সপ্রেমৈ-র্বিবিধ-শপথাদিপূর্বকং স্নেহময়ৈর্ন তু সচ্ছলৈরিত্যর্থঃ। যদূত্তম ইতি সম্প্রতি তন্নামাভিমত্যৈব তদ্রক্ষা-নিশ্চয়াৎ গমনে হেতু। আয়াস্যে ইতি—বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি তত্র লৃট্প্রয়োগোঽপি ; তচ্চ দন্তবক্রবধানন্তরং সিদ্ধমিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডং, মূলস্বারস্যঞ্চ তত্রৈবোদাহরিষ্যতে। জী° ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ আয়াস্য ইতি**—'আয়াস্যে' এই আসছি। কেউ কেউ যে বলেন, দূতমুখে বার্তার মধ্য দিয়ে স্বরূপের স্ফূর্তিতে 'আগমন' বলাই এখানে উদ্দেশ্য, সাক্ষাৎভাবে নিজের উপস্থিতি নয়। এরূপ অর্থ কিন্তু নিন্দিত, কারণ 'ইতি' শব্দটি সর্বশেষে না থাকায় ওরূপ অর্থ টেকে না। যদি বলা যায় 'আয়াস্যে' এই খবরটাই মাত্র এসেছিল, কতদিন পরে সেই আগমন হবে, তা বলা হয় নি, তাতেও কিন্তু তীব্রবিরহ তাপ গোপীদের চিত্তে জাত হত, - শ্রীউদ্ধবের বাক্যেও —"অল্পকাল পরেই অচ্যুত আসবে" (শ্রীভা° ১০।৪৬।৩৪), ঐসব অর্থ নষ্যাৎ হয়ে যেত। **দৌত্যকৈঃ**—[বহুবচন] দূত মুখে মুখে, গোপনে বারবার বহু দূতমুখে প্রেরিত বচনে **সপ্রেমৈঃ**—বিবিধ শপথাদি পূর্বক স্নেহময় বচনে, কপট বচনে নয়, **সান্ত্বয়ামাস**—সান্ত্বনা দান করলেন। **যদূত্তম** — যদুপতি, পতির পক্ষে তার অধীনস্থদের পালন করাই স্বাভাবিক — কাজেই এখানে এই পদটি শ্রীশুকদেব ব্যবহার করলেন, কৃষ্ণ সম্প্রতি তার অধীনস্থ যদুদের নিশ্চয়ই পালন করবেন, এই অভিপ্রায়েই—তার মথুরাগমনে ইহাই হেতু। **আয়াস্যে**—এই আসছি, 'বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্তমানবৎ' নিয়মানুসারে লৃট্ বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে। —দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে এসেছিলেন — পদ্মোত্তর খণ্ডে ইহা পাওয়া যায়। যথা—"কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য নন্দব্রজং গত্বা ইত্যাদি"। জী° ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তপ্যতীং সন্তপ্যমানাঃ। যদূনাং পালনে প্রবৃত্তমতিত্বাৎ যদূত্তমঃ। দৌত্যকৈর্দূতবাক্যৈঃ। কর্মণি ষ্যঞ্। বহুবচনেন যথা তাসাং প্রবোধো ভবতি তথা বহুপ্রকারৈস্তদ্বি-শ্বাসোৎপাদকশপথশতসহিতৈরিত্যর্থঃ। ক প্রত্যয়েনানুকম্পাব্যঞ্জকৈঃ। সপ্রেমৈঃ সপ্রেমভিরিতি। যথা যূয়ং মাং বিনা বিভিন্নধৈর্য্যস্তথৈবাহমপি বিদীর্ণহৃদয় এব পরাধীন এব ভবতীনাং স্মিতমধুরকটাক্ষ-মাধ্বীকং ত্রিজগতিদুর্লভং স্বধীরসনয়া লিহন্নেব জীবন্ পুরীং যামি, যদ্যহং পরশ্বো নাগমিষ্যামি তদা যূয়মহঞ্চ যুগপদেব প্রাণান্ ধর্তুং ন প্রভবিষ্যামঃ। যদি বা পরমায়ুঃ প্রাবল্যাদাশাবন্ধাচ্চ জীবিষ্যা-

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণু রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥৩৬॥

৩৬। **অন্বয়ঃ** যাবৎ রথস্য কেতু (ধ্বজঃ) আলক্ষ্যতে (দৃশ্যতে) যাবৎ রেণু চঃ [দৃশ্যতে] অনুপ্রস্থাপিতাত্মনঃ (কৃষ্ণপশ্চাৎ প্রেরিতাঃ চিত্তানি যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ) লেখ্যানি ইব উপলক্ষিতাঃ (সমীপে ইপি লৌকৈঃ দৃষ্টাঃ)।

৩৬। **মূলানুবাদঃ** এতেও গোপীদের সদ্য প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু শান্তি হল না, তাই বলা হচ্ছে,—

যতক্ষণ পর্যন্ত রথের পতাকা লক্ষণে, যতক্ষণ পর্যন্ত রথচক্রোত্থ ধূলিকণা লক্ষণে কৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণানুগতমনা গোপীগণ দাঁড়িয়ে রইলেন পটে আঁকা ছবির মতো, লোকের দ্বারা সেরূপই দৃষ্ট হতে লাগলেন।

মস্তদপি তজ্জীবনং মরণকোটিতোঽপ্যতিকষ্টমিত্যাদি প্রেমামৃতমক্ষিতৈরিত্যর্থঃ। আয়াস্যে আয়াস্যামি পরশ্ব আগমনপ্রকারস্তূপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যতে ॥ বি° ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তপ্যতীর্বীক্ষ্য** - গোপীরা সন্তাপ করছেন দেখে। **যদুত্তমঃ**— এখন যদুদের পালনে প্রবৃত্তমতি হয়েছেন, তাই বলা হল 'যদূত্তম' যদুপতি। **দৌত্যৈকৈঃ**- দূতবাক্যসমূহের দ্বারা, এই বহুবচন প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, যাতে গোপীদের প্রবোধ হয় সেইরূপে বহুপ্রকার তাঁদের বিশ্বাস-উৎপাদক শতশত শপথ-সংযুক্ত বাক্যে সান্ত্বনা দান করলেন। 'ক' প্রত্যয়ের দ্বারা এই দূতবাক্য যে অনুকম্পা মিশ্রিত তাই বুঝানো হল। **আয়াস্যে**—শীঘ্রই আসব, এরূপ বললেন, **সপ্রেমঃ**—সপ্রেম বাক্যে, যথা—হে গোপীসকল! তোমরা যেমন ধৈর্যহারা হয়েছ তেমনই আমিও বিদীর্ণহৃদয় হলেও পরাধীন যে, আমি তোমাদের ত্রিজগতদুর্লভ হাসিমাখা মধুর কটাক্ষমধু নিজ বুদ্ধিরূপ রসনায় লেহনেই জীবনধারণ করত মথুরাপুরী যাচ্ছি, যদি আমি পরশু না ফিরে আসি, তা হলে তোমরা ও আমি যুগপৎ উভয়েই প্রাণধারণ করতে পারব না। যদি বা পরমায়ুর প্রাবল্যে ও আশা বন্ধহেতু বাঁচি, তাহলেও সেই জীবন মরণকোটি থেকেও অধিক কষ্টপ্রদ হবে, ইত্যাদি প্রেমামৃত মিশানো বাক্যে সান্ত্বনা দান করলেন॥ বি° ৩৫ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তথাপি তাসাং সদ্যঃ প্রাণরক্ষৈবাভূৎ ন তু শান্তিরিত্যাহ — যাবদিতি। আলক্ষ্যতে কিঞ্চিল্লক্ষণেনেষদ্দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। তাবত্তং রথং রেণুঞ্চানু পশ্চাৎ প্রস্থাপিতাত্মান উপলক্ষিতাঃ লোকৈঃ সমীপে দৃষ্ট্বা ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এতেও গোপীদের সদ্য প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু শান্তি হল না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যাবদ্ ইতি। **যাবদ্ আলক্ষ্যতে**—যতক্ষণ পর্যন্ত রথের ধ্বজাদি লক্ষণে কিঞ্চিৎ দেখা যাচ্ছিল। তাবৎ সেই রথ ও রথচক্রোত্থিত ধূলিকণার **অনু**—পিছে

তা নিরাশা নিবর্তুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥৩৭॥

৩৭। **অন্বয়ঃ** [অথ] গোবিন্দবিনিবর্তনে (গোবিন্দস্য বিশেষেণ মথুরাগমনোন্মুখ্যং বিনৈব নিবর্তনে) নিরাশাঃ তাঃ (গোপ্যঃ) নিবর্তুঃ (ন্যবর্তন্তঃ) প্রিয়চেষ্টিতং গায়ন্ত্যঃ অহনী নিন্যুঃ (বর্তয়ামাসুঃ)।

৩৭। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর মথুরা গমন পথ থেকে গোবিন্দের ব্রজে ফিরে আসা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সেই স্থানে থেকে ফিরে এসে অতিশোকে কাতর হয়ে প্রিয় কৃষ্ণলীলা গান করতে করতে কোনও রকমে দিন-রাত্রি কাটাতে লাগলেন।

পিছে **প্রস্থাপিতা আত্মানো**—যাঁদের দ্বারা চিত্ত প্রেরিত হয়েছে সেই গোপীগণ অর্থাৎ কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ **উপলক্ষিতা**—লোকের দ্বারা নিকটেই দৃষ্ট হতে লাগলেন, চিত্রের মতো। জী°৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** আলক্ষ্যতে কিঞ্চিল্লক্ষণেনেষদ্দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। গচ্ছন্তং কান্তমনু প্রস্থাপিতা আত্মনো মনাংসি যাভিস্তাঃ। অতএব লেখ্যানি চিত্রাণীব উপ সমীপেঽপি লক্ষিতা লোকৈঃ দৃষ্টাঃ॥ বি°৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আলক্ষ্যতে**—ধ্বজাদিলক্ষণে কৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ দেখা যাচ্ছিল। **অনু**—গমনপর কান্তের পিছে পিছে **প্রস্থাপিতা**—প্রেরিতা **আত্মনো**—মন যাঁদের সেই গোপীগণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণানুগতমনা। অতএব **লেখ্যানি**—পটে আঁকা ছবির মতো লোকের দ্বারা নিকটেই দৃষ্ট হতে লাগলেন তাঁরা। বি° ৩৬॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অতো গোবিন্দস্য বিশেষেণ মথুরাগমনোন্মুখ্যং বিনৈব নিবর্ত্তনে নিরাশাঃ, কিন্তু ততঃ আগমন এব সাশাঃ, সদ্যো নিবৃত্তা ইত্যর্থঃ, আয়াস্য ইতি তেনোক্তত্বাৎ। তথৈবাহ—প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য চেষ্টিতং 'তস্মান্নচ্ছরণং গোষ্ঠম্' শ্রীভা ১০।২৫।১৮) ইত্যাদিলক্ষণং তত্তৎপ্রতিজ্ঞাপালকং চরিতমায়াস্য ইত্যস্য প্রমাণরূপং গায়ন্ত্যো বিশোকা আশাচ্ছেদজাতেন মর্মপর্য্যন্তভেদকেন প্রিয়বিচ্ছেদং জানন্ত্যস্তদ্দুঃখাশঙ্কালক্ষণেন শোকেন রহিতাঃ সদোঽহনী নিত্যরদর্শনদুঃখাতিশয়ং বিষহ্য গময়ামাসুঃ, অন্যথা ক্ষণমপি নাগমিষ্যন্নিত্যর্থঃ। যথৈব স্বয়ং শ্রীভগবতা বক্ষ্যতে—'ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন। প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥' (শ্রীভা ১০।৪৬।৬) ইতি, শ্রীমদুদ্ধবেন চ—'গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো, রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ। গোপ্যশ্চ' (শ্রীভা ১০।৭১।৯) ইত্যাদি। অহনী রাত্র্যহনী ইত্যর্থঃ; তদ্বিশেষস্তু লীলাস্তোত্রাদৌ বর্ণিতঃ॥ জীঃ৩৭॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈঃ তো° টীকানুবাদঃ গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে**—গোবিন্দের বিশেষভাবে মথুরা-গমন উন্মুখতা ব্যতিরেকে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে। **নিবর্তুঃ**—গোপীরা তৎক্ষণে ফিরে চললেন,

ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥৩৮॥

৩৮। অন্বয়ঃ [হে] নৃপ, রামাক্রূরযুতঃ ভগবান্ অপি বায়ুবেগেন রথেন অঘনাশিনীং কালিন্দীং সম্প্রাপ্ত।

৩৮। মূলানুবাদঃ অতঃপর গোপীদের মতোই কৃষ্ণেরও প্রিয়জন প্রেমাদ্রতা স্বভাবে আর্তি জাত হলেও তা গোপন করত অবশ্য কর্তব্য বোধে মথুরার দিকেই যেতে লাগলেন এই আশয়ে—

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সেই দুঃখ সহন অক্ষমতায় বায়ুবেগে রথ চালিয়ে অনন্তনাগ প্রদেশ সংযুক্ত পাপনাশিনী যমুনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

'শীঘ্রই আসবো' এই কথা কৃষ্ণ বলাতে। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—গোবিন্দবিনিবর্তনে—গোবিন্দের বিশেষ কাজে মথুরাগমন ব্যাতিরেকে ব্রজেস্থিতি বিষয়ে **নিরাশাঃ**—নিরাশা, কিন্তু আগমন বিষয়ে 'শীঘ্রই আসবো' এই আশা নিয়ে প্রত্যাবৃত্ত, অতএব শোক রহিতা।] (শ্রীভা° ১০।২৫।১৮) শ্লোকে এরূপ উক্ত হয়েছে, যথা—"আমিই যার রক্ষা কর্তা, ঈশ্বর আমার পাল্য বলে যা স্বীকৃত, সেই ব্রজ আমি নিজ অসাধারণ শক্তি বলে রক্ষা করব। ইহাই আমার নিত্যকালের ব্রত।" ইত্যাদি লক্ষণ সেই সেই প্রতিজ্ঞাপালক কৃষ্ণলীলা, যা 'শীঘ্র আসবো' এই কথার প্রমাণস্বরূপ, তা গাইতে গাইতে **বিশোকা**—আশাভঙ্গজাত, মর্মপর্যন্ত ভেদক, ও জ্ঞানগম্য প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখাশঙ্কার ভাববিশিষ্ট শোক ত্যাগ করলেন গোপীগণ তৎক্ষণাৎ। **অহনী নিন্যুঃ**—অদর্শন-দুঃখাতিশয় কোনও রকমে সহ্য করত দিন অতিবাহিত করলেন। অন্যথা ক্ষণকালও কাটতো না, এরূপ অর্থ। এই রূপই স্বয়ং কৃষ্ণও বলেছেন, যথা—"মদাত্মিকা গোপীগণ আমার' 'শীঘ্র ফিরে আসব" এই কথার উপর নির্ভর করত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করে আছেন।" শ্রীউদ্ধবও বলেছেন—'হে প্রভো! গোপীগণ যেরূপ শঙ্খচূড় বধ, আত্মপরিত্রাণ, নক্র থেকে গজরাজের বিমোচন ইত্যাদি আপনার বিমল চরিতগান করেন।' ইত্যাদি। **অহনী**—রাত্রিদিন। এর বিশেষ তো লীলা-স্তোত্রাদিতে বর্ণিত আছে। জী° ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ গোবিন্দস্য বিনিবর্তনে নিরাশাস্তাস্ততঃ স্থানান্নিবর্তুঃ স্বয়মেবাসৌ সর্বান্ বঞ্চয়িত্বা নিবর্তিষ্যত ইতি যা আশা আসীৎ সা নষ্টেত্যর্থঃ। বিশিষ্টশোকবত্য এব অহনি দ্বে নিন্যুঃ। অহনী ইত্যার্ষম্। অহনীত্যর্থঃ ইত্যেকে॥ বি°৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ মথুরার রাস্তা থেকে গোবিন্দের ব্রজে ফিরে আসা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সেই স্থান থেকে **নিবর্তুঃ**—ফিরে এলেন। —কৃষ্ণ নিজেই সকলকে বঞ্চিত করে ফিরে আসবেন, এই যে আশা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল;—তাঁরা **বিশোকা**—বিশিষ্ট শোকে কাতর হয়েই দু-দিন কাটালেন॥ বি° ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ অথ তাসামিব প্রিয়জনপ্রেমার্দ্রতা-স্বভাবেন সকলশ্রুতি-স্মৃতি গীতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি আর্ত্তির্জাতৈব, কিন্তু গাম্ভীর্য্যেণৈব গোপিতা ; দৌত্যকৈরিতি বহুবচনেন তদাবেশসূচনাৎ। গমনং ত্বাবশ্যক-কার্য্যবিশেষার্থমেবেত্যাহ—ভগবানপীতি। সোঽপি তদ্দুঃখদর্শনাক্ষমতয়া বায়ুবেগেন তদ্বৎ শীঘ্রতয়া চালিতেন রথেন কালিন্দীমনন্ততীর্থপ্রদেশাবচ্ছিন্নাং সম্যক্ প্রাপ্তঃ। কীদৃশীম্? অঘানি অংহোদুঃখব্যসনানি নাশয়তীতি তাং, নিজবিরহতাপ-নাশনী সা ভবেদিতি বুদ্ধ্যেবেত্যর্থঃ। নন্বু তদ্দুঃখং ন তত্র স্পষ্টং দৃষ্টং, তত্রাহ—রামেতি। তৎসঙ্কোচান্নিগূহিতমিতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি ব্যাজেনাপি কথং ন নিবৃত্তঃ? তত্রাপ্যাহ—রামেতি। শ্রীবসুদেবাদি-ত্রাণাগ্রহিণা তদ্যুগল-সঙ্গেন তস্যাপি তদাবশ্যককর্ত্তব্যতা-ভাবোদ্দীপনাদিতি ভাবঃ। কালিন্দী প্রাপ্তিশ্চেয়ং মধ্যাহ্নে ; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'গচ্ছন্তো জবিনাশ্বেন রথেন যমুনাতটম্। প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রূরজনার্দ্দনাঃ॥' ইতি। অতএবান্যে তৎসঙ্গেন গন্তুং ন শক্তাঃ। তত্র তদানীং নন্দীশ্বরগিরিসন্নিহিতঃ শ্রীনন্দনিলয় ইতি প্রসিদ্ধাবপি যদ্যপি তাদৃশবেগস্য রথস্য তাবান্ বিলম্বো ন সম্ভবতি, তথাপ্যসৌ মুহুর্দূতাদিদ্বারা শ্রীগোপিকাসান্ত্বনবাহুল্যেন বৃক্ষাবৃততয়া রথগমনে কৌটিল্যেন চ জ্ঞেয়ঃ॥ জী° ৩৮॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অতঃপর এই ব্রজগোপীদের মতোই সকল শ্রুতিস্মৃতি-গীত কৃষ্ণেরও প্রিয়জন-প্রেমার্দ্রতা স্বভাবে আর্তি জাত হল, কিন্তু গাম্ভীর্যের দ্বারা তা গোপন করা হল। পূর্বশ্লোকের 'দৌত্যকৈঃ' এইরূপ বহুবচন প্রয়োগে অর্থাৎ বার-বার দূতমুখে প্রবোধ দানে গোপীদের প্রতি তাঁর আবেশ বুঝা যাচ্ছে। মথুরাগমন তো কার্যবিশেষের জন্য অবশ্য কর্তব্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **ভগবানপি**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সেই দুঃখসহন অক্ষমতায় বায়ুবেগের মতো অতি বেগে রথ চালিয়ে **কালিন্দীম্**—অনন্তনাগপ্রদেশ-সংযুক্ত যমুনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিদৃশ যমুনা? **অঘনাশিনীঃ**—পাপদুঃখ ও বিবিধ কামজ দোষ নাশিনী, এই যমুনা নিজবিরহতাপ দূর করে দিবে, এই বুদ্ধিতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আচ্ছা, গোপীবিরহ দুঃখ তো কৃষ্ণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, এরই উত্তরে **রাম ইতি**—বড় ভাই রাম ও অক্রূরের সঙ্কোচে গোপন করে রাখা হয়েছে। আচ্ছা, কোনও ছলে কেন-না তিনি মথুরা গমন থেকে নিবৃত্ত হলেন? এর উত্তরেও, **রাম ইতি**—শ্রীবসুদেবাদির ত্রাণ-আগ্রহী রামাক্রূর যুগলের সঙ্গে তাঁরও তখন অবশ্যকর্তব্যতা-ভাব উদ্দীপন হেতু নিবৃত্ত হলেন না। এই যমুনায় উপস্থিতিও মধ্যাহ্নকালেই হয়েছিল—ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, যথা—"বেগবান অশ্বচালিত রথে মধ্যাহ্নসময়ে রাম অক্রূর-কৃষ্ণ যমুনাতটে গিয়ে পৌঁছলেন।" অতএব নন্দাদি অন্য সকলে তাঁদের সঙ্গে যেতে পারল না। সেই সময়ে ব্রজে শ্রীনন্দালয় ছিল নন্দীশ্বর পর্বতের উপরে সংস্থাপিত, ইহা প্রসিদ্ধ থাকায় যদিও তাদৃশ বেগবান রথে ঐ যমুনাতটে পৌঁছতে এতটা সময় লাগা সম্ভব নয়, তথাপি কৃষ্ণ মুহুর্মুহু দূতাদি দ্বারা শ্রীগোপীকাদের সান্ত্বনা দিতে থাকায় এবং বৃক্ষাবৃত রাস্তায় রথ আঁকাবাঁকা চলা হেতু এই বিলম্ব, এরূপ বুঝতে হবে। জ°৩৮॥

তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্ ।
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥৩৯ ॥

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি ।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥৪০॥

৩৯। **অন্বয়** ঃ তত্র উপস্পৃশ্য (আচম্য) মনিপ্রভং মৃষ্টং (বিমলং) পানীয়ং পীত্বা বৃক্ষষণ্ডম্ (বৃক্ষসমূহং) উপব্রজ্য (সমীপমাগত্য) সরামঃ রথম্ আবিশৎ (আরুরোহ)।

৪০। **অন্বয়** ঃ অক্রূরঃ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) উপামন্ত্র্য (অনুজ্ঞামাদায়) রথোপরি নিবেশ্য চ কালিন্দ্যাঃ হ্রদং আগত্য বিধিবৎ স্নানং আচরৎ।

৩৯। **মূলানুবাদ** ঃ সেখানে তিনি আচমনান্তে ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল পান করত বৃক্ষরাজির সমীপে আগমন করত বলদেবের সহিত রথে আরোহন করলেন।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ যমুনাতটে গিয়ে কৃষ্ণের নিজস্ব পরম মধুর বৈভবসিন্ধুতে অক্রূরের অবগাহন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অহো শ্রীব্রজদেবীদের মনোক্ষোভ জন্মানো হেতু সেরূপ হয়নি, যেরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণের হয়েছিল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে তিনটি শ্লোক —

অক্রূর মহাশয় শত্রুভয়ে শঙ্কিত হয়ে রামকৃষ্ণকে রথের অন্তর্দেশে ঢুকিয়ে বসিয়ে রেখে তাঁদের আজ্ঞা নিয়ে যমুনার হ্রদে এসে যথাবিধি স্নান করতে লাগলেন।

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ উপস্পৃশ্য আচম্য আবিশৎ আরুরোহ ॥ জ°৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **উপস্পৃশ্য**— আচমন করত। **আবিশৎ**—আরোহণ করলেন।

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো টীকা** ঃ অহো শ্রীব্রজদেবী-মনঃক্ষোভাৎ। কিল তদাপ্যক্রূরস্য তন্নিজপরমধুরবৈভবাবগাহিতা যথা ব্রহ্মাদের্জাতা, তথা ন জাতেত্যাহ—অক্রূর ইতি ত্রিভিঃ। তাবুপামন্ত্র্য অনুজ্ঞাপ্য। রথোপরীতি সুখোপবেশার্থং কালিন্দ্যা হ্রদমনন্ততীর্থম্। তীরমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥জী°৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো ° টীকানুবাদ** ঃ যমুনাতটে গিয়ে কৃষ্ণের নিজস্ব পরমমধুর বৈভবসিন্ধুতে অক্রূরের অবগাহন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অহো শ্রীব্রজদেবীদের মনোক্ষোভ জন্মানো হেতু সেরূপ হয় নি, যেরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণের হয়েছিল, এই আশয়ে অক্রূর ইতি তিনটি শ্লোকের অবতারণা —**উপামন্ত্র**—রামকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ, করে **রথোপরি ইতি**— তাঁদের রথোপরি সন্নিবেশিত করলেন, সুখে উপবেশনের জন্য। কালিন্দ্যা হ্রদম্— অনন্ত তীর্থ। 'তীরম' পাঠও কোথাও কোথাও দেখা যায়। জী° ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ রথোপরি নিবেশ্যেতি সুখোপবেশার্থং শত্রুভ্যঃ শঙ্কয়া বা ॥বি°৪০ ॥

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥ ৪১ ॥

তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ ।
তর্হিস্বিৎ স্যন্দনে নস্ত ইত্যুন্মজ্য ব্যচষ্ট সঃ ॥৪২॥

তত্রাপি চ যথাপূর্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ ।
ন্যমজ্জদ্দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ ॥৪৩॥

৪১। **অন্বয়** ঃ অক্রূরঃ তস্মিন্ সলিলে (কালিন্দী-হ্রদসলিলে) নিমজ্জ সনাতনং ব্রহ্ম (বেদমাতৃরূপায়া গায়ত্র্যাঃ) জপন্ [তত্র সলিলাভ্যন্তরে] সমন্বিতৌ (মিলিত বিগ্রহৌ) তৌ এব রামকৃষ্ণৌ দদৃশে (দৃষ্টবান্) ।

৪২-৪৩। **অন্বয়** ঃ আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) সুতৌ রথস্থৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) ইহ (জলমধ্যে কথং স্তেঃ ? যদি রথাদবরুহ্য আগতৌ) তর্হি স্বিৎ [তদা] স্যন্দনে (রথে ন স্তঃ ইতি (এতদ্বিচিন্ত্য) সঃ (অক্রূরঃ উন্মজ্জ্য (জলাৎ উত্থায়) তত্রাপি চ [রথে] সঃ (অক্রূরঃ) যথাপূর্বং আসীনৌ ব্যচষ্ট (অপশ্যৎ অথ) সলিলে মে (মম কর্তুঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ যৎ দর্শনং [জাতং তৎ] কিং মৃষা (ইতি নিরূপয়িতুম্) সঃ (অক্রূরঃ) পুনঃ এব ন্যমজ্জৎ (জলমগ্ন অভবৎ) ।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ অক্রূর মহাশয় যমুনা হ্রদ জলে মগ্ন হয়ে বেদমাতৃরূপা গায়ত্রী জপ করতে করতে সেই জলের মধ্যে সেই রামকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ দেখলেন।

৪২-৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ বসুদেব পুত্রদ্বয় তো রথোপরিই ছিল, তবে এখানে এল কিরূপে ? তা হলে তাঁরা কি রথে নেই, এরূপ বিচার করত অক্রূর জল থেকে উঠে এসে তাঁদিকে পূর্ববৎ রথে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে চিন্তা করলেন, উঁহাদের যে জলমধ্যে দেখলাম, তা কি মিথ্যা'—ইহা নিশ্চয় করার জন্য পুনরায় জলমগ্ন হলেন অক্রূর মহাশয়।

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **রথোপরি নিবেশ্য ইতি**—রামকৃষ্ণকে রথোপরি উত্তমরূপে প্রবেশ করিয়ে বসিয়ে অক্রূর যমুনায় গেলেন—তাঁদের সুখে উপবেশনের জন্য, বা শত্রু ভয়ে এরূপ করলেন। বি° ৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব টীকা** ঃ সনাতনমিতি বিশেষণং তত্র ভক্তিবিশেষে কারণম্, সমন্বিতৌ পূর্ববদেকত্রৈব বর্ত্তমানৌ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ [শ্রীসনাতন—অক্রূর জলে নেমে বেদমাতৃ রূপা গায়ত্রী জপ করলেন - অথবা 'সনাতনং ব্রহ্ম' নারায়ণ নারায়ণ জপ করলেন। যাঁদের আজ্ঞানুসারে যমুনায় এসেছেন, যাঁদের রথোপরি বসিয়ে এসেছেন, সেই তাঁদের একত্র সম্মিলিত অবস্থায় দেখতে

ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৪-৪৫। **অন্বয়** ঃ সঃ (অক্রূরঃ) তত্র (জলমধ্যে) ভূয় অপি নতকন্ধরৈঃ সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈঃ অসুরৈঃ স্তূয়মানং সহস্রশিরসং সহস্রফণমৌলিনং নীলাম্বরং বিসশ্বেতং (মৃণাল শুভ্রবর্ণং) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ) শ্বেতম ইব (কৈলাশ পর্বতম্ ইব) স্থিতং দেবং অহীশ্বরম্ (অনন্তম্) অদ্রাক্ষীৎ ॥

৪৪-৪৫ **মূলানুবাদ** ঃ পুনরায়ও সেই জলমধ্যে অক্রূর মহাশয় দেখতে পেলেন, অবনতস্কন্ধ সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব-অসুরগণের দ্বারা স্তূয়মান, সহস্রমস্তক, ফণা ও কিরীটযুক্ত, নীলবসন পরিহিত, মৃণালতুল্য শ্বেতবর্ণ, চূড়াযুক্ত কৈলাস পর্বত সদৃশ আনন্তদেবকে।

পেলেন জপ করতে করতে ঐ যমুনা জলের ভিতর]। **সনাতনং ব্রহ্ম**— 'ব্রহ্ম' শব্দের পূর্বে 'সনাতন' বিশেষণটি দেওয়ার কারণ, অক্রূরের দাস্যভক্তিবিশেষ। **সম্বিভৌ** — পূর্ববৎ একত্রেই বর্ত্তমান। [শ্রীবলদেব—অক্রূর যে রামকৃষ্ণকে জলে দেখলেন, এর কারণ তার মনে যে ভয় ছিল, তা দূর করা]। জী°৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ স্বমন্ত্রধ্যেয়রূপাদপ্যদ্ভুতং রূপমীক্ষিতম। ব্রজেঽক্রূরেণ তত্রৈব নিষ্ঠামপ্যাপ চেতসঃ। তাং চ্যাবয়ন্ ব্রজবধূমন্ত্রহেতোঃ পুরাতনীম্। নিষ্ঠামেবাপয়ন্ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠং তমদর্শয়ৎ ॥ বি° ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ ব্রজে অক্রূর স্বমন্ত্রধ্যেয় রূপ থেকে এক অদ্ভুত রূপ দেখলেন। তথায় নিষ্ঠাও প্রাপ্ত হলেন। তা ছাড়িয়ে, ব্রজবধূমন্ত্রমূল থেকে পুরাতনীমন্ত্রে নিষ্ঠা প্রাপ্ত করিয়ে কৃষ্ণ তাঁকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করালেন ॥ বি০৪১ ॥

৪২-৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তাবিতি যুগ্মকম্। ইহ জলে, ইতীতি এতদ্বিচিন্ত্যেত্যর্থঃ। তত্রাপি চ স্যন্দনেঽপি যথা পূর্বমাসীনো ব্যচষ্টেতি পূর্ব্বেণান্বয় ॥

ততশ্চ পুনরেব পুনশ্চাক্রূরো ন্যমজ্জৎ। তত্র হেতুঃ দর্শনমিতি। মে মম কর্ত্তৃভূতস্য, তয়োঃ কর্ম্মভূতয়োঃ সলিলে যদ্দর্শনং, তৎ কিং মৃষেতীতি-শব্দেনান্বয়ঃ ॥ জী°৪২-৪৩ ॥

৪২-৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ 'তৌ ইতি' দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা হবে। **ইহ**—জলে। **ইতি**—এইরূপ বিচার করে। **তত্রাপি চ**—রথের উপরেও পূর্বের মতোই উপবিষ্ট **ব্যচষ্ট**—দেখলেন।

অতঃপর **পুনরেব**—পুনরায়ও অক্রূর **ন্যমজ্জৎ**—যমুনাজলে ডুব দিলেন। এ বিষয়ে হেতু দর্শনম্ ইতি। **মে**—আমা কর্তৃক অর্থাৎ আমি যে **তয়োঃ**—তাঁদিকে যমুনা জলে দেখলাম, তা কি মিথ্যা,

এইরূপ চিন্তা করে পুনরায় ডুব দিলেন ॥ জী° ৪১-৪৩ ॥

৪৪-৪৫ **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** শ্রীভগবাংস্তু স্বীয়ং পরমমধুরবৈভবমনবগাহমানং তং প্রতি নিজাংশলক্ষণং শ্রীবিষ্ণুমেবানুভাবিতবানিত্যাহ— ভূয় ইত্যাদি ত্রিভিঃ। তত্র ভূয় ইতি যুগ্মকম্। ভূয়স্তত্রাপি তত্রৈব হ্রদেঽহীশ্বরমদ্রাক্ষীৎ, ন তু পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণরামৌ। সৈদ্ধৈঃ স্বশিষ্যরূপৈঃ সনকাদিভিঃ; ভুজঙ্গপতয়ো বিবৃতা বৈষ্ণবে— 'বৃতং বাসুকিরন্তাদ্যৈর্মহদ্ভিঃ পবনাশিভি' ইতি। অসুরৈঃ প্রহ্লাদ-প্রভৃতিভিঃ, নতেতি সর্ব্বষাং বিশেষণম্ ॥

দেবং জগৎপূজ্যম্ মৌলিনমিতি ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিঃ। সহস্রং ফণা মৌলয়শ্চ কিরীটানি বিদ্যন্তে যস্মিন্, শ্বেতং শ্বেতাদ্রিং কৈলাসমিত্যর্থঃ। টীকায়াং কমলকন্দস্য মৃণালে তাৎপর্য্যম্ ॥ জী ৪৪-৪৫ ॥

৪৪-৪৫ **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় পরম মধুর বৈভব-অনবগাহমান অক্রূরের প্রতি নিজাংশলক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর অনুভূতি দান করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— 'ভূয় ইতি' তিনটি শ্লোকে। এর মধ্যে 'ভূয় ইতি' যুগল শ্লোকের এক সঙ্গে ব্যাখ্যা। ভূয়স্তত্রাপি — পুনরায় সেই হ্রদেই ভগবান্ অনন্তদেবকে দেখতে পেলেন, পূর্ববৎ কৃষ্ণরামকে নয়। **সিদ্ধৈঃ**— স্বশিষ্যরূপ সনকাদি দ্বারা স্তূয়মান। সর্পপতিদের বিবরণ বৈষ্ণবে এরূপ আছে, "কদ্রূপুত্র সর্পরাজ বাসুকি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত অনন্ত ভগবান্।" **অসুরৈঃ**—প্রহ্লাদ প্রভৃতি দ্বারা। **নতকন্ধরৈঃ** — 'নতকন্ধর' এই বাক্য সিদ্ধাদি সকলেরই বিশেষণ। ॥ জী° ৪৪-৪৫ ॥

৪৪-৪৫ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দ্বিতীয়ে নিমজ্জনে তু তং স্বাংশং শ্রীবিষ্ণুং তন্মন্ত্রোপাস্যদৈবতং দর্শয়ংস্তত্রৈব তন্মনোনিষ্ঠাং ধারয়িতুং তৎপরিকরানানখশিখং তদ্রূপমপি সাক্ষাদনুভাবয়ামাস। মদীষ্টদেবো বৈকুণ্ঠনাথ এব বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণ ইতি জ্ঞাপয়ামাস চ। ভূয় ইতি ত্রয়োদশভি তত্র দ্বাভ্যাং বলদেবাংশং শেষং বর্ণয়তি—সহস্র ফণামৌলয়ঃ কিরীটানি চ বিদ্যন্তে যস্য তম্। ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিঃ শৃঙ্গৈঃ শিখরৈঃ শ্বেতং কৈলাসমিব। "দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরে" ত্যত্র "ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠ" মিতি স্বামিব্যাখ্যানাৎ। "বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষ" ইতি ভাগবতামৃতবাক্যাচ্চ জলেঽক্রূরো বৈকুণ্ঠ-মেবাপশ্যদিতি প্রাহুঃ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

৪৪-৪৫ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দ্বিতীয় বার যমুনায় নিমজ্জনে অক্রূরকে তাঁর মন্ত্রোপাস্য দেবতা স্বাংশ শ্রীবিষ্ণুকে দেখালেন, তৎপর সেখানেই তাঁর মনোনিষ্ঠা ধারণ করাবার জন্য তাঁর পরিকর-গণের আপাদ মস্তক, এবং তাঁর রূপ সাক্ষাৎ অনুভব করালেন। এবং তাঁর ইষ্টদেব বৈকুণ্ঠ-নাথই বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ, এরূপ জানালেন— 'ভূয় ইতি১৩টি শ্লোকে।

এর মধ্যে এই দুটি শ্লোকে বলদেবের অংশ শেষদেবকে বর্ণন করছেন— **সহস্রফণামৌলিনম্**, সহস্র ফণা ও 'মৌলয়ঃ' কিরীট সমূহ সমন্বিত **শৃঙ্গৈঃ**— শিখর সমন্বিত **শ্বেতমিব** — কৈলাশের মতো বিরাজমান। (শ্রীভা° ১০/২৮/১৬) শ্লোকে 'ব্রহ্মণো লোকং' বাক্যের অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদ করেছেন

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥৪৬॥
চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্।
সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্ ॥৪৭॥
প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্।
কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরম্ ॥৪৮॥
বৃহৎকটিতটশ্রোণি-করভোরুদ্বয়ান্বিতম্।
চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্ ॥৪৯॥
তুঙ্গগুল্ফারুণনখ-ব্রতদীধিতিভির্বৃতম্।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥৫০॥

৪৬-৫০। **অন্বয়ঃ** তস্য (অহীশ্বরস্য) উৎসঙ্গে (ক্রোড়দেশে) ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণং চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণং সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরং প্রলম্ব-পীবরভুজং (লম্বমান স্থূলবাহুং) তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ং (উন্নতৌ স্কন্ধৌ যস্য সচাসৌ উরসি যস্য সচ তং) কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরং বৃহৎকটিতটশ্রোণি-করভোরুদ্বয়ান্বিতং ("মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য বহি" রিত'মরঃ) চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতং তুঙ্গগুল্ফারুণনখ-ব্রাতদীধিতিভিঃ (ঈষদুন্নতৌগুল্ফৌ অরুণাঃ নখাঃ তেষাং 'ব্রাতঃ' সমূহঃ তস্য দীধিতিভিঃ কান্তিভিঃ) বৃতং [তথা] নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈঃ বিলসৎ পাদপঙ্কজং।

৪৬-৫০। **মূলানুবাদঃ** সেই অহীশ্বর অনন্তদেবের কুণ্ডলীকৃত দেহার্ধে নীলমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতকৌশেয় বসন পরিহিত, শান্ত পদ্মপত্রের ন্যায় অরুণনয়ন চতুর্ভুজ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামি ভগবান্‌কে দর্শন করলেন—

তাঁর মুখকমল সুন্দর ও প্রসন্ন, দৃষ্টিপাত মনোহর হাসিতে উজ্জ্বল, ভ্রূযুগল সুন্দর রেখাঙ্কিত, নাসিকা উন্নত, কর্ণদ্বয় সুন্দর, গালদুটি মাধুর্যখনি এবং অধর অরুণবর্ণ।

তাঁর ভুজদ্বয় আজানুলম্বী ও স্থূল, বক্ষোদেশ উন্নত, কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয় যুক্ত, নাভী গভীর ও নিম্ন, উদর বলিত্রয়ে শোভন।

তাঁর বৃহৎকোমর, নিতম্বদেশ ও করভতুল্য উরুদ্বয় সুবিন্যস্ত, হাঁটুদ্বয় চারুতায়ভরা, জঙ্ঘাযুগল (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত) সুবিন্যস্ত।

তাঁর পায়ের গোড়ালি ঈষৎ উন্নত, নখচয় অরুণ কিরণচ্ছটায় দীপ্ত; পাদপদ্মযুগল অতিশয় কমনীয় অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদলে শোভমান।

'বৈকুণ্ঠ', এই হেতু এবং শ্রীভাগবতামৃতে 'বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষ' এরূপ বাক্য থাকা হেতু অক্রূর দ্বিতীয় বার জল মধ্যে বৈকুণ্ঠেই শেষদেবকে দর্শন করলেন। এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন। ॥ বি° ৪৪-৪৫ ॥

শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ ৪৬। অথ দ্বাদশকং তস্যাহীশ্বরস্যোৎসঙ্গে তদানীং লীলয়া সুখমাসীনমিতি জ্ঞেয়ম্। 'তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্। পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং সুপবিষ্টং দদর্শ হ॥' ইতি শ্রীবৈশম্পায়নেনোক্তেঃ। অতএব কুণ্ডলীকৃতেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। পুরুষং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামিনো রূপবিশেষম্; স্পষ্টয়িষ্যতে চ—'নতোঽস্ম্যহং ত্বাম্' (শ্রীভা ১০।৪০।১) ইত্যাদিনা। শান্তং ঘোরত্বাদ্যভাবেন মনোনয়নানন্দকরমিত্যর্থঃ। পদ্মপত্রবৎ প্রান্তে অরুণে ঈক্ষণে যস্য তম্। জী°৪৬

৪৭। চারু সু শব্দেয়োর্মুহুরুক্তির্যদা যদদৃশ্যত, তদা তস্যৈবাতিশয়স্তেনানুভূয়তেতি বোধনায় ॥জী৪৭॥

৪৮। শ্রীরত্র রেখারূপা, প্রেয়সী-তৎসখীরূপে ত্বগ্রে বক্ষ্যতে চ, কম্বুবত্রিরেখকণ্ঠম্ ॥জী°৪৮॥

৪৯। কটিরেব তটং বিস্তীর্ণত্বাৎ; শ্রোণিরত্র তদগ্রভাগঃ, তয়োর্বৃহত্ত্বং স্থৌল্যম্; 'মণিবন্ধাদাক নিষ্ঠংকরস্য করভো বহিঃ' ঊরুদ্বয়স্য তৎসাদৃশ্যং যথাযথং স্থূলত্বেন ক্রমনিম্নত্বেন চ, অন্বিত-সংযুতাদিপদং তৎসৌন্দর্য্যাতিশয়ব্যঞ্জনায়াপূর্ব্বমিত্যর্থঃ। তত্তদ্ব্যঞ্জয়তি ।জী°৪৯॥

৫০। নব শব্দেন সৌকুমার্য্যং, তেন চ নবদলবদারুণ্যং লক্ষ্যতে, নবানি যান্যঙ্গুল্যাদিরূপাণি দলানি, তৈরিতি বৈপরীত্যেন রূপকং চাতিশয়িতার্থম্। অত্র ক্বচিদ্ব্যুৎক্রমেণ বর্ণনেন তদ্দৃষ্টেস্তথৈব ভ্রমণং বোধয়িত্বা লোভাকুলতা বোধ্যতে॥ জী° ৫০॥

৪৬-৫০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অতঃপর দ্বাদশ শ্লোক **তস্যোৎসঙ্গে** —সেই সর্পরাজের ফণপ্রান্তভাগে তদানীং লীলায় সুখে উপবিষ্ট, এরূপ বুঝতে হবে। এরূপ বলা হল, শ্রীবৈশম্পায়নের এই উক্তি থাকা হেতু, যথা— "তাঁর উৎসঙ্গে অর্থাৎ কুণ্ডলীকৃত দেহার্ধে ঘনশ্যাম, শ্রীবৎসচিহ্নাচ্ছাদিত বক্ষ, পীতাম্বর-ধর বিষ্ণু সুখে উপবিষ্ট, এরূপ দেখলেন।" অতএব 'কুণ্ডলীকৃত' এরূপ ব্যাখ্যা শ্রীধর করলেন। **পুরুষম্**—ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্যামী রূপ বিশেষ—(শ্রীভা° ১০।৪০।১) শ্লোকে ইহা স্পষ্টও করা হয়েছে—"তুমি অখিলের কারণ, মহদাদিরও কারণ, আদি নির্বিকার স্বরূপ পুরুষ নারায়ণ" ইত্যাদি। **শান্তম্**—ভয়ঙ্কর মূর্তি না হওয়ায় মনোনয়নানন্দকর। **পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্**—পদ্মপত্রের মতো অরুণবর্ণ চক্ষু।

এই যে 'চারু' ও 'সু' শব্দদ্বয়ের মুহুর্মুহু উক্তি, তা যখন যা দেখছেন তখন তারই 'আতিশয্য' যে অক্রূরের দ্বারা অনুভূত হতে থাকল, তাই বুঝাবার জন্য।

শ্রিয়ম্—বক্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রেয়সী, এখানে রেখারূপা। অগ্রে উক্তও হয়েছে। **কম্বু**—শঙ্খের মতো ত্রিবলিরেখাযুক্ত কণ্ঠ।

কটিই যেন **তট**— তীরভূমি, বিস্তীর্ণ বলে এরূপ বলা হল, **শ্রোণি** — নিতম্বদেশ, এ দুইই **বৃহৎ**—স্থূল। **করভ** মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত করের বহির্ভাগ, ঊরুদ্বয় করভসদৃশ—যথাযথ স্থূল ও ক্রম নিম্নতা প্রাপ্ত বলে॥ মূলের 'অন্বিত' 'সংযুত' প্রভৃতি পদ তৎসৌন্দর্যাতিশয় ব্যঞ্জনার জন্য, অর্থাৎ সেই সেই অঙ্গের অপূর্বতা প্রকাশের জন্য।

নবাঙ্গুলি—'নব' শব্দে অঙ্গুলির কমনীয়তা বুঝানো হল। আরও এর দ্বারা নবপত্রের মতো

সুমহার্হমণিব্রাত-কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ ।
কটীসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥ ৫১ ॥
ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ ৫২ ॥

৫১ ৫২ অন্বয়ঃ সুমহার্হমণিব্রাত কিরীটকটাঙ্গদৈঃ কটিসূত্র-ব্রহ্মসূত্র (যজ্ঞোপবীতং) হার নূপুর-কুণ্ডলৈঃ ভ্রাজমানং (শোভমানং) পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ-কৌস্তুভং (শোভমানঃ কৌস্তুভঃ যস্য তম্) বনমালিনং।

৫১—৫২ মূলানুবাদঃ এইরূপে সর্বাঙ্গের বর্ণন করবার পর ভূষণাদির বর্ণন করা হচ্ছে—

মহামূল্য মণিখচিত শিরোভূষণ, বলয় বাহুভূষণ, কটিসূত্র, যজ্ঞোপবীত, হার, নূপুর ও কুণ্ডলাদিতে শোভমান, দক্ষিণ করে লীলা কমল ধারণে মনোজ্ঞ, অবশিষ্ট তিন করে শঙ্খচক্রগদা ধারণে দৃপ্ত, বক্ষদেশে শ্রীবৎস লাঞ্ছনে রম্য, দীপ্ত কৌস্তুভে ও বনমালায় সুশোভন সেই ভগবান্‌কে দেখলেন।

তারুণ্যতা লক্ষিত হল। আরও কচি পাতার মতো অঙ্গুলি না বলে, এই যে অঙ্গুলির মতো কচি পাতা বলা হল, এতে বিপরীত ভাবে উপমা হওয়ায় অঙ্গুলির কোমলতার আতিশয্য বুঝা যাচ্ছে। কখনও ক্রমবিপর্যয়ে অঙ্গের বর্ণনে হেতু অক্রূরের দৃষ্টির সেইরূপ চালনা-বোধ জন্মিয়ে তাঁর লোভাকুলতা বুঝালেন। জী°৪৬-৫০ ॥

৪৬-৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কৃষ্ণস্যাংশং নারায়ণং বর্ণয়তি—তস্য উৎসঙ্গে কুণ্ডলীকৃতদেহার্দ্ধে বিলোক্যেত্যেকাদশেন শ্লোকেনান্বয়ঃ। তুঙ্গাংসং উরুস্থলশ্রিয়ঞ্চেতি দ্বয়োঃ কর্মধারয়েণৈকপদং বলয়স্তির্যঙ্ভিন্না রেখাঃ সন্তি যস্য তৎ বলিমৎ তচ্চ পল্লববৎ অশ্বত্থদলসদৃশমুদরং যস্য তৎ॥ বৃহদ্ভ্যাং কটিতটশ্রোণিভ্যাং করভসদৃশোরুদ্বয়েন চ অন্বিতম্। কটিতটং নিতম্বঃ। শ্রোণিঃ "কটিঃ শ্রোণিঃ ককুদ্বতী।" "মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করোভ বহি" রিত্যমরঃ। তুঙ্গগুল্‌ফেতি গুল্‌ফস্য তুঙ্গতা ঈষন্মাত্রৈব ব্যাখ্যেয়া অতিসৌকুমার্য্যাৎ নবা অঙ্গুল্যঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চ তে এব দলানি তৈঃ শোভমানে পাদপঙ্কজে যস্য তম্।বি°৪৬-৫০॥

৪৬-৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণের অংশ নারায়ণকে বর্ণনা করা হচ্ছে, 'তস্য উৎসঙ্গে' অর্থাৎ 'কুণ্ডলীকৃত দেহার্ধে' থেকে 'বিলোক্য' ইতি—এই একাদশ শ্লোক এক সঙ্গে অন্বিত।

তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্— উন্নত স্কন্ধ ও বক্ষস্থল-শোভা—কর্মধারয় সমাসবদ্ধ হয়ে একপদ। **বলিমৎ ইতি**—চর্মতরঙ্গরেখা এবং **পল্লববৎ**—অশ্বত্থপত্র সদৃশ উদরবিশিষ্ট।

তাঁর বৃহৎ কটিতট-শ্রোণির সহিত করভসদৃশ উরুদ্বয় সুবিন্যস্ত! 'কটিতট' নিতম্ব। 'করভ' মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত করের বহির্ভাগ ॥

তুঙ্গগুল্‌ফ ইতি- উন্নত গোড়ালি, ঈষৎমাত্র উন্নতই ব্যাখ্যা করণীয়। অতি কমনীয় হওয়া হেতু **নবা ইতি** অঙ্গুলিচয় ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দলে শোভমান পাদপঙ্কজ বিশিষ্ট।বি° ৪৬-৫০ ॥

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ।
সুরেশৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৫৩ ॥
প্রহ্লাদনারদবসু-প্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ।
স্তূয়মানং পৃথগ্ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥ ৫৪ ॥

৫৩-৫৪। **অন্বয়ঃ** অমলাত্মভিঃ (নির্মলান্তঃকরণৈঃ) সুনন্দ নন্দপ্রমুখৈঃ সনকাদিভিঃ [চ] পার্ষদৈঃ, সুরেশৈঃ (সুরশ্রেষ্ঠৈঃ) ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈঃ, নবভিঃ দ্বিজোত্তমৈঃ চ (মরীচিঃ অত্রিঃ অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ভৃগুঃ বশিষ্ঠঃ দক্ষঃ ইতি নবভিঃ প্রজাপতিভিঃ) প্রহ্লাদ-নারদ বসুপ্রমুখৈঃ ভাগবতোত্তমৈঃ পৃথক্ ভাবৈঃ বচোভিঃ স্তূয়মানং ॥

৫৩-৫৪। **মূলানুবাদ ঃ** অক্রূরের দৃষ্ট শ্রীভগবানের পরিবার সমূহ বলা হচ্ছে—

নির্মলান্তঃকরণ সুনন্দ, নন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মরুদ্রাদি সুরেশ্বরগণ, মরীচি প্রমুখ নয়জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এবং প্রহ্লাদ নারদ-বসু প্রভৃতি উত্তম ভাগবতগণ— এই সকলের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত উত্তম বচনে স্তূয়মান হচ্ছেন সেই ভগবান্।

৫১-৫২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অধুনা ভূষণাদিকমাহ— সুমহার্হেতি দ্বাভ্যাম্। সুমহার্হ-শব্দেন পরমশ্রেষ্ঠত্বং, কটিসূত্রেত্যাদীনামপি সুমহার্হত্বাদিকত্বং জ্ঞেয়ম্ তাদৃশকিরীটাদিভির্ভ্রাজমানম্; যদ্বা, তৈস্তৈর্বিশিষ্টং, স্বভাবতস্তু সূর্য্যকোটিবদ্ভ্রাজমানম্। পদ্মস্য পৃথগুক্তিরনায়ুধত্বাৎ করসম্বন্ধেনোক্তির-ন্যত্রাপ্যঙ্গে তদ্ধারণসম্ভবাৎ ॥

৫১-৫২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এখন ভূষণাদির কথা বলা হচ্ছে, 'সুমহার্হ' দুটি শ্লোকে। 'সুমহার্হ' অতি মূল্যবান, এই শব্দে পরমশ্রেষ্ঠতা বুঝাচ্ছে। 'কটিসূত্র' ইত্যাদিও যে পরম-মূল্যবান, তাও বুঝানো হল। তাদৃশ কিরীটাদিদ্বারা শোভমান অথবা, সেই সেই ভূষণের দ্বারা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত, কিন্তু স্বভাবতঃই কিরীটাদি বিনাই সূর্যকোটিবৎ দীপ্ত সেই বিগ্রহ। 'শঙ্খ-পদ্ম চক্র-গদা' এই রূপে একসঙ্গে বলাই রীতি, কিন্তু এখানে যে পদ্মের পৃথক উক্তি, তার কারণ এটি শঙ্খ চক্র-গদার মতো অস্ত্র নয়, এটি হল লীলা-মাধুর্যের জন্য ধারণ— অন্য তিনটি হাতেই শঙ্খ চক্র-গদা ধারণই সম্ভব, না বলা থাকলেও। জী° ৫১-৫২ ॥

৫৩-৫৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পরিবারানাহ-সুনন্দেতি ত্রিভিঃ। তত্র পার্ষদাঃ সেবকত্বাৎ সর্ব্বান্তরঙ্গাঃ সনকাদ্যা ভক্তত্বেঽপি সেবাংশরাহিত্যেন ততো বহিরঙ্গাঃ, নিষ্কামত্বেন ভগবৎ-স্বরূপানুভবিত্বেন চান্যেভ্যোঽন্তরঙ্গাঃ ব্রহ্মাদ্যেষু ব্রহ্মরুদ্রয়োর্বস্তুতস্তু তদগুণত্বেঽপি জগদধিকারাংশাভিমানাভাসসদ্ভাবেন ততো বহিরঙ্গতাদর্শকত্বম্, অন্যে তু বহিরঙ্গা এব। মরীচিরত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুর্ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চেতি নব প্রজাপতয়ো ব্রহ্মাদ্যপেক্ষয়া ন্যূনজ্ঞানাদিত্বেন বহিরঙ্গা এব, প্রহ্লাদাদয়স্তত্তন্মহাগুণত্বেঽপি সর্ব্বতত্তৎপরিবারসহিতস্য তস্য দৈন্যেনোপাসকাভিমানিতয়া বহিরেব প্রায়স্তিষ্ঠন্তীতি সর্ব্ববহির্গণিতাঃ, এষাং দিঙ্নিয়মশ্চাগমানু-

সারাৎ; যথা—পার্ষদাঃ পূর্ব্বাদ্যষ্টস্বপি দিক্ষু, সনকাদ্যাঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাদ্যা ঊর্দ্ধাদিযথাস্বং দশদিক্ষু। দেবস্য দক্ষিণভাগে বা, মরীচ্যাদ্যা বামে, প্রহ্লাদাদয়ঃ সম্মুখে, নারদস্তু সম্মুখোর্দ্ধ ইতি। এতে চ, নিত্যাবরণরূপত্বাৎ প্রাপঞ্চিকানামীশরূপা জ্ঞেয়াঃ; যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে— 'নিত্যাঃ সর্ব্ব পরং ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রি- দশেশ্বরাঃ ॥' 'তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত' (শ্রীমহাবা) ইতি বৈ শ্রুতিরিতি। অন্যত্তৈঃ। তত্র শ্রেষ্ঠৈরিত্যমলাত্মভিরিত্যস্যার্থঃ। অবিদ্যমানং মলং দোষো যত্রেতি, পক্ষে—পৃকগ্ভাবৈরিতি বচো-বিশেষণমেব কৃতং, তথাপি বক্তৃষেব তাৎপর্য্যম্। অথামলাত্মভি-রিতি পরিবারস্য বিশেষণং, তেন চ সর্ব্বেষামেবাভি প্রায়াণাং যুক্ততমত্বং ব্যক্তম্ ॥ জী° ৫৩৫৪ ॥

৫৩-৫৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** অক্রূরের দৃষ্ট শ্রীভগবানের পরিবার সমূহ বলা হচ্ছে—সুনন্দ ইতি তিনটি শ্লোকে। এরমধ্যে **পার্ষদাঃ**—সুনন্দ-নন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ সেবক হওয়া হেতু সকলের মধ্যে অন্তরঙ্গ। **সনকাদি**—ভক্তভাব থাকলেও সেবা-অংশের অভাব থাকায় সুনন্দ প্রভৃতি থেকে বহিরঙ্গ, কিন্তু নিষ্কামভাব থাকায় ভগবৎস্বরূপের অনুভবী বলে অন্যের থেকে অন্তরঙ্গ। **ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ**—ব্রহ্মাদির মধ্যে ব্রহ্মা-রুদ্র দুইজনের বস্তুতঃ (সনকাদির যে যে গুণ দেখান হল) সেই সেই গুণের অধিকারী হলেও জগদাধার-অংশের অভিমান-আভাস থাকায় সনকাদির থেকে তাঁদের বহিরঙ্গত্ব দর্শিত হল। মরীচি আদি অন্য যাঁদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা তো বহিরঙ্গই— মরীচি-অত্রি-অঙ্গিরস-পুলস্ত-পুলহ-ক্রতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ, এই নয়জন প্রজাপতি ব্রহ্মাদি অপেক্ষা জ্ঞানে ন্যূন হওয়া হেতু বহিরঙ্গ। **প্রহ্লাদ ইতি**—প্রহ্লাদাদি সেই সেই মহাগুণের অধিকারী হলেও দৈন্যে সর্বতৎপরিবারের সহিত বিরাজমান সেই ভগবানের উপাসক অভিমান বশে বহির্দেশেই প্রায় থাকেন, কাজেই সর্ববহির্দেশেই গণিতা হলেন। আগম অনুসারে এদের দিক্‌নিয়ম বলা হচ্ছে এখন, যথা—পার্ষদগণ পূর্বাদি অষ্টদিকে। সনকাদি পিছনে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ঊর্ধ্বাদি দশদিকে, বা দক্ষিণ দিকে। মরীচ্যাদি বামে। প্রহ্লাদাদি সম্মুখে নারদাদি সম্মুখে, ঊর্ধ্বে। আরও এঁরা সব নিত্য আবরণরূপ হওয়া হেতু এই জগতের জনের সম্বন্ধে ঈশ্বররূপ, এরূপ বুঝতে হবে—পাদ্মোত্তর খণ্ডে এরূপই বলা আছে, যথা — পরমধামে অন্য যে সকল দেবতা আছেন, তাঁরা সকলেই নিত্য। আর এই প্রাকৃত স্বর্গে সব অনিত্য দেবতা-ঈশ্বর। [স্বামিটীকা — শ্রেষ্ঠৈর্বচোভিঃ পৃথক্ ভাবৈঃ বচোভিরিতিবা] স্বামি-টীকার 'শ্রেষ্ঠ' শব্দের অর্থ অমলাত্ম অর্থাৎ যেখানে দোষের বিদ্যমানতা নেই সেই তাঁদের দ্বারা পৃথগ্ ভাবৈঃ—বিশেষ কথার দ্বারা স্তুতঃ। অথবা, এই 'অমলাত্মভি' বাক্যটি 'পরিবারের' বিশেষণ - এতে এই 'অমলাত্ম' বাক্যটি 'সুনন্দ নন্দ' থেকে সকলের সঙ্গেই অন্বিত হওয়াই এখানে বক্তব্য।জী৫৩-৫৪॥

৫৩৫৪ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পৃথগ্ ভাবৈরিতি পার্ষদৈঃ স্বামিত্বেন সনকাদ্যৈর্ব্রহ্মত্বেন ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরমেশ্বরত্বেন মরীচাদ্যৈঃ প্রজাপতিপতিত্বেন প্রহ্লাদাদ্যৈরিষ্টদেবত্বেন তত্র বসুরুপরিচরঃ অত্র পার্ষদাঃ পূর্বাদ্যষ্টস্বপি দিক্ষু সনকাদ্যাঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাদ্যা দক্ষিণে ভাগে মরীচ্যাদ্যা বামে প্রহ্লাদাদ্যাঃ সম্মুখে। নারদঃ সম্মুখার্দ্ধে এতে চ সর্ব এব নিত্যাঃ। প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাদ্যা এতদ্ ব্রহ্মাদি বিভূতয়ো জ্ঞেয়া। যদুক্তং

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥ ৫৫ ॥

৫৫। **অন্বয়** ঃ [শ্রাদয় স্বরূপভূতাঃ তত্র] শ্রিয়া (সম্পদঃ সম্পাদয়িত্র্যা) পুষ্ট্যা (শরীরস্য পুষ্টিদাত্র্যা) গিরা (সরস্বত্যা) কান্ত্যা, কীর্ত্যা, তুষ্ট্যা, ইলয়া, উর্জ্জয়া, বিদ্যয়া, অবিদ্যয়া, শক্ত্যা, মায়য়া চ নিষেবিতা।

৫৫। **মূলানুবাদ** ঃ আবরণরূপে যে সকল শক্তি বিদ্যমানা তাঁদের কথা বলা হচ্ছে—

শ্রী অর্থাৎ 'সম্পদ বিধায়িনী' প্রভৃতি স্বরূপভূতা শক্তি— এর মধ্যে ঐশ্বর্য, বল, জ্ঞান, শোভা, যশ, বৈরাগ্য, ভূ, লীলা-বিদ্যা-অবিদ্যা ও মায়া—এই শক্তি সকলের দ্বারা নিষেবিত হচ্ছেন সেই ভগবান্।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে "নিত্যাঃ সর্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রি-দিবেশ্বরা"। ইতি। ॥ বি° ৫৩-৫৪ ॥

৫৩-৫৪ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পৃথক্ ভাবৈঃ**— ভিন্নভিন্ন ভাবযুক্ত উত্তম কথায় স্তুত হচ্ছেন—**পার্ষদৈঃ**—পার্ষদগণের দ্বারা প্রভুরূপে। **সনকাদিভিঃ**—সনকাদি দ্বারা ব্রহ্মরূপে **ব্রহ্মাদ্যৈঃ**—ব্রহ্মাদি দ্বারা পরমেশ্বররূপে। **নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ**—মরীচি প্রমুখ নয়জন দ্বিজ শ্রেষ্ঠের দ্বারা প্রজাপতি-রূপে **প্রহ্লাদাদ্যৈঃ** প্রহ্লাদাদি দ্বারা ইষ্টদেব রূপে। —শ্লোকের 'বসু' উর্দ্ধচর। পার্ষদগণ পূর্বাদি অষ্টদিকে, সনকাদি পিছনে, ব্রহ্মাদি দক্ষিণে, মরীচাদি বামে প্রহ্লাদাদি সম্মুখে। নারদ সম্মুখ ভাগে—এরা সকলেই নিত্য। প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাদি এই নিত্য ব্রহ্মাদির বিভূতি, এরূপ বুঝতে হবে। —ইহা পাদ্মোত্তর খণ্ডে উক্ত আছে— "পরমধামে অন্য যে সকল দেবতা আছে, তাঁরা সকলেই নিত্য। আর এই প্রাকৃত স্বর্গে সব অনিত্য ত্রিদশেশ্বর।" বি° ৫৩-৫৪ ॥

৫৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** আবরণরূপেণ চ বর্ত্তমানাঃ শক্তীরাহ— শ্রিয়েতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র হ্লাদিনী স্বরূপানন্দানুভাবিনী, সম্বিৎ চিদ্রূপা স্বরূপভূতমহাশক্তিঃ, সৈব হি শক্তি-শব্দস্য প্রথম-প্রবৃত্তিহেতুর্মায়াতিরিক্তা চ, তয়া মহালক্ষ্ম্যাখ্যয়া তদন্তরঙ্গয়াং নিষেবিতং, তয়া তৎস্পর্শাৎ; তদুক্তম্—'হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ' ইতি। সম্বিদিত্যস্যান্তে জ্ঞানমিত্যধিকা টীকা কেনচিদবুদ্ধৈব কল্পিতেতি লক্ষ্যতে। মায়য়া চ বহিরঙ্গয়া নিষেবিতং, চ-শব্দেন গৌণতা-ব্যক্তেস্তয়া তদস্পর্শাৎ; তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে— হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।' ইতি; তথা দ্বিতীয়ে (৫।১৩) চ— 'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমূয়া' ইত্যাদি। অনয়োরেব মূর্ত্তিভেদাঃ শ্রাদয়ঃ প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকভেদেন দ্বিবিধত্বাত্তাসাং জাত্যা ত্বেকত্বং বিবক্ষিতম্। তত্র শ্রীঃ সম্পদঃ সম্পাদয়িত্রী। পুষ্টিঃ শরীরস্য, গীর্ব্বাচঃ, কান্তিঃ শোভায়াঃ, কীর্ত্তির্যশসঃ, তুষ্টিরন্তঃকরণস্য, ইলা ভুবঃ ঊর্জা লীলায়াঃ, বিদ্যা যথার্থজ্ঞানস্য, অবিদ্যা তদজ্ঞানস্য তস্য ক্বচিত্তৎপ্রেম্ণাপি ভবতীতি হ্লাদিনী বৃত্তিরপি। এতদুপলক্ষণত্বেনান্যা অপি জ্ঞেয়াঃ; তদুক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ড এব— 'এবং পরং পদে নিত্যৈর্মুক্তৈর্হরিপরায়ণৈঃ দিব্যাভির্মহিষীভিশ্চ রাজতে বিভুরীশ্বরঃ ॥" ইতি ॥ জী° ৫৫ ॥

বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
হৃষ্যত্তনূরুহো ভাব-পরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥ ৫৬ ॥
গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্ধ্নাঽবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূর সংবাদো নাম ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

৫৬-৫৭। **অন্বয়** ঃ [এবম্ভূত'] বিলোক্য সুভৃশং প্রীতঃ পরময়া ভক্ত্যা যুতঃ হৃষ্যত্তনূরুহঃ (উদঞ্চিতানি 'তনূরুহানি' লোমানি যস্য সঃ) ভাবপরি ক্লিন্নাত্ম লোচন (প্রীত্যতিশয়েন আর্দ্রঃ 'আত্মা' চিত্তং লোচনে চ যস্য সঃ) সাত্বতঃ (অক্রূরঃ) সত্ত্বং (ধৈর্য্যং) আলম্ব্য মূর্ধ্না (শিরসা) প্রণম্য অবহিতঃ (সাবধানঃ) কৃতাঞ্জলিপুটঃ [সন্] গদ্গদয়া গিরা শনৈঃ অস্তৌষীৎ (স্তুতবান্)।

৫৬-৫৭। **মূলানুবাদ** ঃ ভগবানকে এই অবস্থায় দর্শন করত শ্রীঅক্রূর মহাশয় পরম প্রীত ও পরম ভক্তি-যুক্ত হলেন, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল। নিরতিশয় প্রীতিবশে তাঁর চিত্ত ও নয়নযুগল আদ্র হয়ে উঠল। তিনি ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক মাথা নুয়িয়ে প্রণাম করলেন। অতঃপর সাবধানে কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদ বাক্যে ধীরে ধীরে স্তব করতে লাগলেন।

৫৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ আবরণরূপে যে সকল শক্তি বিদ্যমানা, তাঁদের কথা বলা হচ্ছে 'শ্রিয়া ইতি'। [শ্রীস্বামিপাদ—বিদ্যা ও অবিদ্যা জীবের মুক্তি ও বন্ধনের হেতু। মায়া হল বিদ্যা-অবিদ্যার কারণ। 'শক্ত্যা' — হ্লাদিনী ও স্বম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তিদ্বারা নিষেবিত।] স্বামি-টীকার 'হ্লাদিনী' স্বরূপানন্দ-অনুভাবিনী আর 'সম্বিৎ' চিৎরূপা স্বরূপভূতা মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই শক্তি শব্দের প্রথম উৎপত্তি হেতু মায়া থেকে ভিন্ন। এই মহালক্ষ্মী নামক তদন্তরঙ্গ শক্তিদ্বারা নিষেবিত, তাঁর সহিত কৃষ্ণস্পর্শ হেতু। —শাস্ত্র-উক্তি "হ্লাদিনীর সহিত সম্বিদালিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর।" স্বামিটীকায় 'সম্বিদ্' শব্দের পর 'জ্ঞান' শব্দটি অধিক থাকায় কোনও লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ এসে গিয়েছে মনে হয়। **মায়য়া চ** - বহিরঙ্গ মায়াদ্বারা নিষেবিত। —এখানে 'চ' শব্দে গৌণতা প্রকাশের হেতু এই মায়ার সহিত শ্রীভগবানের স্পর্শের অভাব। —শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে, যথা— "হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ - এই ত্রিবিধ শক্তি সর্বাবস্থানভূত তোমাতেই অবস্থিত। হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা বিধায়িনী) সাত্ত্বিকী, তাপকরী (অর্থাৎ) বিষয়বিয়োগে মানসিক তাপদায়িনী তামসী) এবং মিশ্রা (বিষয়জন্যা রাজসী) — এই তিনটি শক্তি তোমাতে নেই, তুমি প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণ বর্জিত বলে।" তথা (শ্রীভা° ২।৫।১৩) শ্লোকে "মায়া শ্রীভগবানের সম্মুখে দৃষ্টিপথে অবস্থান করতেও বিলজ্জমানা" ইত্যাদি। অন্তরঙ্গশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়া-এ দু-এর মূর্তিভেদ হল 'শ্রী' প্রভৃতি। এঁরা প্রাপঞ্চিক-অপ্রাপঞ্চিক ভেদে দ্বিবিধ হওয়া হেতু এঁদের জাতিগতভাবে একত্ব বলাই অভিপ্রেত। এর মধ্যে শ্রীঃ—সম্পদ সম্পাদনকারিণী শক্তি। **পুষ্টি**—শরীরের পুষ্টিবিধানকারিণী শক্তি। **গীঃ** - বাক্‌শক্তি। **ক্ষান্তিঃ**—শোভাশক্তি **কীর্ত্তিঃ** - যশের শক্তি।

তুষ্টিঃ—অন্তঃকরণের তুষ্টি। ইলা—ভূশক্তি। উর্জা—লীলা শক্তি। বিদ্যা—যথার্থ জ্ঞানের শক্তি। অবিদ্যা—সেই অজ্ঞানের শক্তি। —এই সকল শক্তি দ্বারা নিষেবিত। এই যা বলা হল এ উপলক্ষণে, এরূপ আরও অন্য শক্তিও আছে, যথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে—"এইরূপে বৈকুণ্ঠে নিত্যমুক্ত হরিপরায়ণ দিব্যমহিষীগণের সহিত বিভু ঈশ্বর বিরাজমান।" জী° ৫৫ ॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শ্রিয়েতি— শ্রীআদয়ঃ স্বরূপভূতাঃ, তত্র শ্রীরৈশ্বর্যং, পুষ্টির্বলং, গীর্জ্ঞানং, কান্তিঃ শ্রীঃ, কীর্তির্যশঃ তুষ্টির্বৈরাগ্যং ইতি ষড়্ভগ-শব্দবাচ্যাঃ শক্তয়ঃ। ইলা ভূশক্তিঃ সন্ধিন্যাখ্যা, অন্তরঙ্গা যস্যা বিভূতিঃ পৃথ্বী উর্জা লীলাশক্তিরন্তরঙ্গা যস্যা বিভূতির্ভূর্লোকস্থা তুলসী বিদ্যাবিদ্যে জীবানাং মুক্তি সংস্থতিহেতূ বহিরঙ্গে শক্তির্মহালক্ষ্মী হলাদিন্যন্তরঙ্গা মায়া বিদ্যাবিদ্যয়োর্মূলভূতাবহিরঙ্গা চকারাত্তদধীন জীবশক্তি-তটস্থা এতাভির্নিতরাং সেবিতম্ ॥ বি° ৫৫ ॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শ্রীয়া ইতি—শ্রীপ্রভৃতি স্বরূপভূতা তার মধ্যে 'শ্রী' ঐশ্বর্য, পুষ্টি বল 'গী' জ্ঞান 'কান্তি' শোভা, 'কীর্তি' যশ, 'তুষ্টি' বৈরাগ্য—এইরূপ 'ষড়ভগ' শব্দ বাচ্য শক্তি সমূহ। ইলা—সন্ধিনী নামক ভূশক্তি অন্তরঙ্গা, যাঁর বিভূতি হল এই পৃথিবী। উর্জা লীলা শক্তি, অন্তরঙ্গা যাঁর বিভূতি হল এই ভূর্লোকের তুলসী। বিদ্যাবিদ্যে—জীবের মুক্তি ও সংসার হেতু বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়। শক্তি—মহালক্ষ্মী 'হ্লাদিনী' অন্তরঙ্গা। মায়া—বিদ্যা অবিদ্যার মূলভূতা বহিরঙ্গা। চ—'চ' কার হেতু অধীন জীবশক্তি তটস্থা—এত সবের দ্বারা নিষেবিতম্—নিত্যকাল সেবিত। বি° ৫৫ ॥

৫৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ বিলোকেতি তৈর্বাখ্যাতম্। তত্রাধ্যাহারেণ ব্যচষ্টেঽস্মৎকৃষ্ণোঽসাবিত্যাদি; যথোক্তং বৈষ্ণবে—'বল কৃষ্ণো তদাক্রূরঃ প্রত্যভিজ্ঞায় বিস্মিতঃ' ইতি। তস্যানুভব এতাবানের বিচারস্ত্বধিকো ভবিষ্যতি। 'অদ্ভুতানীহ যাবন্তি' ইত্যাদি দ্বাভ্যাম্ ॥

৫৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ বিলোক্য—[শ্রীস্বামিপাদ—বৈকুণ্ঠনাথকে দেখে অক্রূর মহাশয় অত্যন্ত প্রীত হলেন। —আমাদের কৃষ্ণই এই যাকে দেখলাম, সেই পরমেশ্বর, 'আমাদের কৃষ্ণই' ইহা জেনে]। 'এই যা দেখলাম, ইহা আমাদের কৃষ্ণই', এত কথা মূলে না থাকলেও অর্থসঙ্গতির জন্য উহা ধরে নিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে শ্রীস্বামি-টীকায়। —যথা বৈষ্ণবে উক্ত রয়েছে, 'এই সেই' এরূপ অনুভূতিতে অক্রূর বিস্মিত হলেন।" —এতদূর পর্যন্তই অক্রূরের অনুভব — বিচার অংশ হল অধিক, যথা 'অদ্ভুত' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। জী° ৫৬ ॥

৫৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ সত্ত্বং ধৈর্য্যম্, রুদ্ধকণ্ঠেন শনৈরেব ॥ জী° ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ সত্ত্বমালম্ব্য—ধৈর্যধারণ করত। শনৈঃ—কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে ধীরে ধীরে স্তুতি করতে লাগলেন— ॥ জী° ৫৭ ॥

শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণি কৃত
দশমে একোনচত্বারিংশো অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

—★—